CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 23 May, 2021 ■ আগরতলা, ২৩ মে, ২০২১ ইং ■ ৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, রবিবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

রাজ্যে নতুন করে ৮৬৪ জন করোনা সংক্রমিত, মৃত আরও ছয়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ত্রিপুরায় ফের রেকর্ড সংখ্যক নমুনা পরীক্ষার ফলে গত ২৪ ঘণ্টায় এই খবর লেখা পর্যন্ত দ্বিতীয় সর্বোচ্চ করোনায় আক্রান্তের সন্ধান মিলেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ত্রিপুরায় সর্বকালের রেকর্ড নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। একদিনে ১৪, ৫৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষায় ৮৬৪ জনের দেহে করোনা-র সংক্রমণ ধরা পড়েছে। আক্রান্তের হার ৫.৯২ শতাংশ। অনেকদিন পর দৈনিক আক্রান্তের হার কিছুটা কমেছে।

এদিকে, ফের ছয়জনের মৃত্যু ত্রিপুরায় করোনাকালে চিন্তা রীতিমতো বাড়িয়েই চলেছে। কারণ, প্রতিদিন করোনা আক্রান্তের মৃত্যুর খবরে উদ্বিগ্ন গোটা রাজ্য। অবশ্য, গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তিও পেয়েছেন। তবে চিন্তা এখনও বাড়িয়ে রেখেছে, নতুন করে করোনা আক্রান্তদের মধ্যে ৩৯১ জন শুধু পশ্চিম ত্রিপুরা জেলায় অবস্থান করছেন। তাতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা আবারও সংক্রমণে শীর্ষস্থানে রয়েছে। তবে কিছুটা সংক্রমণ এই জেলায় কমেছে। বর্তমানে ত্রিপুরায় সক্রিয় করোনা আক্রান্ত রয়েছেন ৭,১৩৫ জন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিন অনুসারে, গত ২৪ ঘণ্টায় আরটি-পিসিআরে ১,৪৩৫ এবং র‍্যাপিড অ্যান্টিজেনের মাধ্যমে ১৩, ১৫৪ জন মোট ১৪,৫৮৯ জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে। তাতে আরটি-পিসিআর ৯৫ জন এবং র‍্যাসপিড অ্যান্টিজেনে ৭৬৯ জনের দেহে করোনার সংক্রমণ মিলেছে। সব মিলিয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় মোট ৮৬৪ জন নতুন করোনা সংক্রামিতের খোঁজ পাওয়া গেছে।

অনেকদিন পর দৈনিক সুস্থতার হার সংখ্যা কিছুটা কমেছে। গত ২৪ ঘণ্টায় ১৯৬ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়েছে। তাতে বর্তমানে করোনা আক্রান্ত সক্রিয় রোগী রয়েছেন ৭,১৩৫ জন। প্রসঙ্গত, ত্রিপুরায় এখন পর্যন্ত ৪৫,২২৩ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাদের মধ্যে ৩৭,৫৬৫ জন করোনা সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেয়ে সুস্থ হয়েছেন। বর্তমানে ত্রিপুরায় করোনা আক্রান্তের হার বেড়ে হয়েছে ৫.৩১ শতাংশ। তেমনি, সুস্থতার হার কমে হয়েছে ৮৩.১৮ শতাংশ। এদিকে, মৃতের হার ১.০২ শতাংশ। নতুন করে ছয়জনের মৃত্যুর ফলে এখন পর্যন্ত ত্রিপুরায় ৪৬০ জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন।

স্বাস্থ্য দফতরের মিডিয়া বুলেটিনে আরও জানা গিয়েছে, ক্রমাগত পশ্চিম জেলা সংক্রমণে শীর্ষে রয়েছে। গত ২৪ ঘণ্টায় নতুন করে পশ্চিম জেলায় ৩৯১ জন, দক্ষিণ জেলায় ১২৫ জন, গোমতি জেলায় ৫১ জন, ধলাই জেলায় ৪৬ জন, সিপাহিজলা জেলায় ৮৮ জন, উত্তর ত্রিপুরা জেলায় ৬৫ জন, উনকোটি জেলায় ৬৯ জন এবং খোয়াই জেলায় ২৯ জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রত্যেক জেলায় করোনার সংক্রমণ অতি দ্রুতগতিতে ছড়িয়ে পড়ছে। পশ্চিম জেলায় কিছুটা সংক্রমণ কমেছে। কিন্তু দক্ষিণ জেলা শতক পার করে ফেলেছে।

দেশে ব্ল্যাকফাঙ্গাসে আক্রান্ত প্রায় ৯ হাজার গুজরাত শীর্ষে, ওষুধ পাঠাচ্ছে কেন্দ্র

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.)।। দেশজুড়ে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্তের রাজ্যওয়াড়ি সংখ্যা প্রকাশ করল কেন্দ্রীয় সরকার। শনিবার দুপুরে ভারত সরকার যে পরিসংখ্যান প্রকাশ করেছে তা হল, এই মুহূর্তে সারা দেশে মোট ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৮ হাজার ৮৪৮ জন। সবচেয়ে বেশি সংক্রামিত হয়েছে গুজরাতে।

কেন্দ্রীয় সরকারের তথ্য অনুযায়ী, শনিবার দুপুর পর্যন্ত বাংলায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্তের সংখ্যা এক জন। প্রসঙ্গত গতকালই কলকাতার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে এক যুবতীর মৃত্যু হয়েছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হয়ে। কেন্দ্রীয় কেমিক্যালস ও ফার্টিলাইজার মন্ত্রী সদানন্দ গৌড়া এদিন টুইট করে জানিয়েছেন, সংক্রমণের হার দেখে রাজ্যগুলিকে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধ অ্যামফোটেরিসিন-বি কেন্দ্রের তরফে পাঠানো হয়েছে। মোট ২৩ হাজার ভায়াল ওষুধ পাঠানো হয়েছে। এখনও পর্যন্ত গুজরাতে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস আক্রান্তের সংখ্যা দু'হাজার ২৮১ জন। এর পরেই রয়েছে মহারাষ্ট্র। সেখানে আক্রান্তের সংখ্যা দু'হাজার। অন্ধ্রপ্রদেশে ৯১০, রাজস্থানে ৭০০, মধ্যপ্রদেশে ৭২০ জন এই ছত্রাকবাহিত রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। কেন্দ্রীয় সরকার জানিয়েছে, গুজরাতে পাঠানো হয়েছে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

করোনা হোক কিংবা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, সমস্ত ঝড় মোকাবিলায় প্রস্তুত রাজ্য সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। করোনা হোক কিংবা ব্ল্যাক ফাঙ্গাস, সমস্ত ঝড় মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার প্রস্তুত। করোনা-র প্রথম ঢেউ মোকাবিলা করেছি, ত্রিপুরাবাসী যুদ্ধে জয়ী হয়েছেন। আবারও আমরা একজোট হয়ে করোনা সহ সমস্ত কিছুকে পরাস্ত করব। আজ শনিবার দৃঢ় প্রত্যয়ের সুরে এ-কথা বলেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই ঝড় মোকাবিলায় তিনি শুধু ত্রিপুরার আপামর জনগণের সহযোগিতা চেয়েছেন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ত্রিপুরায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ পাওয়া গিয়েছে ঠিকই। কিন্তু তাতে ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। ত্রিপুরা সরকার করোনা হোক কিংবা ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের আক্রমণ, প্রতিটি ক্ষেত্রে মোকাবিলায় সক্ষম। তাঁর কথায়, সংক্রমণ কী আসবে, কীভাবে আসবে তা সরকার নির্ণয় করতে পারে না। তবে ওই সব সংক্রমণ প্রতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে রাজ্য সরকার।

তাঁর দাবি, ত্রিপুরাবাসী করোনা-র প্রথম ঢেউ মোকাবিলা করেছেন। তা থেকে আমরা অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছি। সেই অভিজ্ঞতাকে ব্যবহার করে করোনা-র দ্বিতীয় ঢেউ মোকাবিলা করব আমরা, বলেন তিনি। তবে এক্ষেত্রে জনগণের সহযোগিতার ভীষণ প্রয়োজন। ত্রিপুরাবাসীর কাছে মুখ্যমন্ত্রীর আবেদন, করোনা মোকাবিলায় সমস্ত বিধিনিষেধ মেনে চলুন। ত্রিপুরা সরকারকে সহযোগিতা করুন। করোনা-র বিরুদ্ধে আবারও যুদ্ধে জয়ী হব আমরা।

প্রসঙ্গত, ত্রিপুরা সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগকেও মহামারি ঘোষণা করেছে।এ-বিষয়ে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ শুক্রবার বলেন, কেন্দ্রীয় সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাস রোগকে মহামারি ঘোষণা করেছে এবং রাজ্যগুলিকেও এ-বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়ার সুপারিশ করেছে। তাঁর কথায়, ত্রিপুরা সরকার ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারি হিসেবে ঘোষণা করেছে। মহামারি আইনে এই রোগকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, ত্রিপুরায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত একজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আগরতলায় একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি চিকিৎসাধীন রয়েছেন। তিনি বলেন, ওই রোগ সাধারণত করোনায় আক্রান্ত হয়ে সুস্থ হওয়ার পর দেখা দিচ্ছে। বিশেষ করে, মধুমেহ, ক্যানসার, কিডনি রোগ, এইচআইভি আক্রান্ত রোগীদের জন্য ওই রোগ ভীষণ ঝুঁকিপূর্ণ। কারণ, তাদের দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা সাধারণত কম থাকে।

আইপিএফটির ডাকা এডিসি বন্‌ধ শান্তিতেই অতিবাহিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। দলের সুপ্রিমো তথা রাজস্ব মন্ত্রী এনসি দেববর্মার ওপর হামলার প্রতিবাদে আইপিএফটি-র ডাকে এডিসি এলাকায় ২৪ ঘণ্টার বনধ শান্তিপূর্ণভাবেই অতিবাহিত হচ্ছে। কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর এখনও মিলেনি। সকালের দিকে আইপিএফটি কর্মী-সমর্থকরা বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করেছেন। তবে চতুর্থ শনিবারে সমস্ত অফিস বন্ধ থাকায় এবং সরকারি আদেশে আন্তঃরাজ্য পরিবহণও বনধ-এর কারণে আজকের ওই বনধ জনগণের বিশেষ অসুবিধা হয়নি। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আমরা বনধ-এর রাজনীতিতে বিশ্বাস করি না।

আজ সকাল থেকেই আইপিএফটি-র কর্মী-সমর্থকরা দলীয় পতাকা হাতে নিয়ে বিভিন্ন স্থানে পিকেটিং করেন। বিভিন্ন সড়কে রাস্তা অবরোধ করেন তারা। তবে ছুটির দিন হওয়ায় আজ রাস্তায় বিশেষ যানবাহন বের হয়নি। এমনিতেই করোনা মোকাবিলায় ত্রিপুরা সরকার আন্তঃরাজ্য পরিবহণে বিধিনিষেধ আরোপ করেছে। ফলে এডিসি এলাকায় আজ কার্যত দোকানপাট বন্ধ ছিল। তাতেও বনধ-এ স্বতঃস্ফূর্ত সাড়া মিলেছে বলে দাবি করেছে আইপিএফটি।

এ-বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বলেন, আজ ত্রিপুরায় এমনিতেই সরকারি ছুটি রয়েছে। ফলে, বনধ নিয়ে কোনও রাজনীতি হোক চাই না। তাঁর কথায়, আমার দল বনধ-এর রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না। আইপিএফটি আমাদের জোট শরিক। ফলে, আমরা একত্রিত হয়ে রাজ্যের উন্নয়নে কাজ করব বলে আমি বিশ্বাস করি।

রঞ্জিতনগরে শ্বশুর বাড়িতে নববধূকে বর্বরোচিত নির্যাতন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর এলাকার গাঙ্গাইল রুটের রঞ্জিত নগর এলাকায় পরের দায়ে এক গৃহবধূর ওপর স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা অমানুসিক নির্যাতন শুরু করেছে। নির্যাতিত গৃহবধূ আগরতলা পশ্চিম মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেছে।রাজ্যে নারী নির্যাতনের ঘটনা ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েছে। গৃহবধূ নির্যাতন সামাজিক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে।

রাজধানী আগরতলা শহরের গাংগাইল রঞ্জিত নগর এলাকায় গৃহবধূকে বিয়ের কিছুদিন পর থেকেই স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজন নির্যাতন শুরু করেন বলে অভিযোগ। মাত্র আট মাস আগে সামাজিক প্রথার বিয়ে হয়।গৃহবধূর নাম স্নেহা স্মিতা আচার্জী। স্বামীর নাম চিরঞ্জিত আচার্জী, শ্বশুরের নাম পরিমল আচার্জী। গৃহবধূর অভিযোগের পর থেকেই পর্দায় তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

কদমতলায় নিখোঁজ যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২২ মে।। নিজ বাড়ি থেকে মানসিক ভারসাম্যহীন এক যুবকের নিখোঁজের ঘটনায় তীব্র হতাশায় ভুগছে পরিবার। থানায় নিখোঁজের মামলা দায়ের। ঘটনা কদমতলা থানাধীন সাত সংগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতে।

গত ১১ মে উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন সাতসঙ্গম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৫ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা অজয় কুমার মালাকার পিতা মৃত অখিল চন্দ্র মালাকার নিজ বাড়ি থেকে নিখোঁজ হয়ে যায়। অজয়ের নিখোঁজের পর তার পরিবারের লোকজন হন্য হন্য হয়ে খোঁজাখুঁজি করলেও তাকে আর পাওয়া যায়নি। অবশেষে নিরুপায় হয়ে কদমতলা থানায় পরিবারের তরফ থেকে অজয় কুমার মালাকারের নিখোঁজের একটি মামলা দায়ের করা হয়।

কিন্তু আজ এগারোদিন অতিক্রান্ত হয়ে গেলও অজয়ের কোন সন্ধান পাওয়া যায়নি। পরিবার সূত্রে জানা যায় কিছুদিন যাবত অজয় মানসিক ভারসাম্যহীনতায় ভুগছিলো। তবে পরিবারের আশা তাদের ছেলে আবার ঘরে ফিরে আসবে। তাছাড়া যদি কোন সৎ হৃদয়বান ব্যক্তি অজয় কুমার মালাকারের সন্ধান পেয়ে থাকেন তাহলে ৭০৮৫৪৮৫৩৯০ মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার আবেদন করেন নিখোঁজের পরিবার।

ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে মোদীকে চিঠি সোনিয়ার

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি স)।। করোনার পর দেশজুড়ে নয়া আতঙ্কের নাম ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা মিউকরমাইকোসিস। এবার মমতার সুরেই কেন্দ্রকে কাঠগড়ায় দাঁড় করালেন কংগ্রেস সভানেত্রী সোনিয়া গান্ধী। তাঁর দাবি, কেন্দ্রকে এই মারণ রোগের চিকিৎসা সামগ্রী সরবরাহ করার ব্যপারে দ্রুত পদক্ষেপ করতে হবে। এবং এই রোগের চিকিৎসা করাতে হবে প্রধানমন্ত্রীর মস্তিস্কপ্রসূত 'আয়ুষ্মান ভারত' প্রকল্পের আওতায়।

কেন্দ্র ইতিমধ্যেই রাজ্যগুলিকে মহামারী আইনের অধীনে এই রোগকে মহামারী ঘোষণা করার নির্দেশ দিয়েছে। অথচ, এর চিকিৎসা নিয়ে এখনও বিস্তর গাফিলতির অভিযোগ উঠছে। বিরোধীদের অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধ সরবরাহ করা হচ্ছে না। ইতিমধ্যেই এই অভিযোগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে বিঁধেছেন এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার কংগ্রেস সভানেত্রী ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে একটি চিঠি লিখেছেন নরেন্দ্র মোদীকে। সোনিয়ার বক্তব্য, "ভারত সরকার সদ্যই মিউকরমাইকোসিসকে মহামারী ঘোষণার নির্দেশ দিয়েছে। যার অর্থ, এর চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় ওষুধের যথেষ্ট উৎপাদন এবং সরবরাহের ব্যবস্থাপনা ইতিমধ্যেই তৈরি হয়ে গিয়েছে। আশা করব যাদের প্রয়োজন তাঁরা নিখরচায় এই রোগের চিকিৎসা করতে পারবেন।

সোনিয়া লিখেছেন, আমি যতদূর জানি, লিপোসর্নাল অ্যাম্ফোটেরিসিন ই-১ এই রোগের চিকিৎসার অতি প্রয়োজনীয় একটি ওষুধ। অথচ, বাজারে এই ওষুধটির চরম সংকট তৈরি হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই মারণ রোগটির চিকিৎসা আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের অধীনে করা হয় না। উপরন্তু অধিকাংশ বিমা সংস্থার স্বাস্থ্য বিমাতেও এই রোগটির চিকিৎসার দায়িত্ব নেওয়া হয় না। আপনার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাল পাসপোর্ট, আধার সহ নথিপত্র তৈরীর ডেরায় পুলিশের অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মে।। জাল পাসপোর্টের কারখানায় হানা দিল আমতলী থানার পুলিশ,মহকুমা পুলিশ আধিকারিক এবং পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। কমলাসাগর বিধানসভার ফুলতলী বাজারে। ঘটনার বিবরণে জানা যায়, ফুলতলী বাজারের মধ্যে জেরিন ট্রাভেলস নাম দিয়ে গত কয়েক বছর যাবৎ সেই দোকানের মধ্যে জাল পাসপোর্ট, জাল আধার কার্ড, জাল প্যান কার্ড বিভিন্ন জাল কাগজপত্র তৈরি করে যাচ্ছে।

শুধু তাই নয় সীমান্তের ওপারের অনেক বাংলাদেশীকে এই পারে কারোর আত্মীয়-স্বজন বানিয়ে মোটা অংকের টাকা বিনিময়ে জাল পাসপোর্ট তৈরি করে বিদেশে পাঠিয়ে দিচ্ছে। এরূপ খবর নতুন কোন বিষয় নয়। সেই দোকানের মালিক জবুল, নুর মিয়া। বাবার নাম সিদ্দিক মিয়া। বাড়ি মতিনগর স্কুলের পাশে। আরো জানা যায় দোকানের মধ্যে সামান্য একটা জেরক্স মেশিন বসিয়ে তার আড়ালে সেই বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

আর খবর গোয়েন্দা বিভাগের কাছে যেতেই তৎপর হয়ে ওঠে। বিশাল পুলিশবাহিনী নিয়ে আমতলী থানার ওসি সিদ্ধার্থ করের নেতৃত্বে পুলিশ আধিকারিক, গোয়েন্দা বিভাগের কর্মীরা তাছাড়া উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা সেই ফুলতুলি বাজারের জেরিন ট্রাভেলস দোকানে হানা দেয়। উদ্ধার করা হয় বেশ কয়েকটি জাল পাসপোর্ট, আধার কার্ড, প্যান কার্ড ইত্যাদি।

পরবর্তী সময়ে পুলিশের অফিসারেরা জবুল নুর মিয়ার দোকানের ল্যাপটপ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নিজ বাড়িতেই প্রতিবন্ধী যুবকের ফাঁসিতে ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ফাঁসিতে আত্মহত্যা প্রতিবন্ধী এক যুবকের। ঘটনা বিশালগড় মহকুমার বাইদ্যাদিগি ধজনগর পঞ্চায়েত এলাকায়। প্রতিবন্ধী এক যুবকের আত্মহত্যার ঘটনা ঘিরে বিশালগড় বাইদ্যাদিগি ধজনগর এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ বাড়ির লোকজনের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে নিজ বাড়ির রান্না ঘরে আত্মহত্যা করে।

পরবর্তী সময় পিতা নজরুল মিয়া বাড়িতে এসে অনেক ডাকাডাকি এবং উনার ফোন নাম্বারে ফোন করে কোন হদিস পান নি।কিছুক্ষণ পরে দেখতে পায় রান্নাঘরের দরজা বন্ধ।দরজা ভেঙ্গে দেখতে পায় ঝুলন্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে প্রতিবন্ধী ছেলে।সুমন মিয়া সঙ্গে সঙ্গে বিশালগড় থানার পুলিশকে খবর দেন। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় পুলিশ। সেখান থেকে মৃত যুবককে উদ্ধার করে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। শনিবার ময়না তদন্ত করার পর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

আড়ালিয়ায় বাড়িতে ঢুকে মুখে কাপড় বেধে গৃহবধূকে অপহরণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। রাজধানী আগরতলা শহর সংলগ্ন আড়ালিয়া শিব মন্দির এলাকার এক গৃহবধূকে মুখে কাপড় চাপা দিয়ে বাথরুম থেকে অপহরণ করে হাত-পা বেঁধে তার মামার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে এসেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

পূর্ব থানার অন্তর্গত আড়ালিয়া শিব মন্দির সংলগ্ন শশুর বাড়ি থেকে গতকাল রাতে এক গৃহবধূকে হাত-মুখ বেঁধে তার মামার বাড়ির সামনে ফেলে দিয়ে যায় এক যুবক।অভিযোগ গৃহবধূর মাসি শাশুড়ির ছেলে সত্যজিৎ দেবনাথ এই ঘটনা সংঘটিত করেছে। এর পেছনে গৃহবধূর শশুরের মদত রয়েছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। তার শ্বশুর শংকর দেবনাথ এর বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন গৃহবধূ এবং গৃহবধূর মামা। গৃহবধুটি জানায় তার মাসি শাশুড়ি এবং দেবর তাদের বাড়িতেই থাকতো। কিছুদিন আগে ঝগড়া-ঝাটির পর তারা ওই বাড়ি থেকে চলে যায়।

গৃহবধূর অভিযোগ মাসি শাশুরির ছেলে অর্থাৎ তার দেবর তাকে নানাভাবে ইশারা করত। তাতে গৃহবধূ কোনদিন সাড়া দেয়নি। গৃহবধুটি জানায় রাতে সে বাথরুমে গিয়েছিল। হঠাৎ পিছন দিক থেকে এসে তার মুখে কাপড় বেঁধে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অপরিস্কার নর্দমা। রাস্তা জলে থৈ থৈ। শনিবার শিশুবিহার স্কুল সংলগ্ন এলাকায় তোলা নিজস্ব ছবি।

দেশে মৃত্যু ফের চার হাজারের উর্ধ্বেই, সুস্থতা ৮৭.৭৬ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.)।। ভারতে ফের নিম্নমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা। সংক্রমণ কমলেও, দৈনিক মৃত্যু ফের ৪ হাজারের গণ্ডি ছাড়িয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে কোভিডে সংক্রমিত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৯৯ জন। এই সময়ে দেশে মৃত্যু হয়েছে করোনা-সংক্রমিত ৪,১৯৪ জন রোগীর। একইসঙ্গে শুক্রবার সারাদিনে দেশে সুস্থ হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৩০ জন। করোনার বাড়বাড়ন্তের মধ্যেই দ্রুততার সঙ্গে চলছে টিকাকরণ, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯,৩৩,৭২,৮১৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে।

কোভিড-১৯

ভারতে ফের কমেছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০৪,৫২৫। ১,০৪,৫২৫ জন কমে যাওয়ার পর ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০০-তে (১১.১২ শতাংশ) পৌঁছেছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ২,৫৭,২৯৯ জন কোভিড-১৯ ভাইরাসে সংক্রমিত হওয়ার পর মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৬২,৮৯,২৯০। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রক আরও জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪ হাজার ১৯৪ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ২,৯৫,৫২৫ জন (১.১২ শতাংশ)। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে সক্রিয় করোনা রোগীর সংখ্যা ২৯ লক্ষ ২৩ হাজার ৪০০ জন।

সংক্রমণ বৃদ্ধির মধ্যেও সুস্থতাই প্রতিদিন স্বস্তি দিচ্ছে দেশবাসীকে, শুক্রবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩ লক্ষ ৫৭ হাজার ৬৩০ জন। ফলে শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ২,৩০,৭০,৩৬৫ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৮৭.৭৬ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ১৯ কোটি ৩৩ লক্ষ ৭২ হাজার ৮১৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় টিকা দেওয়া হয়েছে ১৪,৫৮,৮৯৫৪ জনকে।

ভারতে ৩২.৬৪-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। শনিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ২১ মে সারা দিনে ভারতে ২০,৬৬,২৮৫ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা- ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৭ ▫ সংখ্যা ২১৯ ▫ ২৩ মে ২০২১ ইং ▫ ৮ জৈষ্ঠ ▫ রবিবার ▫ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

চাই মুক্ত বাতাস

চাই মুক্ত আলো ,চাই মুক্ত বাতাস। বর্তমান পরিস্থিতির নিরিখে এই স্লোগান যথেষ্ট সময় উপযোগী হইয়া উঠিয়াছে। মানব সভ্যতার চাহিদা পূরণ করিতে পরিবেশের ওপর প্রতিনিয়ত মারাত্মক কুপ্রভাব আঘাত হানিতেছে। পরিবেশকে দূষণের হাত থেকে মুক্ত করিবার, চিন্তাভাবনা করিবার সময় আসিয়াছে। কালবিলম্ব করিলে ভয়ংকর পরিণতির জন্য মানবসভ্যতাকে অপেক্ষা করিতে হইবে।জল পান করিবার পূর্বে তাহার পরিস্রুততা লইয়া সাধারণত নিঃসংশয় হইয়া লন মানুষ। কিন্তু প্রতি বার শ্বাস লইবার পূর্বে তিনি কি নিশ্চিত থাকিতে পারেন শ্বাসবায়ুর বিশুদ্ধতা লইয়া? বিশ্বের দূষণচিত্র বলিতেছে, ভারত-সহ বহু দেশেই বায়ুদূষণ যে বিপজ্জনক মাত্রা স্পর্শ করিয়াছে, তাহাতে প্রতি বার শ্বাসের সঙ্গে একটু করিয়া বিষ প্রবেশ করিতেছে শরীরে। সঙ্গে ঢুকিতেছে নানাবিধ রোগজীবাণু। সুতরাং, ভাল থাকিবার জন্য পরিস্রুত পানীয় জলের সঙ্গে বিশুদ্ধ বায়ুও সমান গুরুত্বপূর্ণ। সম্প্রতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এবং আমেরিকার সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্টোল অ্যান্ড প্রিভেনশন-এর পক্ষ হইতেও কথাটি পুনরায় স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইয়াছে। সম্প্রতি বাতাসের মাধ্যমে সার্স-কোভ-২ ভাইরাস ছড়াইবার তত্ত্বটি জোরদার হইতেছে। এমতাবস্থায় আন্তর্জাতিক জার্নাল ল্যানসেট-এ প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রেও বলা হইয়াছে, ঘরের বাতাস বিশুদ্ধ থাকিলে জ্বরজারি, শ্বাসপ্রশ্বাসের রোগ অর্ধেক কমিয়া যাইবে। কোভিডের ন্যায় অতিমারির তীব্রতাও কিছু কমিতে পারে। বাস্তব বলিতেছে, চাহিলে নিজের জন্য পরিস্রুত জলের ব্যবস্থা সাধারণ মানুষ করিতে পারেন, পারেন না নিজের জন্য বিশুদ্ধ বায়ুর জোগান নিশ্চিত করিতে। ঘরে ব্যবহার্য জল পরিস্রুত করিবার জন্য অত্যাধুনিক যন্ত্র আবিষ্কৃত হইয়াছে। ঘরের বাহিরে পা রাখিলে নিজ ব্যবহারের জলটুকু ক্রয় করিয়া লওয়া যায়। তদুপরি, নাগরিকদের নিকট পরিস্রুত পানীয় জল পৌঁছাইবার জন্য সরকারের নানা প্রকল্পও আছে। সর্বোপরি আছে সচেতনতা। অপরিশোধিত জল পান করিবার বিপদ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর সকলেই সচেতন। কিন্তু সেই সচেতনতা দূষিত বায়ুর ক্ষেত্রে অনেকাংশেই নাই। পরিস্রুত জলের দাবিতে নাগরিক পথে নামেন। বিশুদ্ধ বাতাসের দাবিতে আন্দোলনের চিত্র দুর্লভ। মনে রাখিতে হইবে, অর্থের দ্বারা বিশুদ্ধ বায়ু ক্রয় করা অতি কঠিন। , বায়ু দূষিত হইলে তাহা দরিদ্রকেও আঘাত করিবে, ধনীকেও ছাড়িবে না। ধনীরা উন্নততর বায়ু পরিশোধক যন্ত্র, জৈব বলয়ের সুরক্ষার সাময়িক ব্যবস্থা করিতে পারিবেন মাত্র। সার্বিক ভাবে পরিত্রাণ পাইবেন না। বিশুদ্ধ বায়ু অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য প্রতিটি সচেতন নাগরিককে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করিতে হইবে। মানব সমাজ প্রতিনিয়ত বায়ু দূষিত করিয়া চলিয়াছে। আধুনিক সভ্যতার চাহিদা পূরণ করিতে গোটা বিশ্ব জুড়িয়া কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কল-কারখানা হইতে নির্গত বর্জ্য পদার্থ পরিবেশকে মারাত্মকভাবে দূষিত করিয়া চলিয়াছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে যানবাহনের সংখ্যা বাড়িয়াছে। যানবাহন হইতে নির্গত ধোঁয়া মারাত্মকভাবে বায়ু দূষণ ঘটাইতেছে। সৃষ্টির সর্বশ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। মানুষকেই পরিস্থিতিকে নির্মল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে হইবে। অন্যতায় বায়ু দূষণের ফলে ভবিষ্যৎ প্রজন্মশ্বাস-প্রশ্বাস নিতে মারাত্মমক সমস্যার সম্মুক্ষিন হইবে। এজন্য আমাদেরকেই ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে জবাবদিহি করিতে হইবে। অতএব আমাদেরকে পরিবেশ নির্মল রাখিবার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা জরুরি।

ফালাকাটায় প্রয়াত বঙ্গরত্ন ধনেশ্বর রায়

জটেশ্বর, ২২ মে (হি. স.) : আলিপুরদুয়ারের ফালাকাটায় প্রয়াত হলেন বঙ্গরত্ন ধনেশ্বর রায়। শুক্রবার গভীর রাতে তাঁর মৃত্যু হয়। পরিবার সূত্রে খবর, বার্ধক্যজনিত কারণে বেশকিছু দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ধনেশ্বর রায়। গত শুক্রবার রাতে হৃদরোগে আক্রান্ত হন তিনি। তড়িঘড়ি তাঁকে ফালাকাটা সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। সেখানে মেডিকেল সাপোর্ট দেওয়ার পরেও প্রয়োজন ছিল আইসিইউয়ের। অবশেষে গভীর রাতে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে রেফার করা হয় তাঁকে। জানা গিয়েছে, মেডিকেল যাওয়ার পথেই তাঁর মৃত্যু হয়।ঘটনায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে গোটা আলিপুদুয়ার জুড়েই। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

ব্ল্যাক ফাঙ্গাস নিয়ে সতর্কতা স্বাস্থ্য দফতরের

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.)। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ এড়াতে মাস্কের সঠিক ব্যবহার অত্যন্ত জরুরি। বিশেষ করে যে সমস্ত এলাকা কিংবা নির্মাণস্থলে বেশি ধুলোবালি রয়েছে, সেসব জায়গায় বিশেষভাবে সতর্ক থাকতে হবে। এবার এই সংক্রমণ ঠেকাতে কড়া পদক্ষেপ করছে রাজ্য সরকার। বঙ্গবাসীকে সতর্ক করতে স্বাস্থ্যদফতরের তরফে জারি করা হয়েছে নতুন রূপরেখা। করোনার সংক্রমণের মাঝেই গোদের উপর বিষফেঁড়া হয়ে উঠেছে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের দাপট। ইতিমধ্যেই রাজ্যে প্রবেশ করেছে এই কালো ছত্রাক। এই সংক্রমণে কলকাতার শম্ভুনাথ হাসপাতালে প্রাণও হারিয়েছেন ৩২ বছরের যুবতী। এই পরিস্থিতিতে সরকারি রূপরেখায় জানানো হয়েছে, মাস্ক ছাড়া কোথাও যাওয়ার প্রশ্নই নেই। আবার বাগানে বা মাটি নিয়ে কাজ করলে, পা ঢাকা জুতো, লম্বা ঝুলের ট্রাউজার বা প্যান্ট, ফুলহাতা শার্ট এবং গ্লাভস পরা জরুরি। পাশাপাশি সাধারণ স্বাস্থ্যবিধিও মেনে চলতে হবে।করোনায় আক্রান্ত হয়েছেন ও ডায়াবেটিক রোগীদের শরীরেই কালো ছত্রাক বেশি করে হানা দিচ্ছে। তাই তাঁদের রক্তে গ্লুকোজের মাত্রার দিকে নজর রাখতে হবে। স্টেরয়েড, অ্যান্টিবায়োটিক ও অ্যান্টিফাঙ্গাল ওষুধ ব্যবহারেও সতর্কতা জারি করা হয়েছে।উল্লেখ্য, অতিমারী আবহেই দেশের একাধিক রাজ্যে কালো ছত্রাকের হানায় বেড়েছে উদ্বেগ। প্রথমে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে মহামারী বলে ঘোষণা করেছিল রাজস্থান সরকার। পরে একই পথে হাঁটে তেলেঙ্গানাও। তারপরই দেখা যায়, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রকও রাজ্যগুলিকে এই সংক্রমণকে মহামারীর আওতায় ফেলারই নির্দেশিকা জারি করে।

প্রসঙ্গত, ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের আক্রমণে শুক্রবার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে মারা গিয়েছেন হরিদেবপুরের শম্পা চক্রবর্তী (৩২)। রাজ্যে এই প্রথমবার কেউ এই সংক্রমণে প্রাণ হারালেন। যা করোনা আবহে নতুন করে চিন্তা বাড়াচ্ছে রাজ্যবাসীর। আর সেই কারণেই আরও বেশি করে সংক্রমণ ছড়ানোর আগেই সতর্ক হচ্ছে স্বাস্থ্যদফতর। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আমফান তাণ্ডবের বর্ষপূর্তিতে রাজ্যে 'ইয়াস'-র আছড়ে পড়ার আশঙ্কা

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.) : আমফান তাণ্ডবের একবছর কাটতে না কাটতেই এবার 'ইয়াস'-র আছড়ে পড়ার আশঙ্কা। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী শনিবার পূর্ব-মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার ২৩ মে সকালে সেটি আরও শক্তি সঞ্চয় করবে। সোমবার বেশি শক্তি সঞ্চয় করে সেই নিম্নচাপ উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়ে পরিণত হবে ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'-এ। পরবর্তী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এটি আরও উত্তর-উত্তর-পশ্চিম দিকে অগ্রসর হতে থাকবে ও আরও তীব্র ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হবে। এরপর ২৬ মে বুধবার সন্ধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে আছড়ে পড়বে। আলিপুর আবহাওয়া দফতর শনিবার জানিয়েছে, কোথায় আছড়ে পড়বে এখনও অস্পষ্ট। তবে পশ্চিমবঙ্গেই ঘূর্ণিঝড়ের আছড়ে পড়ার সম্ভাবনা বেশি। আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, ২৬ মে সন্ধ্যার দিকে 'ইয়াস' পশ্চিমবঙ্গ, সংলগ্ন উত্তর ওড়িশা এবং বাংলাদেশ উপকূল অতিক্রম করবে। 'ইয়াস'-এর প্রভাবে সোমবার থেকেই রাজ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে। ওড়িশা ও পশ্চিমবঙ্গ উপকূলে ৪০-৫০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে। আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস, ২৫ তারিখ থেকে শুরু হবে বৃষ্টি। ২৬ তারিখ থেকে শুরু হবে ভারী বৃষ্টি। ২৫ তারিখ ৭০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে হাওয়া।

প্রতিবাদী রবীন্দ্রনাথ আজও দিশারী

শান্তনু রায়

অতিসম্প্রতি পেরিয়ে এলাম তাঁর একশষাটশততম জন্মবার্ষিকী। সক্রিয় রাজনীতির অঙ্গনে বিচরনে তাঁর আগ্রহ না থাকলেও দেশের রাজনৈতিক ঘটনাবলী, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহ সম্বন্ধে সম্যক অবহিত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তাঁর বিশ্বভাবনাও স্বদেশভাবনা ব্যতিরেকে নয় যখনই কে এসেছে পীড়িতদের কাছ থেকে, তাঁর প্রতিবাদী সত্তা অন্তরের অপরিসীম মমত্ব তাঁকে বৃদ্ধ হয় সে অসুস্থ অবস্থায়ও মানুষর পাশে, ন্যায়ের পাশে এককভাবে হলেও, দাঁড়াতে শক্তি যুগিয়েছে। যখনই কোন অন্যায় অনৈতিকতা তাঁর দৃষ্টিগোচর হয়েছে বা তাঁর অনুভবে এসেছে স্রোতের অনুকূল বাসতে অনাগ্রাহী তিনি সমালোচিত হওয়ার সম্ভাবনা নিয়েও নিজের অনুভব সুস্পষ্ট ভাবে ব্যক্ত করেছেন তাঁর বক্তব্যে ও লেখনীতে।

১৯০৫-এ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন আরম্ভ হলে তা কবিগুরুর সমর্থন লাভ করেছিল এবং ঠাকুরবাড়ির সদস্যদের সক্রিয় উদ্যোগে স্বদেশী মেলার প্রচলন হয়েছিল। ১৯০৫-এর বছরের ১৬ অক্টোবর থেকে বঙ্গবিভাগ কার্যকর হবে। রবীন্দ্রনাথ তখন গিরিডিতে বসে অনেকগুলি স্বদেশী সহগীত রচনা করেছিলেন যার মধ্যে আছে -ও আমার দেশের মাটি, সার্থক জনম আমার ও ছি ছি চোখের জলেভে নে ইত্যাদি।

কোলকাতায় ফিরে ১৭ সেপ্টেম্বর সাবিত্রী লাইব্রেরিতে এক সবায় সবাপতির ভাষণে রবীন্দ্রনাথ ১৬ অক্টোবর 'অরন্ধন' পালন করে উপোষের মাধ্যমে প্রতিবাদ করার এবং বাঙালি জাতির ঐক্যের প্রকাশ হিসেবে রাখীবন্ধন উৎসব উপলক্ষে তিনি বাংলার মাটি বাংলার জল সঙ্গীতটি রচনা করেছিলেন।

বঙ্গবিভাগের মাধ্যমে ইংরেজ রাজশক্তির বাঙালির ঐক্যের বিনষ্টির অপকৌশল সমন্ধে ১৩১১-এর 'বঙ্গবিভাগ' প্রবন্ধে কবি বলেছিলেন-আমাদের নিজের দিকে যদি সম্পূর্ণ ফিরিয় দাঁড়াইতে পারি, তবে নৈরাশোর লেশমাত্র কারণ দেখিনা। বাহিরের কিছুতে আমাদিগকে বিচ্ছিন্ন করিবে একথা আমরা কোনমতেই স্বীকার করিব না। বিচ্ছেদের চেষ্টাতেই আমাদের ঐক্যানুভূতি দ্বিগুন করিয়াতুলিবে। পূর্বে জড়ভাবে আমরা একত্র ছিলাম। এখন সচেতনভাবে আমরা এক হইব। বাহিরের শক্তি যদি প্রতিকূল হয়,তবেই প্রেমের শক্তি জাগ্রত হইয়া উঠিয়া প্রতিকার চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইবে। কিন্তু এই স্বদেশী আন্দোলনে বয়কট নিয়ে বাড়াবাড়ি ও বিল্পবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ রবীন্দ্রনাথের অনুমোদন পায় নি।

যদিও 'স্বদেশী আন্দোলন ও বাংলার নবযুগ' গ্রন্থের রচয়িতা হরিদাস মুখোপাধ্যায় ও উমা মুখোপাধ্যায় এর মতে-বিদেশি শাসকগোষ্ঠীর সঙ্গে সত্যকার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু হবার পূর্বে 'বয়কট' নীতি বাংলাদেশের প্রায় সার্বজনিক স্বীকৃতি পেয়েছিল। কিন্তু সংগ্রাম আরম্ভ হলে কোনও কোনও ব্যক্তি 'বয়কট' এর ভয়াবহ শক্তি লক্ষ্য করে আন্দোলন থেকে সরে দাঁড়ান এবং এই বলে অভিযোগ করেন যে, এজাতীয় স্বদেশনিষ্ঠা বিশ্বপ্রেমের বিরোধী, অতএব নিন্দনীয়। ১৯০৭ সালে রবীন্দ্রনাথও এই পরিবতির্ত দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিনিধি ছিলেন। তখন তিনি 'বয়কট'কে আর সমর্থন করতে পারলেন না এইবলে যে, এর সর্বাঙ্গে জড়ানো রয়েছে বিজাতীয় বিদ্বেষ, যা মানবধর্মের বিরোধী। রবীন্দ্রনাথের এমন প্রতীতির প্রকাশই হয়ত পেয়েছে অনেক পরে প্রকাশিত 'ঘরে বাইরে' এবং 'চার অধ্যায়ে'।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মূল্যায়ন ১৩৩৮-এর শ্রাবনে লিখিত 'হিন্দু মুসলমান' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে এভাবে -যখন বঙ্গবিভাগের সাংঘাতিক প্রস্তাব নিয়ে বাঙ্গালির চিত্ত বিক্ষুব্দ্ধ তখন বাঙালি অগত্যা বয়কট নীতি অবলম্ভন করতে চষ্টো করেছিল। বাংলার সেই দুর্দিনের সুযোগ বোম্বাই-মিলওয়ালারা নির্মম ভাবে তাদের মুনাফার অঙ্ক বাড়িয়ে তুলে আমাদের প্রাণপণ চেষ্টাকে প্রতিহত করতে কুণ্ঠিত হয়নি। সেইসঙ্গে দেখাগেল,বাঙালি মুসলমান সেদিন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ালেন। সেইযুগেই বাংলাদেশে হিন্দুমুলমানে লজ্জাজনক কুৎসিত কাণ্ডের সূত্রপাত হল। অপরাধটা প্রধানত কোন পক্ষের এবং এই উপদ্রব অকস্মাৎ কোথা থেকে উৎসাহ পেলে সে তর্কে প্রয়োজন নেই। আমাদের চিন্তা করবার বিষয়টা হচ্ছে এইযে, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলে বাঙালিদের মধ্যে যে পঙ্গুতার সৃষ্টি হত সেটা বাংলাদেশের সকল সম্প্রদায়ের এবং বস্তুত সমস্ত ভারতবর্ষেরই পক্ষে অকল্যাণকর, এটা যথার্ত দরদ দিয়ে বোঝাবার মতো একাত্মতা আমাদের নেই বলে সেদিন বাঙালি হিন্দুর বিরুদ্ধে অনাত্মীয় অসহযোগিতা সম্ভব হয়েছিল। রাষ্ট্র প্রতিমার কাঠামো গড়বার সময় একথাটা মনেরাখা দরকার। উল্লেখ্য ১৯১৯-এর ১৩ এপ্রিল বৈশাখী উৎসবের দিনেই অমৃতসরের জালিয়নওয়ালাবাগের পার্কে সেই ব্যতিক্রমী নির্মম হত্যাকাণ্ডের খব র কয়েকদিন পরে রবীন্দ্রনাথের কাছে পৌঁছলে তিনি নিদারুন ব্যর্থিত হয়ে গান্ধিজীকে অবলিম্বে পাঞ্জাব যেতে অনুরোধ করলেও গান্ধিজী রাজী হলেন না, তিনি উল্টে বললেন-(I do not want to embarrass the Govt.now.). রবীন্দ্রনাথ হাল না ছেড়ে অন্যান্য নেতাদের, এমন কি দেশবন্ধুকেও, অনুরোধ করে বিফল হলেন। কিন্তু নির্মম ঘটনার অভিঘাত কবির বিবেককে স্থির থাকতে দিলনা। এই নির্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে তিনি ভাইসরয় চেমসফোর্ডকে এক প্রতিবাদ পত্র প্রেরন করলেন। যা তাঁর স্বদেশপ্রীতি ও এককভাবে নির্ভীক প্রতিবাদের সাহসের এক উজ্জ্বল নিদর্শন হয়ে থাকল। এর পর তিনি প্রতিবাদে ব্রিটিশের দেওয়া খেতাব নাইটহুড বর্জন করেতিনি ভাইরাসকে যে পত্র দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ এরকম- (The time has come when badges of honour ,ake our shame glaring in their incongruus context of humilliation and I gor my part wish to stand shorn of all special distion, by the side of those of my countrymen who for their so called insignificance, are liable to suffer a degradation not fit for human beings.)

রবীন্দ্রনাথের এই প্রতিবাদের ফলেই পরে গান্ধিজী জালিয়ওয়ালাবাগে যেতে বাধ্য হন। রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত আর কোন ভারতীয় ঘটনার প্রতিবাদে এমন সোচ্চার হননি, যদিও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ও প্রতিবাদে সামিল হয়েছিলেন।

একথা সত্য যে ১৯৩৪-এ 'চার অধ্যায়' প্রকাশিত হলে তা পাঠ করে বাংলার বিপ্লবীসমাজ অপ্রত্যাশিত আঘাতে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। তাঁদেরসে অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছিল দেউলী বন্দিনিবাসে তৎকালীন রাজবন্দী সরোজ আচার্যের লেখনীতে।

কিন্ধন্তু এও সত্য এর মাত্রতিন বছর আগে ১৯৩১-এর ১৬ সেপ্টেম্বর হিজলী বন্দীনিবাসে রক্ষীদের সন্তোষ মিত্র ও তারকেশ্বর সেন নামে দুই বিপ্লবী নিহত এবং আরো অনেক আহত হওয়ার নারকীয় ঘটনার প্রতিবাদে ২৬ সেপ্টেম্বর রবীন্দ্রনীথের সভাপতিত্বে টাউন হলেআয়োজিত সভা আরম্ভের দু'ঘন্টা আগেই লোকে লোকারন্য হয়ে যাওয়ায় স্থান পরিবর্তন করে মনুমেন্টের (বর্তমান শহিদ মিনার) পাদদেশে অনুষ্ঠিত হলে সপ্ততিপর কবি প্রতিকুল শারীরিক অবস্থায়ও উপস্থিত হয়ে জমায়েত হওয়া বিপুল জনসমাগমের সামনে ভাষণে যা বলেছিলেন তা এই রকম কিন্তু যখন ডাক পড়ল থাকতে পারলুম না। ডাক এল সেই পীড়িতদের কাছ থেকে রক্ষক নামধারীরা যাদের কণ্ঠস্বরকে নরঘাতক নিষ্ঠুরতাদ্বারা চিরদিনেরমত নীরব করেদিয়েছে। যখন দেখা যায় জনমতকে অবজ্ঞার সঙ্গে উপেক্ষা করে এত অনায়াসে বিভীষিকার বিস্তার সম্ভবপর হয় তখন ধরে নিতেই হবে যে, ভারতেব্রিটিশ সাশনের চরিত্র বিকৃত হয়েছে এবং একন থেকে আমাদের ভাগ্যে দুর্দম দৌরাত্ম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলার আশঙ্কা ঘটল। আমি আমার স্বদেশবাসীর হয়ে রাজপুরুষদের এই বলে সতর্ক কতে চাই যে প্রজাকে পীড়ন স্বীকার করে নিতে বাধ্য করান রাজারপক্ষে কঠিন না হতে পারে, কিন্তু বিধিদত্ত অধিকারনিয়ে প্রজার মন যখন স্বয়ং রাজাকে বিচার করে তখন তাকে নিরস্ত করতে পারে কোন্ শক্তি (কালান্তর) কেবল এতেই থেমে থাকলেন না রবীন্দ্রনাথ-দার্জিলিং থেকে ঐ বছরের দোসরা নভেম্বর এ বিষয়ে একটি প্রতিবাদ পত্র পাঠিয়েছিলেন দ্য স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদককে, অমল হোমের মাধ্যমে। যদিও রাজভক্ত পত্রিকা কর্তৃপক্ষ সে পত্রটি ছাপতে অস্বীকৃত হন।

অন্যদিকে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের পর বিপ্লবীদের দমন করাবউ উদ্দেশ্যে ব্রিটিশসরকার মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ বাড়িয়ে তোলার প্রচেষ্টার অনেকটা সফল হয়। নৃশংস অত্যাচারী পুলিশ অফিসার আসানুল্লাকে বিল্পবী হরিপদ ভট্টাচার্য গুলি করে হত্যা করলে (৩০ আগষ্ট ১৯৩১) -এর প্রতিশোধ স্পৃহা থেকে আরম্ভ হওয়া বীভৎস সাম্প্রদায়িক ঘটনার সুদূরপ্রসারী প্রভাব অনুভব করে হেমন্তবালা দেবীকে কবি লিখছেন-এইরকম ব্যাপারের দ্বারা দুটো গুরুতর অনিষ্ট হচ্ছে। প্রথমেই সমস্ত মুসলমান জাতের উপর হিন্দুর ঘৃণা জন্মে যাচ্ছে।... যারা আমাদের আপন লোকদেরএরকম সাংঘাতিকভাবে পর করে দিচ্ছে তারা করছে স্বার্থের জন্য।... কিন্তু আপনার লোকদের কৃত অন্যায় তাঁদের নিজেরই স্বার্থের বিরুদ্ধে। তারা চিরদিনের জন্য দেশের চিত্তে যে অবিশ্বাস যে ঘৃণা আবলি করে তুলছে তাতে চিরদিনের মতোই তাদেরনিজের ক্ষতি। ঐ দিন ই সেপ্টেম্বর বাংলায় নৃশ্যসতার তাণ্ডব শীর্ষক মুসলমান সম্প্রদায়কে আহ্বান জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের এক আবেদনও প্রচারিত হয়।

আবার ত্রিপুরী কংগ্রেসের প্রাক্কালে নিজের পছন্দের প্রার্থীকে হারিয়ে সুভাষচন্দ্রকে দ্বিতীয় বার কংগ্রেস সভাপতি হওয়ার ক্ষুব্ধ গান্ধি কি এবং তাঁর অনুগামীরা যখন কিছুতেই সুভাষচন্দ্রকে ওয়ার্কিং কমিটি গঠন করতে দেবেননা, গান্ধি পন্থীদের এমত আচরনে ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাত এগিয়ে এলেন, চিঠিদিলেন গান্ধিজীকে অন্যায়ের প্রতিকার করার জন্য, যদিও ভাবি ভুলল না, কলকাতায় কংগ্রেস অধিবেশনেও অসযোগ করে এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি করা হল যে সুভাষচন্দ্র পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন।

প্রসঙ্গত গান্ধজী সুভাষচন্দ্রকে স্পয়েন্ট চাইল্ড আখ্যা দিলেও রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে শান্তিনিকেতনে ডেকে সম্বর্দ্ধনা দিয়ে বললেন সুভাষচন্দ্র বাঙালিকবি আমি, বাংলাদেশের হয়ে তোমাকে দেশনায়কের পদে বরণকরি। গীতায় বলে, সুকৃতের রক্ষা ও দুষ্কৃতের বিনাশের জন্য রক্ষাকর্তা বারংবার আবির্ভূত হন। দুর্গতির জালে রাষ্ট্র যখন জড়িত হয় তখনই পীড়িত দেশের অন্তর্বেদনার প্রেরনায় আবির্ভূত হয় দেশের অধিনায়ক। বহুকালপূর্বে একদিন আরেক সভায় আমি বাঙালি সমাজের অনাগত অধিনায়কের উদ্দেশ্যে বাণীদূত পাঠিয়েছিলুম। তারবহু বৎসর পরে আজ আর এক অবকাশে বাংলাদেশের অধিনেতাকে প্রত্যক্ষ বরন করছি।

আবার ত্রিপুরী কংগ্রেসে, ওয়ার্কিং কমিটি যে সবদিক থেকে গান্ধিজীর মনোমত হতেহবে, অন্যথায় সে কমিটি বৈধ বলে স্বীকার করা হবে না পন্ডিত গোবিন্দবল্লভ পন্থ উথাপিত এমন প্রস্তাব সাংখ্যধিক্যে পাশ করিয়ে নেওয়ার পর এর ব্যাখ্যায় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি গোবিন্দদাসের ফ্যাসিস্টদের মধ্যে মুসোলিনীর নাৎসীদের মধ্যে হিটলারের এবং কম্যুনিষ্টদের মধ্যে স্তাবিনের যেস্থান, কংগ্রেসেসেবীদের মধ্যে মহাত্ম গান্ধিরও সেইস্থান এমন চমৎকার বক্তব্যের সমর্থনে জয়ধ্বনি উঠেছিল 'হিন্দুস্থানকা হিটলার কী জয়। মহাত্ম গান্ধিজী কী জয়। ঐ সভার মধ্যমনি মাননীয় পণ্ডিত নেহরু বা আর কেউ সেসময় প্রতিবাদ না করলেও বাংলা থেকে ব্যথিত বিস্মিত কবির আক্ষেপ প্রকাশ পেয়েছিল এভাবে অবশেষে আজ এমন কি, কংগ্রেসের মঞ্চ থেকেও হিটলারী নীতির জয়ধ্বনি শোনা গেল। স্বাধীনতার মন্ত্রউচ্চারন করবার জন্য যে বেদী উৎসৃষ্ট সেই বেদীতেই আজ ফ্যাসিস্টদের সাপ ফোঁস করে উঠছে। আমি প্রশ্ন করি, কংগ্রেসের দুর্গদ্বারের দ্বারীদের মনে কোথাও কি এই ব্যক্তিগত শক্তিমদের সাংঘাতিক লক্ষণ দেখা দিতে আরম্ভ করেনি। আজ যখন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে আধিপত্যবাদের বিবিধ অসংবেদনশীলতা ও রূঢ় হস্তের পীড়ন অনুভব করা যাচ্ছে মাঝে মধ্যেই তখন যেন তাঁর সেই প্রাজ্ঞ প্রতিবাদী উচ্চারণের প্রাসঙ্গিকতা আরও একবার প্রতিভাত হয়। এই মহাপ্রাণের জীবন ও বাণীর অনুপ্রেরনার আগানের পরশমনি'র পরশে আমাদের জীবন ধন্য হোক, আগশুদ্ধি হোক। (সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

এসো শ্রমিকের সাম্য ও ঐক্যে ... এসো জনতার মুখরিত সখ্যে...

সুতপা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী

করোনা ভাইরাসের জেরে আবার শুরু হয়েছে কঠোর বিধিনিষেধ জারি। বন্ধ গণপরিবহণ ব্যবস্থা। কাজে যোগ দিতে পারছেন না অধিকাংশ অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকরা। মজুরি না পেয়ে চরম ক্ষতির অভিমুখে শ্রমিকগণ। সমীক্ষায় প্রকাশ ভারতে প্রায় ৪৭.৪১ কোটি শ্রমিক অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। তার একটা বিরাট অংশ রয়েছে এ রাজ্যেও। নির্বাচন শেষের পর থেকে যেভাবে এ রাজ্যে ধাপে ধাপে বিধিনিষেধ জারি হলোতাতে সংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা নিজেদের গুছিয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেও অসংগঠিত ক্ষেত্রে শ্রমিকরা সেই সুযোগ পাননি। কারণ দিন আনা দিন খাওয়া এই শ্রমিকরা কাজে না গেলে তাদের স্বল্পমূল্যের শ্রম দিয়ে সংগঠিত ক্ষেত্রকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। এই সত্যটি জেনেও সকলে এড়িয়ে যান। এর কারণ হিসেবে অনেকেই মনে করেন, অসংগঠিত বলে আলাদা করা হয়েছে বলেই অধিকাংশ শ্রমিক অর্থনীতির মূলধারায় ব্রাতা। তাঁদের প্রতি কোনও কর্তব্য কখনও স্বীকার করা হয়নি। সকল নজর সংগঠিত ক্ষেত্রের প্রতি, সকল ব্যস্ততা তাদের ঘিরে। তারই পরিণাম অতিমারির কালে এই বিপুল সংকট, যখন লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সর্বস্বান্ত হয়ে পড়ছেন। যে শহর তাঁদের শ্রমে গড়ে উঠেছে আজ সেই শহরে তাঁদের অন্ন নাই, আশ্রয় নাই, কারণ তাঁদের শ্রমিকের স্বীকৃতি নেই। নানা প্রকার আইন ও বিধির জটিলতা সর্বত্র ঠিকা শ্রমিকদের অবৈধ, অপরাধী করে রেখেছে। ঠিকাদাররা তাঁদের যথাযথ মজুরি দিতে রাজি নন, সরকারি সুরক্ষা প্রকল্পের তালিকায় অনেকের নাম নেই, শিল্পপতিরা তাঁদের সকল প্রকার চাহিদা ও আইনি অধিকারকে তাচ্ছিল্য করতে অভ্যস্তে। এমনকি শ্রমিক সংগঠনগুলিও অনেকাংশেই তাঁদের পাশে দাঁড়াতে পারে না। আবার নিজগৃহে কর্মরত হস্তশিল্প, কুটিরশিল্পের কর্মীদের শ্রম অদৃশ্য। উৎপাদনশীল নাগরিক হয়েও এই শ্রমিকরা অর্থনীতির নিকট ব্রাত্য, উপেক্ষিত। সুসময়ে যা হয়নি, দুঃসময়ে তার প্রত্যাশা করি কী করে? আজ যখন কর্মহীনতা আর এক অতিমারির আকার ধারণ করেছে, উৎপাদন ও চাহিদা দুটোই কমেছে। প্রায় সকল শিল্পে ব্যয়সংকোচন চলছে, তখন অসংগঠিত শ্রমিকদের স্বীকৃতির আহ্বান কি বাস্তবানুগ এক প্রস্তাব? আশ্চর্য মনে হলেও সত্য হৈ যে, ইহাই বস্তুত পুরনো চিন্তা ত্যাগ করার উপযুক্ত সময়। কর্মজগতের পরিচিত ছক এখন বদলাচ্ছে। তার একটি নিদর্শন, ঘর থেকে কাজ করার রীতি। সংগঠিত এবং অসংগঠিত ক্ষেত্রের একটি বড় পার্থক্য ছিল কর্মস্থল। বড় বড় কারখানা কিংবা দফতর সংগঠিত ক্ষেত্রে মর্যাদার সৌধ। যাঁরা ঘরে বসে বিড়ি বেঁধে জরির কাজ করে, তাঁত বুনে সংসার চালান, তাঁদের সেই অবস্থান অর্থনীতিতে তাঁদের প্রান্তিক অবস্থানও নির্দিষ্ট করেছে। অতিমারি সেই দূরত্ব ঘুচিয়েছে এখন কর্পোরেট কর্তারাও ঘরথেকে কাজ করছেন, তার কারণ আইনি বাধ্যতাধকতা। এছাড়াও শ্রমিকদের নিয়োগ সংক্রান্ত তথ্যও অপ্রতুল। কোনও সংস্থায় পাঁচ জন অথবা তার বেশি অন্তঃরাজ্য শ্রমিক থাকলে বর্তমান আইন প্রযোজ্য হয়। অনেকেই মনে করছেন, বহু শ্রমিকই বর্তমান আইনের আওতায় বাইরে রয়ে গিয়েছেন। এঁদের সকলকে এক ছাতার তলায় আনতে শ্রম মন্ত্রকের পরিকল্পনা, অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের আনঅর্গানাইজড ওয়ার্কার আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (ইউ-ডব্লিউআইএন) দেওয়া হবে। অসংগঠিত ক্ষেত্রের শ্রমিকদের তথ্য হাতে পেতে ২০০৮ সালেই অবশ্য এই পরিকল্পনা করেছিল কেন্দ্রীয় সরকার। কিন্তু সেই প্রচেষ্টা বেশিদূর এগোয়নি। এই ক্ষেত্রগুলিতে রাজনৈতিক দলবা তার শ্রমিক সংগঠনগুলির ভূমিকাকে অস্বাকার করতে পারি না।

শুধুমাত্র নির্বাচনে আসন দরকার, লোকসভায় প্রতিনিধি দরকার, বিধানসভায় বিধায়ক দরকার, এই ধরনের স্বার্থ রক্ষার জন্য চটজলদি সমাধান কিছু নেওয়া হলে সেখানে বেসিক ক্লাসের শ্রেণি স্বার্থ থাকে না। চটজলদি সমাধানবাদকে এখনই যদি রোখা না যায় তাহলে পার্টি স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে তাহলে অগামীতে পার্টি যে শ্রণির প্রতিনিধিত্ব করে সেই শ্রেণির স্বার্থ ক্রমশ মিলিয়ে যেতে থাকে। চটজলদি সমাধানবাদ পার্টিকে তখন অন্য চার পাঁচটা রাজনৈতিক দলের থেকে আলাদা করতে পারন্ে না জনগণের কাছে। এইরকম সংকটের সময়ে পার্ঠি নেতৃত্বের ভূমিকা সব থেকে কার্যকরী।

বারবারজোর দিয়ে তাই বলতে হয় ক্লাস লিডারশিপ এর কথা, সংকট থেকে মুক্তি পেতে হলে তাই মনে পড়ে যায় চিরচেনা সেই লাইনগুলি---এসো শ্রমিকের সাম্য ও ঐক্যে.... এসো জনতার মুখরিত সখ্যে....।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজধানী আগরতলার বাজারে মুসাম্বির নিয়ে হাজির এক ব্যবসায়ী। ছবি ঃ নিজস্ব

আলফা (স্বা)-এর কবজা থেকে মুক্ত রিতুল শইকিয়ার অসমে প্রবেশ, নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্ত নিয়ে এসেছে আসাম রাইফেলস

যোরহাট (অসম), ২২ মে (হি.স.) : মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মার আহ্বানে সাড়া দিয়ে গতকাল শুক্রবার সকালে ওএনজিসি-র কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে মুক্তি দিয়েছিল আলফা স্বাধীন। জানা গিয়েছিল, নাগাল্যান্ডের মায়ানমার সীমান্তে মন জেলার অন্তর্গত চংচাবস্তিতে রিতুলকে ছেড়ে গিয়েছিল আলফা স্বাধীন-এর ক্যাডররা। তবে গতকাল তিনি ঠিক কোথায় রয়েছেন তার হদিশ পাওয়া যায়নি। আজ শনিবার সকাল ৭.১৫ মিনিটে নাগাল্যান্ডের ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী মন জেলার লংওয়া এলাকায় পদব্রজে প্রবেশ করেন রিতুল শইকিয়া।

এর পরই সেখানে তাঁকে নিজেদের হেফাজতে নেয় অসম পুলিশ এবং আসাম রাইফেলস। পুলিশের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আজ সন্ধ্যার মধ্যেই রিতুলকে যোরহাট জেলার তিতাবরে বরহোলায় নাঙলগাঁওয়ে তাঁর বাড়িতে পরিবারবর্গের হাতে সমঝে দেওয়া হবে।

এদিকে অপহৃত রিতুল শইকিয়াকে মুক্ত করে দেওয়ায় তাঁর মা বাবা এবং পত্নী আলফা স্বাধীনের সেনাধ্যক্ষ পরেশ বরুয়া এবং অসমের মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মাকে অশেষ কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন। এছাড়া রিতুলের মুক্তির খবরে তাঁর গৃহগ্রাম থেকে শুরু করে সহকর্মী এবং গোটা রাজ্যে খুশির বাতাবরণ বিরাজ করছে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গত বৃহস্পতিবার গুয়াহাটিতে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে গিয়ে সচক্ষে তাঁর শোকগ্রস্ত পরিবারের দুরবস্থা একবারের জন্য দেখে যেতে আলফা-স্বাধীনের প্রধান পরেশ বরুয়াকে আহ্বান জানিয়েছিলেন। মানবতার খাতিরে রিতুলের বৃদ্ধ মা-বাব, সদ্যবিবাহিত স্ত্রী কোলের সন্তানকে নিয়ে কীভাবে অঝোরে চোখের জল ঝরাচ্ছেন এবং কীভাবে খাওয়া-দাওয়া ছেড়ে দিন কাটাচ্ছেন, তা সচক্ষে একবার দেখে রিতুল সম্পর্কে পদক্ষেপ নিতে পরেশ বরুয়কে বিনম্র আবেদন জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রিতুলের ছোট্ট সংসার কীভাবে চলছে ইত্যাদি নানা বিষয়ের বর্ণনা করে তাঁকে শীঘ্র মুক্ত করতে আলফা-প্রধান পরেশের কাছে আহ্বান জানিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা।

মুখ্যমন্ত্রীর বিনম্র এই আহ্বানের কিছুক্ষণের মধ্যেই আলফা-স্বাধীন দু-চারদিনের মধ্যে অপহৃত ওএনজিসির কর্মচারী রিতুলকে মুক্ত করা হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পরেশ বরুয়া। অসমের বেসরকারি একটি টেলিভিশন চেনেলের প্রধান সম্পাদককে ফোন করে পরেশ বরুয়া বলেছিলেন, '২০০ শতাংশ গ্যারান্টি! এক থেকে চারদিনের মধ্যে রিতুল শইকিয়া তাঁর ঘরে ফিরে যাবেন।' কথা রেখেছেন পরেশ বরুয়া। চারদিন নয়, কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই রিতুলকে মুক্ত করেছে আলফা স্বাধীন। এর সঙ্গে যবনিকা পড়েছে দীর্ঘদিনের উৎকণ্ঠার। প্রসঙ্গত, গত ১৮ মে যোরহাট জেলার তিতাবরে বরহোলায় নাঙলগাঁওয়ে অপহৃত রিতুল শইকিয়ার বাড়িতে গিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। সেদিন তিনি রিতুলের মা, বাবা ও পত্নীদের দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন খুব শীঘ্রই রিতুল শইকিয়াকে উদ্ধার করা হবে। রিতুল এ মুহূর্তে মায়ানমারে আলফা-স্বাধীনের হেফাজতে আছেন। ভালোই আছেন রিতুল। উল্লেখ্য, গত ২১ এপ্রিল রাতে লাকুয়ায় ওএনজিসি-র তেলক্ষেত্রে থেকে কর্মচারী রিতুল শইকিয়াকে অস্ত্রের মুখে অপহরণ করেছিল আলফা-স্বাধীন।

ডিব্রুগড় মেডিক্যালে যমজ সন্তান জন্ম দিলেন কোভিড আক্রান্ত প্রসূতি, ডাক্তার-নার্সদের অভিনন্দন স্বাস্থ্যমন্ত্রীর

ডিব্রুগড় (অসম), ২২ মে (হি.স.) : ডিব্রুগড়ে আসাম মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে কোভিড-১৯ পজিটিভ প্রসূতি জন্ম দিয়েছেন যমজ সন্তান। দুই নবজাতক সন্তান সহ প্রসূতি সুস্থ আছেন, জানিয়েছেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সঞ্জীব কাকতি। এদিকে নিজের অফিশিয়াল টুইটে নবজাতক ও তাদের মায়ের ছবি আপলোড করে স্বাস্থ্যমন্ত্রী কেশব মহন্ত লিখেছেন, একজন কোভিড আক্রান্ত প্রসূতিকে সফলভাবে প্রসব করানোয় সংশ্লিষ্ট ডাক্তার এবং নার্সদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি।

মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ ডা. সঞ্জীব কাকতির কাছে এ সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি স্বস্তি ব্যক্ত করে বলেন, একজন কোভিড আক্রান্ত মহিলা সন্তান জন্ম দিয়েছেন, তা-ও যমজ। এটা আমাদের কাছে অত্যন্ত ভালো খবর। নবজাতকদের একটি কন্যা এবং অপরটি পুত্র। মা ও নবজাতক দুটি সুস্থ আছে, জানান ডা. কাকতি। তিনি জানান, সিজার করেই প্রসূতিকে প্রসব করানো হয়েছে। মহিলাটি ৩৫ সপ্তাহের অন্তঃস্বত্বা ছিলেন। তাই ঝুঁকি একটু বেশি ছিল। সুতরাং সফলভাবে গোটা প্রসব প্রক্রিয়া সম্পন্ন করায় ডা. সঞ্জীব কাকতি সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক এবং নার্সদের অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডা. কাকতি জানান, মা কোভিড পজিটিভ হলেও নবজাতক দুটির পরীক্ষার ফলাফল নেগেটিভ এসেছে। অধ্যক্ষ ডা. কাকতি জানান, নবজাতক পুত্রশিশুর ওজন ২.৫ কেজি এবং কন্যাশিশুটির ২ কেজি। যমজ দুটিকে নবজাতক পরিচর্যা শাখায় রাখা হয়েছে। নির্ধারিত সময়ের আগে ৩৫ সপ্তাহের মধ্যে শিশু দুটির জন্ম হওয়ায় তাদের জন্ডিস রোধ করতে ফটোথেরাপি দেওয়া হচ্ছে। প্রিন্সিপাল ডা. সঞ্জীব কাকতি আরও জানান, ডিব্রুগড়ের মরান এলাকার ৩৪ বছর বয়সি এই মহিলাটির বিয়ে হয়েছিল ১৪ বছর আগে। ১৪ বছরেও সন্তানাদি না হওয়ায় 'ইন ভিট্রো ফারটিলাইজেশন (আইভিএফ) প্রদ্ধতির সহায়তা নেওয়া হয়েছিল। গত ১৯ মে রাতে প্রসবজনিত সমস্যা দেখা দিলে প্রসূতিকে এখানকার একটি বেসরকারি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। কিন্তু হাসপাতালে পরীক্ষায় তিনি কোভিড পজিটিভ বলে ধরা পড়ায় সঙ্গে সঙ্গে মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। তাঁর অবস্থা সংকটজনক ছিল। তা দেখে প্রসূতি বিভাগের প্রধান ডা. রমেশ সনোয়ালের নেতৃত্বে অন্য চিকিৎসক ও নার্সদের এক দল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে গতকাল শুক্রবার রাতে সফলভাবে যমজ সন্তানের প্রসব করান।

বিদেশ থেকে আনা করোনার টিকা ও যন্ত্রাংশ দ্রুত বন্টনের দাবি কংগ্রেসের

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : বিদেশের অনুদানপ্রাপ্ত চিকিৎসা সরঞ্জাম দ্রুত বিতরণের ব্যবস্থা করার জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি দিল কংগ্রেস।

রাজ্যসভার সদস্য প্রদীপ ভট্টাচার্য এই চিঠিতে লিখেছেন, আপনি ভাল করেই জানেন যে অনেক দেশ পর্যাপ্ত পরিমাণে অনুদান দিয়েছে। এই কঠিন সময়ে মানবিক কারণে ভারতে ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন কনসেন্টেটর, প্রয়োজনীয় ওষুধ, ইনজেকশন সিরিঞ্জ এবং অন্যান্য চিকিৎসা সরঞ্জামাদি আনা হয়েছে। তবে জানা গেছে পর্যাপ্ত যৌক্তিক ব্যবস্থার অভাবে এ জাতীয় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি স্তূপীকৃত রয়েছে। এখনও এই মহামারীর বিরুদ্ধে নিরলসভাবে লড়াই করার জন্য বিভিন্ন হাসপাতালে বিতরণ করতে সমস্ত রাজ্যে পাঠানো হয়নি। আরও জানা গেছে, বিদেশের এই জাতীয় অনুদানের জন্য অর্জিত হওয়া জিএসটি গণনা করছে অর্থ মন্ত্রক। এই পরিস্থিতিতে, যদি আপনি বিদেশ থেকে এই অনুদানযুক্ত চিকিৎসা সরঞ্জামগুলিতে জিএসটি বন্ধ করার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ নিতে পারতেন ভাল হত। এর জন্য যদি আপনি অর্থ মন্ত্রককে দয়া করে নির্দেশ দেন, তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব। আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ হব যদি আপনি দয়া করে দেশের সমস্ত কোণে এই জাতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম অবিলম্বে বিতরণের ব্যবস্থা করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দিতে পারেন। সেটি করোনার লড়াইয়ে সহায়তা করবে। এই চিকিৎসা সরঞ্জামগুলির মধ্যে কিছু যন্ত্র সূক্ষ মসৃণ অস্ত্রোপচারে লাগে। এর জন্য দক্ষ জনবল প্রয়োজন। এই হিসাবে, যদি আপনি দয়া করে এই জাতীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রযুক্তিগত কর্মীদের জড়িত করার দিকে নজর দেন এবং এর জন্য যথাযথ কর্তৃপক্ষকে নির্দেশ দেন, তবে আমি অত্যন্ত কৃতজ্ঞ থাকব। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

আছড়ে পড়তে পারে 'ইয়াস', সতর্কতা বাংলাদেশে

ঢাকা, ২২ মে (হি. স.) : বাংলাদেশে সুপার সাইক্লোনের রূপ নিয়ে আছড়ে পড়তে পারে ইয়াস। আগাম সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের রক্ষা করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিল দেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রক। শনিবারই মন্ত্রকের আধিকারিকদের নিয়ে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক করেছেন বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী এনামুর রহমান। এদিন বৈঠকের পরে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'এখনও পর্যন্ত 'ইয়াস' লঘুচাপ হয়ে রয়েছে। এখনই আতঙ্ক কিংবা শঙ্কার কিছু নেই। তবে অন্যান্য বারের মতো এটা সুপার সাইক্লোন হয়ে আঘাত হানতে পারে। ঘূর্ণিঝড়টি ২৬ মে বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম উপকূলে আঘাত করতে পারে। যেহেতু ঘূর্ণিঝড় প্রতি মুহূর্তে দিক পরিবর্তন করে, তাই গোটা উপকূল ও উপকূল লাগোয়া এলাকায় বিশেষ নজরদারি চালানো হবে।' বৈঠকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, প্রথমত উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ সতর্কতা জারি করা হচ্ছে। দ্বিতীয়ত, ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্রে যাতে সাধারণ মানুষ সোমবার থেকেই আশ্রয় নেন, তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিতে জেলা ও উপজেলা প্রশাসনকে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয়ত, করোনা সংক্রমণের কথা মাথায় রেখে আশ্রয় কেন্দ্রগুলিতে যাতে সামাজিক দূরত্ব ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা হয়, তার দিকেও বিশেষ নজর রাখার জন্য স্থানীয় প্রশাসনকে বলা হবে। চতুর্থত, প্রতিটি ত্রাণ শিবিরে পর্যাপ্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার, মাস্ক ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্যান্য সরঞ্জাম রাখা হবে। ইতিমধ্যেই 'ইয়াস' -এর হাত থেকে মৎজীবিদের বাঁচাতে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে এদিনই চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মোংলা ও পায়রা সমুদ্রবন্দরকে এক নম্বর দূরবর্তী সতর্ক সংকেত জারি করা হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

কে ওই মহিলা হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন, সুপার কি ওটাকে মধুচক্র করেছেন ? , বিস্ফোরক কুণাল

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : সুস্থ থাকা সত্ত্বেও এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ জোর করে আটকে রেখেছে শোভন চট্টোপাধ্যায়কে। দুপুরে এমন অভিযোগেই হইচই শুরু করেছিলেন শোভন-বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, কেউ বা কারা শোভনের কেবিনের দরজায় লাথি মারছেন, নিরাপত্তা রক্ষীর হাত মচকে দিচ্ছেন। এই অভিযোগ তৃণমূলের দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে বলে মনে করেন শাসক দলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

বৈশাখীকে আক্রমণ করতে গিয়ে পাল্টা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন তিনি "কে ওই মহিলা, হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। সুপার কি ওটাকে মধুচক্র করেছেন?"। শনিবার দুপুরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বৈশাখী বলেন, "আমার মনে হয় শোভনবাবু যদি এখন বলেন উনি পর্ণশ্রীর বাড়িতে ফিরতে চান তবে এসএসকেএম ও জেল কর্তৃপক্ষ রাজি হয়ে যাবে।" কার্যত তৃণমূলকে আক্রমণ করেই তিনি বলেন, "এই চাপ যে প্রভাবশালী পক্ষ থেকেই আসুক না কেন শোভনবাবু কোথাও মাথা নোয়াননি আর নোয়াবেনও না। উনি এত হেনস্তা সহ্য করতে পেরেছেন আরও পারবেন।"

এখানেই থামেননি বৈশাখী। এরপর তিনি হাসপাতালের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন। বলেন, "অচেনা লোককে ঢুকতে না দেওয়ার জন্য মেডিক্যাল সুপারকে অনুরোধ করা সত্ত্বেও কেউ এসে দরজায় লাথি মারছে, কেউ এসে শোভনবাবুর ব্যক্তিগত নিরাপত্তারক্ষীর হাত মুচকে দিচ্ছে। তা সত্ত্বেও তাদের ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে। ঘরের মধ্যে হাতাহাতি হলেও কেউ এসে থামাচ্ছে না। পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে বসে যাচ্ছে।"

তারপর নাম না করেই ফিরহাদ হাকিমকে কটাক্ষ করে বৈশাখী বলেন, "কেউ মন্ত্রী বলে সে বাড়ি যেতে পারবে ও সাধারণ নাগরিক বলে বাড়ি যাওয়ার অধিকার নেই এটা খুবই দুর্ভাগ্যজনক।"

বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমস্ত অভিযোগের উত্তর দিতে গিয়ে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "এই ঘটনায় রাজ্যসরকারের কোনও ভূমিকা নেই। তৃণমূল কংগ্রেসের তো নেই। শোভন চট্টোপাধ্যায় মামার বাড়িতে নেই, তিনি হাসপাতালে আছেন। তিনি যদি এতই সুস্থ হন, প্রেসিডেন্সি জেল থেকে অসুস্থতার নাটক করে হাসপাতালে গেলেন কেন? আর গতকাল থেকেই উনি সুস্থ হতে শুরু করলেন!"

মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিমের বাড়ি ফেরা নিয়ে জবাব দিয়েছেন কুণাল। বলেন, "শোভনবাবুকে ছাড়লেও তিনি বাড়ি যেতে পারবেন না, তাঁকে আগে প্রেসিডেন্সি জেলে যেতে হবে। আমাদের দিকে অভিযোগ করার আগে ভাবতে হবে, শোভনবাবু রয়েছে একটি আইনি প্রক্রিয়ার মধ্যে। তিনি যখন মনে করবেন অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবেন, আবার যখন মনে করবেন সুস্থ হয়ে বাড়ি চলে যাবেন, তা হয় না। উনি মামার বাড়ির বাগানে পায়চারি করছেন না।" এরপরই বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রসঙ্গ আসতেই কুণালের জবাব, "কে ওই মহিলা, যে যখন তখন হাসপাতালে ঘুরে বেড়াচ্ছেন? হাসপাতাল সুপার কি ওটাকে মধুচক্র করেছেন? এটা অকারণ নাটক হচ্ছে। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

সংক্রমণ কমে ২,২৬০, দিল্লিতে ১৮২ বেড়ে কোভিডে মৃত্যু ২৩,০১৩ জনের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): রাজধানী দিল্লিতে লাগাতার কমছে করোনার সংক্রমণ, কমছে মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় দিল্লিতে মৃত্যু হয়েছে ১৮২ জনের, এই সময়ে নতুন করে করোনাভাইরাসে সংক্রমিত হয়েছেন ২,২৬০ জন। ফলে দিল্লিতে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১৪ লক্ষ ১৫ হাজার ২১৯ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ২৩ হাজার ০১৩ জনের।

দিল্লিতে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ১৩ লক্ষ ৬০ হাজার ৮৯৮ জন, তাঁদের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় সুস্থ হয়েছেন ৬,৪৫৩ জন। শনিবার দিল্লির স্বাস্থ্য দফতরের পক্ষ বুলেটিনে জানানো হয়েছে, রাজধানী দিল্লিতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩১ হাজার ৩০৮ জন। দিল্লিতে পজিটিভিটি রেট ৩.৫৮ শতাংশ।

চিনের পৃথক দুই অঞ্চলে তীব্র ভূকম্প, মৃত্যু ৩, আহত ২৭

বেজিং, ২২ মে (হি.স.) : শনিবার ভোরে চিনের উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণ পশ্চিম অঞ্চলে পরপর কতগুলি কম্পন অনুভূত হল। আর এই ঘটনায় ৩ জনের মারা যাওয়ার খবর পাওয়া গিয়েছে। শনিবার ভোরবেলায় চিনের উত্তরপশ্চিম ও দক্ষিণপশ্চিম অংশে তীব্র মাত্রার কতগুলি কম্পন অনুভূত হল। চিনের প্রশাসনের মারফত জানা গিয়েছে,তিব্বতের ওয়িংহাই এবং দক্ষিণপশ্চিম চিনের ইয়ানুন অঞ্চল এই ভূকম্পে কেঁপে ওঠে। কম্পনগুলির কেন্দ্র খুব গভীরে নয়। তাই ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আরও বাড়তে পারত বলেই অনুমান করা হচ্ছে। মার্কিন জিওলজিকাল সার্ভের তরফে জানানো হয়েছে, ইয়ানুনয়ে, দালি শহরের কাছে ৬.১ মাত্রার কম্পন হয়। এর পার্বত্য এলাকায় অন্তত তিনজনের মৃত্যু ঘটেছে বলে জানা গিয়েছে। অন্ততপক্ষে ২৭ জন আহত। এর কয়েক ঘণ্টা পরেই প্রায় ১৩০০ কিলোমিটার দূরে ৭.৩ মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয় তিব্বতের ওয়িংহাই অঞ্চলে। এখানে মাত্র কয়েকটি বাড়ি ধসে যায়। অসংখ্য মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়েছে।

কোচবিহারে স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শনে প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী

চ্যাংরাবান্ধা, ২২ মে (হি. স.) : মেখলিগঞ্জ ব্লকের চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরিদর্শন করলেন মেখলিগঞ্জের বিধায়ক তথা রাজ্যের শিক্ষাদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী পরেশ চন্দ্র অধিকারী।সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে শীঘ্রই শয্যা সংখ্যা বাড়তে পারে, শনিবার পরিদর্শন শেষে তিনি এই আশ্বাস দিলেন।

বর্তমানে মাত্র দশটি শয্যা রয়েছে এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। সংখ্যা বাড়িয়ে তা ৩০ করার পরিকল্পনা চলছে। এরজন্য কি কি পরিকাঠামো দরকার। সেগুলি ঠিকঠাক রয়েছে কিনা। এইসব বিষয়ে খোঁজখবর নিতেই এদিন পরিদর্শন করেলন চ্যাংরাবান্ধা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। হাসপাতাল চত্বর ঘুরে দেখে বিএমওএইচ ডাঃ উত্তম কুমার রায়ের সাথেও আলোচনা করে বিস্তারিত খোঁজ খবর নেন তিনি। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন জনপ্রিয় গায়িকা শ্রেয়া ঘোষাল। শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই খবর নিজেই জানিয়েছেন গায়িকা। এদিন সোশ্যাল মিডিয়ায় শ্রেয়া জানিয়েছেন, "ভগবানের আশীর্বাদে আমি পুত্র সন্তানের মা হয়েছি। আজ দুপুরেই সেই সুখবর এসেছে আমাদের পরিবারে। এই অনুভূতি আগে কোনওদিন মনে হয়নি। শিলাদিত্য ও আমার পরিবারের সবাই খুবই খুশি। আপানাদের অগুন্তি প্রার্থনা ও আশীর্বাদের জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।" এরপরেই অনুরাগীরা শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে।

হাসপাতাল ছাড়তে পার্সোনাল রিস্ক বন্ডে সই করলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়

কলকাতা, ২২ মে (হি.স.) : শনিবার রাতে পার্সোনাল রিস্ক বন্ডে সই করে এসএসকেএম হাসপাতাল থেকে বেরোতে চান শোভন চট্টোপাধ্যায়। হাসপাতাল থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়ার কথা প্রেসিডেন্সি জেলে। যেখান থেকে তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করানো হয়েছিল। সেখান থেকে কিছু ঔপচারিকতা সারার পর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হবে গোলপার্কের বাড়িতে। আদালতের পুনরাদেশ না পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই তিনি 'গৃহবন্দি' থাকবেন। শনিবার রাতে তেমনই জানিয়েছেন শোভনের বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রসঙ্গত, কয়েক ঘন্টা আগেই শোভন সরাসরি অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে 'ষড়যন্ত্র' করে এসএসকেএম হাসপাতালে আটকে রাখা হয়েছে। এমনই অভিযোগ করেছিলেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। শনিবার এসএসকেএম হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শোভন উডবার্ন ওয়ার্ডের বারান্দায় দাঁড়িয়ে সংবাদমাধ্যমের কাছে ক্ষোভপ্রকাশ করে বলেন, "আপনারা দেখেছেন, আমার ঘরের সামনে সিকিউরিটি রয়েছে। আমি কোথাও যাচ্ছি না। শুক্রবার থেকে আমি দেখলাম, যখন আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে কিছু হচ্ছে না, আমি সিস্টারদের জানিয়েছি। আমার সহকর্মীদেরও জানিয়েছি। আমাকে মেডিক্যাল বোর্ডের পক্ষ থেকে ডিসচার্জ করার কথা হয়েছিল। কিন্তু যাওয়ার ক্ষেত্রে যদি কাউকে ডিআরবিও দিতে হয়, আমি তা-ও দিতে রাজি। তা সত্ত্বেও আমাকে যেতে দেওয়া হচ্ছে না।"

পুঞ্চে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, প্রচুর আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ উদ্ধার

জম্মু, ২২ মে (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চ জেলায়, নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জঙ্গিদের গোপন আস্তানার সন্ধান পেল সুরক্ষা বাহিনী। নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে কাসবা গ্রামে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ পেয়েছে জম্মু ও কাশ্মীর ও সেনাবাহিনী। গোপন ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৫৬ রাইফেল, একে ৫৬ রাইফেলের একটি ম্যাগাজিন, একে রাইফেলের ৩০ রাউন্ড গুলি, দু"টি চিনা পিস্তল এবং একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন। এই ঘটনায় এফআইআর দায়ের করা হয়েছে।

এসএসপি পুঞ্চ বিনোদ কুমার জানিয়েছেন, জম্মু ও কাশ্মীরে পুঞ্চ জেলায়, নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে কাসবা গ্রামে পুলিশ ও সেনাবাহিনীর যৌথ তল্লাশিতে জঙ্গিদের একটি গোপন আস্তানার সন্ধান মিলেছে। ডেরাটি অনেক দিনের পুরানো। ওই ডেরা থেকে উদ্ধার হয়েছে একটি একে ৫৬ রাইফেল, একে ৫৬ রাইফেলের একটি ম্যাগাজিন, একে রাইফেলের ৩০ রাউন্ড গুলি, দু"টি চিনা পিস্তল এবং একটি পিস্তলের ম্যাগাজিন।

উত্তর প্রদেশে পিকআপ-ভ্যান ও গাড়ির সংঘর্ষে মৃত ৪, শোকপ্রকাশ যোগীর

বদায়ু (উত্তর প্রদেশ), ২২ মে (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বদায়ু জেলায় বদায়ু-মোরাদাবাদ হাইওয়েতে মিনি-ট্রাক ও গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষে প্রাণ হারালেন ৪ জন। মৃত ৪ জনের মধ্যে একজন মহিলা ও তাঁর ছেলে রয়েছেন। শুক্রবার গভীর রাতে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বিসাউলি কোতোয়ালি থানার অন্তর্গত মান্ডি সমিতি মার্কেটের কাছে বদায়ু-মোরাদাবাদ হাইওয়ের উপর। এই দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যুর পাশাপাশি একজন মহিলা-সহ দু"জন গুরুতর আহত হয়েছেন। দুর্ঘটনায় ৪ জনের মৃত্যুতে দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। পুলিশ সূত্রের খবর, মৃতদের নাম-গৌরব (২৫), তাঁর মা মীরা (৫৫), গৌরবের শাশুড়ি সরভেশ (৫১) এবং গাড়ির চালক কপিল (২৮)। শুক্রবার গভীর রাতে মীরাদেবীকে নিয়ে চান্দৌউসীর একটি বেসরকারি হাসপাতালে যাচ্ছিলেন তাঁরা। তাঁদের গাড়িটি যখন বিসাউলি এলাকায় মান্ডি সমিতি মার্কেটের কাছে এসে পৌঁছয় তখন একটি মিনি-ট্রাকের সঙ্গে গাড়ির মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে মা ও ছেল-সহ ৪ জনের। গুরুতর আহত অবস্থায় দু"জন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। পুলিশ জানিয়েছে, দুর্ঘটনার পর থেকেই পলাতক মিনি-ট্রাকের চালক।

তামিলনাড়ুতে ৩৬ হাজার পার দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা, চিন্তা বাড়াচ্ছে মৃত্যুহার

চেন্নাই, ২২ মে (হি. স.) : গত ২৪ ঘণ্টায় তামিলনাড়ুতে করোনা আক্রান্ত হয়েছেন ৩৬ হাজার ১৮৪ জন। শনিবার রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের তথ্য অনুযায়ী এমনটাই জানা গেছে। সংক্রমণের থেকেও চিন্তা বাড়াচ্ছে দেশের মৃত্যুহার। শুক্রবার তামিলনাড়ুতে করোনা সংক্রমণের জেরে প্রাণ হারান ৪৬৭ জন।

রাজ্যের তথ্য অনুযায়ী, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৬৭ জন করোনা রোগীর মৃত্যু হয়েছে। একদিন আগেই এই সংখ্যাটা ছিল ৩৯৭। অর্থাৎ একদিনে ১৭.৬ শতাংশ মৃত্যু হার বৃদ্ধি পেয়েছে রাজ্যে। চেন্নাইতে মৃতের সংখ্যা ৭৩ থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০৯-এ। তবে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা কিছুটা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে তামিলনাড়ুতে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬২৯। রাজ্যে পজেটিভিটি রেট বেড়ে দাঁড়িয়েছে ২১.৮ শতাংশে। এখনও অবধি রাজ্যে মোট ১৯ হাজার ৫৯৮ জনের মৃত্যু হয়েছে সংক্রমণের কারণে। কেন্দ্রের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, যে ১০টি রাজ্য থেকে দেশের ৭৬.৬৬ শতাংশ সংক্রমণ হচ্ছে, তারমধ্যে অন্যতম হল তামিলনাড়ু। এছাড়াও মহারাষ্ট্র, কেরল, কর্নাটক, অন্ধ্র প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ ও অসমেই সর্বাধিক সংখ্যক সংক্রমণ হয়েছে। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

আরব সাগরে বার্জ ডুবে মৃত্যু বেড়ে ৬১, বহু দেহ শনাক্ত করাই যাচ্ছে না

মুম্বই, ২২ মে (হি.স.): ঘূর্ণিঝড় "তকতে"-র তাণ্ডবে মুম্বই উপকূলের কাছে আরব সাগরে বার্জ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৬১। ময়নাতদন্ত এবং অন্যান্য ফর্মালিটির পর ২৬টি দেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। বহু দেহে এতটাই পচন ধরে গিয়েছে, যে দেহগুলি শনাক্ত করতেই পারছেন না পরিবারের সদস্য অথবা পুলিশ কর্মীরা।

শনিবার মুম্বই পুলিশ জানিয়েছে, পি-৩০৫ বার্জ ডুবে যাওয়ার ঘটনায় ৬১টি দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। জে জে হাসপাতালে ময়নাতদন্ত এবং অন্যান্য ফর্মালিটির পর পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ২৬টি দেহ। মুম্বই পুলিশ আরও জানিয়েছে, বহু দেহে পচন ধরে গিয়েছে এবং শনাক্ত করা সম্ভব হচ্ছে না। মৃতদেহগুলি শনাক্ত করার জন্য পরিজনদের ডিএনএ নমুনা মিলিয়ে দেখা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, "তকতে"-র সতর্কতার মধ্যেই মুম্বই উপকূল থেকে ৭০ কিলোমিটার দূরে বোম্বে হাই এলাকার হীরা তৈলক্ষেত্রে গিয়েছিল পি-৩০৫ বার্জ। বার্জটিতে ২৭৩ জন ছিলেন। সঙ্গে ছিল ছোট ভেসেলও।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

আইসোলেশন ও কোয়ারেন্টিনের মধ্যে পার্থক্য

বর্তমানে তিনটি শব্দ হলো আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টিন ও কোয়ারেন্টিন। করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে এই তিনটি শব্দ উচ্চারিত হচ্ছে ঘন ঘন। অনেকে আবার এই তিনটি বিষয়কে গুলিয়ে ফেলছেন। আক্রান্তের ক্ষেত্রে এই তিন অবস্থায় বিধিনিষেধ কি আলাদা? কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা। বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, আইসোলেশন, হোম কোয়ারেন্টিন ও কোয়ারেন্টিনের মধ্যে বেশকিছু পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্য আছে নিয়ম মানার ক্ষেত্রেও। আইসোলেশন ঃ কারো শরীরে করোনা ধরা পড়লে তাকে আইসোলেশনে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আইসোলেশনের সময় চিকিৎসক ও নার্সদের তত্ত্বাবধানে হাসপাতালে থাকতে হবে রোগীকে। অন্য রোগীর কথা ভেবে হাসপাতালে আলাদা জায়গা তৈরি করা হয় তাদের জন্য। অন্তত ১৪ দিনের মেয়াদে আইসোলেশন চলে। অসুখের গতিপ্রকৃতি দেখে তা বাড়ানোও হয়। আইসোলেশনে থাকা রোগীর সঙ্গে বাইরের কারোর যোগাযোগ করতে দেওয়া হয় না। তাদের স্বজনদের সঙ্গেও এই সময় দেখা করতে দেওয়া হয় না। একান্ত তা করতে দেওয়া হলেও অনেক বিধিনিষেধ মানতে হয়। এই অসুখের কোনো প্রতিষেধক এখনও আবিষ্কার হয়নি। তবে আক্রান্ত ব্যক্তিকে এ সময় কিছু অ্যান্টিভাইরাল ওষুধ দিয়ে, শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানো যায় এমন কিছু ওষুধ ও পথ্য দিয়ে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করা হয়। যাদের শরীরে এই রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বেশি ও করোনার প্রকোপ অল্প, তারা এই পদ্ধতিতে সুস্থ হন। যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা কম ও রোগের হানা বড়সড় রকমের, তাদের পক্ষে সেরে ওঠা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়।

কোয়ারেন্টিন ঃ করোনা জীবাণু শরীরে প্রবেশ করার পরেই তার উপসর্গ দেখা দেয় না। অন্তত সপ্তাহখানেক সে ঘাপটি মেরে বসে থাকতে জানে। তাই কোনো ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯। বাসা আদৌ বেঁধেছে কিনা বা সে আক্রান্ত কি না এটা বুঝে নিতেই কোয়ারেন্টিনের পাঠানো হয় রোগীকে। অন্য রোগীদের কথা ভেবেই কোয়ারেন্টিন কখনও হাসপাতালে আয়োজন করা হয় না। করোনা হতে পারে এমন ব্যক্তিকে সরকারি কোয়ারেন্টিন পয়েন্টে রাখা হয়। কমপক্ষে ১৪ দিনের সময়সীমা এখানেও। এ সময় রোগের আশঙ্কা থাকে শুধু, তাই কোনো রকম ওষুধপত্র দেওয়া হয় না। শুধু স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে বলা হয়। বাইরে বের হওয়া বন্ধ করতে পরামর্শ দেওয়া হয়। যেহেতু রোগের জীবাণু ভেতরে থাকতেও পারে, তাই মাস্ক ব্যবহার করতেও বলা হয়। বাড়ির লোকদেরও এই সময় রোগীর সঙ্গে কম যোগাযোগ রাখতে বলা হয়।

হোম কোয়ারেন্টিন ঃ কোনো ব্যক্তি যখন নিজের বাড়িতেই কোয়ারেন্টিনের সব নিয়ম মেনে, বাইরের লোকজনের সঙ্গে ওঠাবসা বন্ধ করে আলাদা থাকেন, তখন তাকে হোম কোয়ারেন্টিন বলেন। সাধারণত সম্প্রতি আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে রোগীকে হোম কোয়ারেন্টিনে রাখা হয়। এক্ষেত্রেও নূন্যতম ১৪ দিন ধরে আলাদা থাকার কথা বলা হয়েছে। কোনো ব্যক্তি করোনা আক্রান্ত দেশ থেকে ঘুরে এলে বা রোগীর সংস্পর্শে এলে তার শরীরেও বাসা বাঁধতে পারে কোভিড-১৯। বাসা আদৌ বেঁধেছে কিনা বা সে আক্রান্ত কিনা এটা বুঝে নিতেই এএই ব্যবস্থা নিতে হয়। এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধির বাইরে কোনো আলাদা ওষুধ দেওয়ার প্রশ্নই আসে না। বেশি করে জল পান, ভালো করে খাওয়া-দাওয়া, রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর নানা পথ্য এসব দিয়েই পর্যবেক্ষণে রাখা হয়।

ভালোবাসা

মুন্সি দরুদ

ভালোবাসায় জ্বলে পুড়ে মন,
ভালোবাসায় পুড়লেও
আগুনহীন জ্বলা,
হয় না কোনো ফোস্কা,
তবুও বুকের ভিতর জ্বলে -- শুধু
হৃদয়ে ছাপ থেকে যায় জ্বলাময়
স্মৃতি।
ভালোবাসা বলে কিছুই হয় না !
সবই সূত্রহীন জ্বালা আর নাটুকে
প্রীতি!

"মহামারী করোনা"

দীপক রঞ্জন কর (শিক্ষক)

বিশ্বগ্রাসী এ মারণরোগ
নাম যে তার 'করোনা'।
ভয়াবহ প্রকোপ যার
অবহেলা কেউ করো না।
এই অতিমারি থেকে
সকলে হও সাবধান,
দুরত্ব বজায় রাখতে
রেখো দুই গজ ব্যবধান।
নাক মুখ ঢেকে রাখা
প্রত্যেকের আবশ্যক।
এ বার্তাই দিচ্ছেন
দেশের সকল চিকিৎসক।
বার বার হাত ধোবে
জীবাণুনাশক তরলে,
স্বাস্থ্য বিধি মেনে চলো
দেশের যুবা বৃদ্ধ সকলে।
জ্বর, সর্দি, কাশি হলে
চিকিৎসকের পরামর্শ চাও,
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে
ভিটামিন সমৃদ্ধ খাবার খাও।
এ ভাইরাসের প্রতিকারে
টিকা নেওয়াটা দরকার।
এই মহৎ উদ্যোগটি
নিল ভারত সরকার।

করোনা-২ দ্বিতীয় ঢেউ

দীপক রঞ্জন কর (শিক্ষক)

দেশজুড়ে চলছে এখন
সংক্রমণের দ্বিতীয় ঢেউ,
করোনাকে কভু অবহেলা
করো না যেনো কেউ।

বর্তমানে তাঁর প্রকোপ
এতটাই যে ভয়াবহ,
মৃত্যুমিছিল দিনরাত
পথেঘাটে হচ্ছে শবদাহ।

সাবধানতাই একমাত্র পথ,
বেঁচে থাকার মুল উপায়।
এছাড়ায়ে অতিমারি থেকে
নিরাময়ে কোনই দিশা নাই।

ডাবল ডোজ ভ্যাকসিন
প্রত্যকেই নিয়ে নিন।
গুজবে দেবেন না কান
খাবারে নিন প্রোটিন,ভিটমিন।

ভীড় ভার এড়িয়ে থেকে
অন্যকে বাঁচান,নিজেও বাঁচুন।
ঘরে বসেই সুস্থ্য থাকুন।

ওঝা বৈদ্য ,তুক তাক
কাজ নেই এতে মন্ত্রতন্ত্র।
সচেতনতা ও সতর্কতা।
এটাই হউক মূলমন্ত্র

পথ

মুন্সি দরুদ

বৃষ্টি ভেজা কাদা পথ
এক পা বন্যার জলপথ
সমুদ্র পথ, নৌকা পথ
রথযাত্রা পথ.....
আলপথে বসে রাখাল ছেলে
ফেসবুক স্ট্যাটাস দেয়
"পায়ে খড়ম লাগে শরম।"
মনের অগোচরে লুকিয়ে থাকা
নুপুর পায়ে রিনিঝিনি শব্দের পথ
আনন্দ, লাজুক পথ।

সুখ

মুন্সি দরুদ

আকাশ ভরা মেঘ,
বৃষ্টি সুখ ঝরে পড়ে।
আসা যাওয়ার মধ্যে লুকিয়ে
জীবন যন্ত্রণা এক অনন্ত দিন।
কোথাও হারিয়ে যাওয়া
কোথাও খুঁজে পাওয়া।
জীবন পাতায় পাতায়
আলো আঁধারি দুঃখ।
হৃদয় প্যাকেট পেলাম না,
রাখতে সুখ।

বেঁচে থাকতে হলে ঘুমাতেই হবে

সারাদিন বিভিন্ন কাজের পর সকলেই একটু নিশ্চিন্তে ঘুমাতে চান। কারণ, একমাত্র ঘুমই আমাদের দেয় বাস্তব জগতের নানারকম টেনশন থেকে সাময়িক মুক্তি। ফলে গবেষণা বলথে রাতে যেমন কমপক্ষে ৯ ঘণ্টা ঘুমানো জরুরি, তেমনই ঘুম সুন্দর আরামদায়ক হওয়াটাও বাঞ্চনীয়। কারণ, রাতে যদি ঠিকমত ঘুম না হয় তাহলে তার প্রভাব পরে আমাদের পরেরদিনের কাজকর্মের ওপর। এমনকী দীর্ঘদিন যদিও কোনও ব্যক্তি রাতে নিশ্চিন্তে না ঘুমাতে পারেন তাহলে তাঁর স্নায়ুর রোগ দেখা দিতে পারে। এমনকি তিনি মানসিক অবসাদেও ভুগতে পারেন। গবেষকরা বলছেন, দীর্ঘদিন এমন চলতে থাকলে তা আমাদের মনের ওপর যেমন প্রভাব ফেলে, তেমনই শরীরে স্বাস্থ্যের ওপরও এর কুপ্রভাব পরে। আমরা বিভিন্ন সময়ে শুনি বা বলে থাকি যে, রাতে ভালো ঘুমের জন্য শোওয়ার ঘর থেকে টেলিভিশন সরিয়ে ফেলা উচিত। ভালো একটা আরামদায়ক বিছানার ব্যবস্থা করা দরকার। মোবাইল ফোন সহ যাবতীয়. বৈদ্যুতিন সরঞ্জাম শোবার ঘরে রাখা উচিৎ নয়। এমনকি ঘুমাতে যাওয়ার ঘণ্টা দুয়েক আগে থেকেই বন্ধ করতে হবে টিভি, মোবাইল ফোন। কিন্তু সবসময় এই সমস্ত উপদেশ মেনে চলা আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। তবুও যদি আপনি ভালো করে ঘুমোতে চান, তাহলে কী করতে হবে জানেন?

১ ঃ একদম ঘণ্টা হিসেব করে ঘুমোন ঃ প্রত্যেক মানুষের ৮ থেকে ৯ ঘণ্টা ঘুমের প্রয়োজন রয়েছে। এই ধারণা অবান্তর। মানুষের ঘুম ৯০ মিনিটের চক্র অনুযায়ী চলে। অর্থাৎ দেড় ঘণ্টা সময় এবং অন্য সময় হল বিকেল পাঁচটা থেকে সন্ধ্যা সাতটা। অনেকেই ঘুমের এই স্বাভাবিক সময় মেনে চলেন।

৩ ঃ ঘুম পরবর্তী পরিকল্পনা ঃ ঘুমের পর আপনি কী করবেন সেটা সম্পর্কে আগেই একটা পরিকল্পনা করে রাখুন। শুধু তাই নয়, ঘুম থেকে ওঠার পর আপনি কী করছেন সেটাই নির্ধারণ করে আপনি কতটা সুন্দর আরামদায়কভাবে ঘুমিয়েছেন।

৪ ঃ বড় বিছানা দরকার ঃ ভালো ঘুমের জন্য আপনার ঘরে যত বড় বিছানার ব্যবস্থা করা সম্ভব , সেটা করুন। কারণ, ভালো ঘুমের জন্য বড় বিছানা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। করেই দেখুন তফাৎ নিজেই বুঝবেন। ৫ ঃ সঠিকভাবে নিঃশ্বাস নিন ঃ ঘুমের মধ্যে নাক দিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়ার অভ্যাস করুন। কারণ মুখ দিয়ে নিঃশ্বাস নিলে ঘুমের ব্যাঘাত ঘটতে পারে। ভালো ঘুম নাও হতে পারে।

দূর হোক চোখের নিচের কালো দাগ

সুন্দর দুটি চোখ যেন প্রশান্তির আশ্রয়। চোখের সৌন্দর্য মুখের ওপর বিরাট একটা প্রভাব ফেলে। সৌন্দর্যের বর্ণনায় চোখের সৌন্দর্যই সবার আগে। মানুষের চেহারার সবচেয়ে সুন্দর একটি অঙ্গ চোখ। এটি খুব বেশি স্পর্শকাতর। কিন্তু সেই সুন্দর দুটি চোখের নিচে যদি দেখা যায় কালো দাগ বা আন্ডার আই ডার্ক সার্কেল তাহলে পুরো সৌন্দর্য ভাটা পড়ে যায়। প্রায় মানুষেরই চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। এতে সুন্দর চেহারা ঢাকা পড়ে যায়। চোখের নিচে কালো দাগ একটি সাধারণ সমস্যা। নানা কারণে চোখের নিচে কালো দাগ পড়তে পারে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, খাবারের অনীহা, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা, রাত জেগে থাকা ভা ঘুম কম হওয়া, কাজের বাড়তি চাপ নেওয়া, বার্ধক্যের কারণ, অনেক সসময় সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির কারণেও চোখের নিচে কালো দাগ পড়ে। সহজ উপায়ে আপনি আপনার চোখের নিচের কালো দাগ দূর করতে পারেন। আর তা করতে পারেন আপনার হাতের কাছে যা আছে তাই দিয়ে। এজন্য চাই চোখের বাড়তি যত্নে। এ কালো দাগ হওয়ার পেছনে মূলত আমরা নিজেরাই দায়ী। ভাবছেন কিভাবে? কিছু টিপস জেনে নেওয়া যাক, খোসাসহ আলু বেটে চোখের নিচে লাগাতে হবে। তিন চার দিন এ পেস্টটি ব্যবহার করুন, চোখের নিচের কালো দাগ হয়ে যাবে ইনশা আলল্লাহ। তবে সাবধান রান্নাঘরের শিলপাটা দিয়ে বাটতে হলে দেখে নিন আগে মরিচ বাটা হয়েছে কিনা, হাতের তর্জনী আঙ্গুলে দুই ফোটা মধু নিয়ে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে লাগান, কিছুক্ষণ পর ঠাণ্ডা জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন, এটা চোখের ওপরে চামড়ার রোদে পড়া ভাব দূর করতে সাহায্য করে, শসা ও আলু স্পাইস করে কেটে নিন, প্রথমে চোখ বন্ধ করে ওপরের দুই টুকরো শসা লাগান। এভাবে ২০ মিনিট রাখুন। এবার একইভাবে আলুর স্পাইনস চোখের ওপর লাগান। অথবা শসা ও আলু বেস্মড করে নিন। দুই টুকরো তুলা নিন। এবার ব্রেসন্ড করা রস তুলায় নিয়ে চোখে লাগাতে পারেন। এভাবে ১৫-২০ মিনিট রাখুন। সপ্তাহে অন্তত তিন দিন এটা করুন। আপনি নিজেই এর ক্যারিশমা বুঝতে পারবেন। পুদিনাপাতার র চোখের কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। পুদিনাপাতার রস তুলায় করে চোখের যে অংশেশ কালো দাগ দূর করতে সাহায্য করে। পুদিনাপাতার রস তুলায় করে চোখের যে অংশে কালো দাগ আছে সেখান লাগান। সাবধান থাকবেন যেন কোনোভাবেই এ রস চোখের ভেতরে প্রবেশ না করে। পুদিনার রস আয়ুর্বেদিক ওষুধের কাজ করে। এ রস ঠাণ্ডা হওয়ায় আপার চোখকেও ঠাণ্ডা রাখবে বেশ সময় নিয়ে। দেখবেন চোখে নেক প্রশান্তি লাগবে। গোলাপজল ব্যবহার করতে পারে। এটাও আয়ুর্বেদিক হিসেবে কাজ করে। প্রতিদিন ঘুমাতে যাওয়ার আগে তুলার মধ্যে দুই ফোঁটা গোলাপজল নিয়ে চোখের চারপাশে লাগান। এভাবে ১৫ মিনিট ম্যাসাজ করুন। দেখবেন চোখে কমলতা ফিরে আসবে আর ক্লান্তিভাব দূর হয়ে যাবে। এক টুকরো বরফ নিয়ে চোখের চারপাশে ধীরে ধীরে লাগান। চোখের কালোভাব দূর করতে বরফ অসাধারণ কাজ করে। বাসায় অবসর সময়ে কটি শসা পেস করে চোখের নিচে দিয়ে মাত্র ১০ মিনিট চিৎ হয়ে শুয়ে থাকুন। রোদে চলাফেরার সসময় রোদচশমা ব্যবহার করুন। যাদের তৈলাক্ত ত্বক তারা কখনই কোল্ড ক্রিম ব্যবহার করবেন না। যাদের শুষ্ক ত্বক তারা ক্লিনজিং ক্রিম পরিহার করবেন। মানসিক চাপ এড়িয়ে চলুন। মনকে চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করুন সব সময়।

সুস্থ থাকতে সকালে ঘুম থেকে উঠেই প্রথমে জল পান করুন

জলের অপর নাম জীবন। কারণআমাদের শরীরের ৭০ শতাংশই জল দিয়ে তৈরি। তাই শরীরে জলের স্বাভাবিক পরিমাণ বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। সকলেই উঠেই আগে এক গ্লাস জল খাওয়ার পরামর্শ দেন বিশেষজ্ঞরা। কিন্তু এর ফলে শরীরে আদৌ কোনও প্রভাব পড়ে কিনা? সেই বিষয়ে আপনার মনে সন্দেহ থাকতেই পারে। তাহলে জেনে নিন সকালে ঘুম থেকে উঠে প্রথমেই জল খাওয়ার প্রয়োজনীয়তা আছে কেন।

এক ঃ জল বেশি করে খেলে ক্যালোরি ইনটেক কম হয়। কারণ শরীরে জলের ঘাটতি না থাকলে চট করে ক্ষিদে পায় না। তাই যারা ওজন ঝরানোর চেষ্টা করছেন, তাদের সকালে উঠেই জল খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়।

দুইঃ সারা রাত ঘুমানোর কারণে সকালে আমাদের শরীরে জলের ঘাটতি দেখা দেয় বলে অনেকেই মনে করেন। সেই কারণে, সকালের প্রথম ইউরিন গাঢ় রঙের হয়। তবে এই ধারণা পুরোপুরি ঠিক নয়। ইউরিনের রং সব সময় শরীরে জলের পরিমাণ বোঝায় না।

তিন ঃ আমাদের শরীরের দুটি কিডনির কাজ হল শরীর থেকে টক্সিন বের করে দেওয়া। আর তার জন্য শরীরের যথেষ্ট জলের প্রয়োজন। তবে এর সঙ্গে সময়ের কোনও সম্পর্ক নেই। সকালে হোক বা পরে হোক জলের ঘাটতি যেন শরীরে না থাকে.

চার ঃ সকালে উঠেই যে জল খাওয়া খুব জরুরি, এমন কোনও প্রমাণ পাওয়া যায়নি। তবে সকালে উঠে জলপানের মধ্যেও কোনও খারাপ দিক নেই। তাই এই অভ্যাস আপনার থাকলে, আপনি নতা চালিয়ে যেতেই পারেন এমনটাই জানাচ্ছেন গবেষকরা।

শৈশবের অবহেলাই কি ঠেলে দিচ্ছে অন্ধকারে?

অপরাধের সঙ্গে নাবালকদের যোগাযোগ বৃদ্ধির অন্যতম কারণ আর্থ-সামাজিক টানাপড়েন। শৈশব থেকে বঞ্চনার শিকার হওয়াও এর অন্য কারণ। গত

দু'বছরে কলকাতার বুকে সংগঠিত একাধিক ঘৃণ্য অপরাধের সঙ্গে কিশোরদের যোগ দেখে এমনটাই মনে করছেন মনোরোগ চিকিৎসকেরা। শুধু তাঁরাই নন। এক সময়ের জুভেনাইল জাস্টিস বোর্ডের সরকারি আইনজীবী সৌরীন ঘোষালেরও বক্তব্য, 'শৈশব থেকে বাড়ির অবহেলা এবং পর্যবেক্ষণের অভাবের জন্যই অপরাধের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ছে কিশোরেরা!"পঞ্চসায়র গণধর্ষণে অভিযুক্ত নাবালকের বাড়ি গিয়েও এই বক্তব্যের সত্যতা মিলল। শনিবার গড়িয়া স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, খালপাড়ে টিনের ছাউনির চিলতে ঘর। সেখানেই বাবা-মা এবং বছর ছয়েকের ভাইয়ের সঙ্গে থাকত অভিযুক্ত কিশোর। ওই কিশোরের মা পরিচারিকার কাজ করেন। বেলা বাড়লে ভ্যানে করে মাল গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার কাজে বেরিয়ে পড়েন কিশোরের বাবা। গ্রেফতারের পর থেকে ছেলের সঙ্গে দেখা হয়নি তাঁদের। তাই ওই দিন তাঁরা গিয়েছিলেন আইনজীবীর সঙ্গে দেখা করতে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, অভাবের সংসার হওয়ায় স্কুল যাওয়া বন্ধ হয়ে গিয়েছিল ধৃত কিশোরের। বাবা-মাকে সাহায্য করতে সে-ও মাঝেমধ্যে ভ্যানে ইট, বালি পৌঁছে দেওয়ার কাজ করত। কাজ না থাকলে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ঘুরে বেড়াত সে। ছোট ভাই সম্প্রতি এলাকারই একটি অবৈতনিক প্রাথমিক স্কুলে ভর্তি হয়েছে। অর্থাৎ দুই ভাই-ই অভিভাবকহীন ভাবে বেড়ে উঠছে। রবিবার কিশোরের বাবা বলেন, "২০০৯ সালে আয়লার ঝড়ে সুন্দরবনে বাড়ি-ঘর তলিয়ে গিয়েছিল। সব হারিয়ে চলে আসি। কোনও রকমে সংসার চলে। ছেলেদের পড়াশোনা নিয়ে কী করে মাথা ঘামাব?"

আবার জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত বন্দর এলাকার বাসিন্দা কিশোরের পরিবারে ছিল অন্য টানাপড়েন। বাবা কর্মসূত্রে দুবাইয়ে থাকতেন। ছেলেকে নিয়ে মা থাকলেও সন্তানের দেখাশোনায়। সময় দিতে পারতেন না। পড়াশোনা ছেড়ে গ্যারাজে কাজে ঢুকেছিল কিশোর। তখনই জড়িয়ে পড়ে অপরাধের সঙ্গে। যার পরিণতিতে জোড়াসাঁকোর রত্ন ব্যবসায়ী খুনে জড়িত থাকার অপরাধে আপাতত তার ঠাঁই 'বিশেষ হোমে'। অন্য দিকে, খারাপ সঙ্গে মিশে ছেলে অপরাধে জড়িয়েছিল বলে মনে করেন কসবার শীলা চৌধুরী খুনের অভিযুক্ত কিশোরের মা। এক সময়ে তিনি শীলাদেবীর বাড়িতে পরিচারিকার কাজ করতেন। টেগোর পার্কের বাসিন্দা ওই। কিশোর কী করে যে শীলাদেবীকে খুনে সাহায্য করেছিল, তা মানতেই পারেন না তার মা!অন্য দিকে, নিউ আলিপুরে বৃদ্ধ মলয় মুখোপাধ্যায় খুনের ঘটনায় ধরা পড়েছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলপির এক কিশোর। সে-ও কলকাতায় এসেছিল কাজের সূত্রে। প্লাস্টিক কুড়োনোর কাজ করতে করতেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে সে। যদিও নিউ আলিপুরের অভিযুক্ত কিশোরের মধ্যে অপরাধপ্রবণতা রয়েছে বলে হোম সূত্রের খবর। একই সূত্র জানাচ্ছে, গত দু'বছরের মধ্যে ওই কিশোর এক বার হোম থেকে পালিয়েওছিল। মনোরোগ চিকিৎসক প্রথমা চৌধুরীর মতে, "বেশ কয়েকটি কারণে বয়ঃসন্ধিকালে অপরাধের প্রতি ঝোঁক বাড়ছে। যার মধ্যে রয়েছে ১) ছোট থেকে হিংসা দেখে বড় হলে তাদের মধ্যে সেই মানসিকতার প্রকাশ দেখা যায়। ২) জিনগত ভাবে অপরাধের যোগ থাকা এবং সর্বোরি শৈশব থেকে তীব্র লড়াই করায় নিজেদের 'বড়' হিসেবে ভাবতে শুরু করা। ভাল-মন্দ না বুঝে বড়দের নকল করতে গিয়ে অপরাধে জড়িয়ে পড়ে তারা।"

সঠিক প্রদ্ধতিতে ফল ধুয়ে খেলে আপনি উপকৃত হবেন

আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে বাজার কচলে ধুয়েছেন কি না? ফল ভালো করে ধুয়ে না খেলে এই সমস্যা হয়। আসলে সব ধরনের ফল ও সবজিতে কিছু থামোঁজেনিক উপাদান থাকে (তাপজাতীয় বৈশিষ্ট্য), যা শরীরে

থেকে ফল কিনে এনে তা না ধুয়েই সোজা ফ্রিজে ঢুকিয়ে দিই। ভাবি, ও কার্ধক্ষমতায় প্রভাব ফেলে। ফল যদি খাওয়ার আগে ধুয়ে নেওয়া হয় বা জলে ভিজিয়ে রাখা হয়, তাহলে ওই তাপ কমাতে সাহায্য খাওয়ার আগে ধুয়ে নেব। কিন্তু গবেষককরে। এতে কোষ্ঠকাঠিন্য, ত্বকের সমস্যা, মাথাব্যথা, ভায়ারিয়ার থেকে পুষ্টিবিদ সকলেরই বক্তব্য, ফল সমস্যাগুলো হতে পারে না। তাই খাওয়ার আগে ফল ধোওয়া হোক বা সবজি তা খাওয়ার আগে ভালো করে ধুয়ে নিতে হবে। অনেক বাড়িতে একটি বিশেষ প্রথা থাকে, ফল খাওয়ার অন্তত আধ ঘণ্টা থেকে পঁযতাল্লিশ মিনিটমাস্ট। কীটনাশক থাকে না ফলের পোকামাকড় দুর করতে অনেক সময়ে এতে প্রচুর পরিমাণে কীটনাশক স্প্রে করা হয়। তাই ভালো করে না ধলে ওই আগে তা জলে ভিজিয়ে রাখা ফলের গায়ে কীটনাশক লেগে থাকে।

আর এই কীটনাশক যদি হয়, এর নানা উপকারিতা আমাদের শরীরে স্রাসরি সংস্পর্শে আসে, মানে আমরা তা খেয়েআছে। কথায় বলে, ফেলি, সেখান থেকেই শ্বাসকষ্ট, ত্বকে অ্যালার্জি, চোখে চুলকানি প্রিভিনশন ইজ বেটার দ্যান ঝিমঝিম করা ইত্যাদি নানা সমস্যা হয়। কাজেই না ধুলেওকিংবা ডাব বাড়িতে মাথ কিওর। কাজেই ফল খাওয়া খাওয়ার খানিকক্ষণ আগে ফলটি ভিজিয়ে রাখুন। এমনভাবে শরীরের জন্য যেমন ভেজাবেন, যাতে পুরো জলে ফলটা ডোবে। উপকারী, সেই রাসায়নিক থাকে না বিষয়টা মাথায় ফল যাতে দেখতে তরতাজা লাগে ও অনেকদিন পর্যন্ত ঠিক রাখবেন, ঠিক থাকে, সেজন্য টিকিয়ে রাখতে বিক্রেতারা ফরমালিন সহ তেমনি, কেন আপনি নানারকম ক্ষতিকর রাসায়নিকের ব্যবহার করে। শুধু ধুলেই এই ফল পরিষ্কার রাসায়নিক যায় না, পাশাপাশি জলে ভিজিয়ে রেখে তারপর করবেন সেটাও খাবেন। জানা দরকার। ভায়ারিয়া থেকে বাঁচতে কোষ্ঠকাঠিন্য অনেকেই দেখে থাকবেন, আম, তরমুজ কমে বালতিতে জলের মধ্যে ডবিয়ে রাখতে। এতে ফল যেমন আচমকাই কি আপনার একদিকে ঠান্ডা হয়, তেমনি এতে তৃপ্তিও আসে।

কারফিউতে পুলিশের যান বাহনদের চেকিং করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

সোনালিকে নিয়ে ক্রমাগত ট্রোল, প্রতিক্রিয়ায় বললেন, "কী করব বলুন দাদা"

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : বিজেপি থেকে তৃণমূলে ফিরতে চেয়ে সোনালি গুহর আকুল আবেদন ঘিরে সামাজিক মাধ্যমে প্রবল ব্যঙ্গ দেখা যাচ্ছে। গত ৫ মার্চ তৃণমূলের প্রার্থী তালিকা ঘোষণার সময় শিবপুরের বিধায়ক জটু লাহিড়ী, সাতগাছিয়ার বিধায়ক সোনালি গুহ, সাঁকরাইলের বিধায়ক শীতল সর্দার ও বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক দীপেন্দু বিশ্বাস টিকিট পাননি। প্রার্থী তালিকা থেকে বাদ পড়ে বিজেপি-তে যোগ দেন। এঁদের বিজেপি টিকিট না দিতে পারলেও এক মাস বাদে, গত ৬ এপ্রিল রাজ্য কমিটিতে আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে জায়গা দেয়। নির্বাচনী প্রচারেও এঁদের ব্যবহার করা হয়নি।

শনিবার টুইটে তৃণমূল নেত্রীর উদ্দেশে সোনালি লেখেন, 'অত্যন্ত ভগ্ন হৃদয়ে বলছি যে, আমি আবেগপূর্ণ হয়ে চরম অভিমানে ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে অন্য দলে গিয়েছিলাম যেটা ছিল আমার চরম ভুল সিদ্ধান্ত। কিন্তু সেখানে আমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারিনি। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমন আমিও আপনাকে ছাড়া বাঁচতে পারব না। দিদি আমি আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। দয়া করে আমাকে ক্ষমা করে দিন। আপনি ক্ষমা না করলে আমি বাঁচব না। আপনার আঁচলের তলে আমাকে টেনে নিন, বাকি জীবনটা আপনার স্নেহতলে থাকার সুযোগ করে দিন।'

এর পরেই দুপুর থেকে নড়েচড়ে বসেন নেটিজেনরা। মৌসুমী সেনগুপ্ত ফেসবুকে লিখেছেন, "মাছ জল ছাড়া বাঁচতে না পেরে ফিরে আসছে।" চার ঘন্টায় প্রতিক্রিয়ায় এসেছে ৩০টি মন্তব্য। চয়ন সেনগুপ্ত লিখেছেন, "কোন জলাধার থেকে ফিরে আসছে?" মৌসুমীর জবাব, "রাম জলাধার। ওনার রেকর্ডের শেষ নেই।" সঞ্জয় সান্যাল লিখেছেন, "দম বন্ধ হয়ে ছিলো তাই অক্সিজেন নিয়ে জলে চলে গেল।" স্বপ্নেশ্বর গুপ্ত লিখেছেন, "এদের নিয়ে আলোচনা নিস্প্রয়োজন।" সুপ্রিয় ঘোষ লিখেছেন, "মেছোনি আঁশটে গন্ধ ছাড়া থাকতে পারে না।" স্বপন কর্মকার লিখেছেন, "বাগজোলা (বি) খালে ঢুকেছিলেন আবার টালীর নালায় (টি) ফিরে এলেন।" নিলয় দাস লিখেছেন, "ধান্দাবাজরা ফিরতে মরিয়া। প্রতিক্রিয়ায় সন্তু ব্যানার্জী লিখেছেন, "আগে বলছিল তৃণমূলে দম বন্ধ হয়ে আসছে আর এখন বলছে বিজেপিতে দম বন্ধ হয়ে আসছে,কাজ করতে পারছি না। মানস ঠাকুর লিখেছেন, "ব্যবসায় ঘাটা পড়েছে।" এভাবেই আরও নানা মন্তব্যে বিদ্ধ করা হয়েছে সোনালিকে।

শনিবার এই প্রতিবেদক তাঁকে প্রশ্ন করেন, "এত ব্যঙ্গ, এত অপমান গায়ে লাগে না?" জবাবে সোনালি বলেন, "কী করব, যখন দল ছাড়ি তখনও তো অনেকে যা নয় তাই বলেছিল।" তার পরেও আবার দল বদল করছেন? সোনালির অভিযোগ, বিজেপি নেতারা আমাকে এড়িয়ে চলছিলেন। কোনও কর্মসূচিতে ডাকা হোত না। বিজেপিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছিলাম না।" তৃণমূল ছাড়ার সময়ে এসব ভাবেন নি? সোনালির জবাব, "বলতে পারেন অভিমান সয়েছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ত্যাগ করে ভুল করেছিলাম। ভুল তো মানুষ করেই!"

কিন্তু আপনি যেভাবে ফিরে আসার চেষ্টা করছেন, অনেকের কাছেই নক্করজনক লাগছে। রাজনীতি করতেই হবে, কে আপনাকে দিব্যি দিয়েছে? অপমানবোধ বলেও তো একটা জিনিস থাকে? সোনালি জবাবে বলেন, "কী করব তাহলে? সারা জীবন তো রাজনীতিই করে এসেছি। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।" কেন, মানুষের তো কর্মজীবনের একটা শেষ বা অবসর থাকে? রাজনীতি করলে সারা জীবন করতে হবে? চাকুরিজীবীরা অনেকে ৩০-৩৫ বছর কাজ করে অবসর নেন। অভ্যস্ত একটা পরিবেশ থেকে নতুন করে জীবন শুরু করেন। তাঁদের তো প্রকাশ্যে এত ব্যঙ্গ সহ্য করতে হয় না? রাজনীতিতে কী এমন আছে যে শাসক দলেই থাকতে হবে? সোনালি বলেন, "কী করব বলুন দাদা"। হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

২৬ নম্বর ওয়ার্ডে হিন্দু মন্দিরে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ২৬ নম্বর ওয়ার্ডে হিন্দু মন্দিরে পুজো বন্ধ করে দেওয়ার অভিযোগ নিয়ে চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে। এর প্রেক্ষিতে প্রশ্ন তুলেছেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়। একটি ভিডিও সংযুক্ত করে তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, কলকাতার ২৬ নম্বর ওয়ার্ডের নারায়ণ মন্দিরে পুজো দিতে গিয়েছিলেন এমন দুই হিন্দু ভক্তের অভিযোগ। তৃণমূলী গুন্ডা বলেছেন যে এখানে কোনও হিন্দুকে পুজোর অনুমতি দেওয়া হবে না। তারা পুরোহিতকে হুমকিও দিয়েছিল। স্থানীয় পুলিশ তাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে অস্বীকার করেছে। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুরা কোথায়?" দেড় মিনিটের ওই ভিডিওতে এক ব্যক্তি এ ব্যাপারে সবিস্তার অভিযোগ করেছেন। বড়তলা থানার ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে এই অভিযোগ করেছেন। পাশে ছিলেন পরিবারের এক সদস্যা।

প্রয়াত বিশিষ্ট সংগীত পরিচালক লক্ষ্মণ

নাগপুর, ২২ মে (হি. স.) : প্রয়াত প্রখ্যাত মিউজিক কম্পোজার রাম-লক্ষ্মণ জুটির লক্ষ্মণ। তাঁর আসল নাম ছিল বিজয় পাতিল। শুক্রবার রাত ১টা নাগাদ নাগপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৯ বছর।

জানা গিয়েছে, করোনা ভ্যারসিনের দুটি ডোজই নেওয়া হয়ে গিয়েছিল তাঁর। কিন্তু তার পরেই দুর্বল হয়ে পড়ে তাঁর শরীর। গত কয়েকদিন ধরে তাঁর শরীর মোটেই ভালো যাচ্ছিল না। এরপর শুক্রবার রাতে তিনি মারা যান। দীর্ঘ কর্মজীবনে অগুনতি হিন্দি ছবিতে সংগীত পরিচালনা করেছেন রাম- লক্ষ্মণ জুটি। তাঁর মৃত্যুর খবর জানতে পেরে ট্যুইটারে শোকবার্তা জানিয়েছেন লতা মঙ্গেশকর। হিন্দুস্থান সমাচার / সোনালি

বিজেপি করায় লাউদোহায় বেসরকারী কারখানায় শ্রমিক ছাঁটাইয়ের অভিযোগ

দুর্গাপুর, ২২ মে (হি. স.) : সক্রিয় বিজেপিকর্মী। নির্বাচনে ফলাফলে ভরাডুবি হতেই ঘাড় ধাক্কা খেল প্রায় ২০ জন ঠিকাশ্রমিক। দেশজুড়ে লকডাউনে শ্রমিক ছাঁটাইয়ে কঠোর আইন। অন্যদিকে তখন লাউদোহায় বেসরকারী ইস্পাত কারখানায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বলির দিকে আঙ্গুল তুলেছে বিজেপি। ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয়েছে বিজেপি। পুনর্বহালের দাবীতে পশ্চিম বর্ধমান জেলাশাসকের দারস্ত হয়েছে বিজেপিনেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী। অন্যদিকে কাজ হারিয়ে চরম অনটনে দিন কাটছে ওইসব ছাঁটাই হওয়া শ্রমিকদের পরিবার।

চলতি মাসের গোড়াতে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষনা হয়েছে। তাতে রাজ্যে পুনরায় তৃণমূল ক্ষমতায় এসেছে। পান্ডবেশ্বর বিধানসভা তৃণমূল জয়ী হয়। অভিযোগ, তৃণমূল জয়ী হতেই পান্ডবেশ্বর বিধানসভার বিভিন্ন কারখানায় বিজেপি মনোভাবাপন্ন শ্রমিকদের ছাঁটাই করা হচ্ছে। সম্প্রতি এরকমই অভিযোগ তুলে সরব হয়েছে বিজেপিনেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী। তাঁর অভিযোগ, ফলাফল ঘোষনা হতেই পান্ডবেশ্বর বিধানসভার দুটি কারখানায় ১৯ জনের মতো বিজেপিকর্মীকে ছাঁটাই করেছে।'

ছাঁটাই শ্রমিক ভজন ঘোষ, কার্তিক পালের মত ১৯ জন শ্রমিক লাউদোহার ঝাঁঝরা এলাকার বাসিন্দা। ঝাঁঝরায় দুটি বেসরকারী ইস্পাত কারখানায় ঠিকাশ্রমিকের কাজ কর্মরত ছিল। যার একটি কারখানায় মুলত নিকাশী ম্যান হোলের ঢাকনা তৈরী হয়। জানা গেছে, ওইসব শ্রমিকরা এলাকায় সক্রিয় বিজেপিকর্মী। কারখানায় নাহ্য দাবী আদায়ের জন্য সরব হয়েছিল। এবং শ্রমিকদের সংগঠিত করতে পোষ্টারিংও করেছিল। বঞ্চিত শ্রমিকদের পক্ষে ভজন ঘোষ জানান,' বিজেপি করি। কারখানায় শোষন করছিল শ্রমিকদের। শ্রমিক সুরক্ষা নেই। গত পাঁচ বছর ধরে কাজ করছি। প্রতিবাদে সরবও হয়েছিলাম।' ছাঁটাই শ্রমিকরা জানান,' লকডাউনে আচমকা ছাঁটাই, তাতেই বিপাকে পড়েছি। কাজ হারানোয় অনটনে দিন কাটছে। সংসার চালানো মুশকিল।' এদিন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তেওয়ারী বলেন,' তৃণমূল প্রতিহিংসার রাজনীতি করছে। বিজেপি করার অপরাধে গরিব নিরিহ শ্রমিকদের ছাঁটাই করছে। লকডাউনে কোন আইনে ছাঁটাই সেটাও বুঝতে পারছি না। তাই জেলাশাসককে লিখিত জানিয়েছি। পুনর্বহালের দাবী জানিয়েছি। পুনর্বহালের না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে।' যদিও লাউদোহার তৃণমূল নেতা সুজিত মুখার্জী অভিযোগ অস্বীকার করে বলেন,' যাদের ছাঁটাই করা হয়েছে, তারা অনিয়মিত ডিউটি করছিল। তাই সাময়িক ছাঁটাই করেছে। নিয়মিত কাজ করলে পুনরায় তাদের কাজে ফেরাবে সংশ্লিষ্ট সংস্থা। এটা নিয়ে অযথা রাজনীতি হচ্ছে।'

মুখ ফেরালো গ্রামের বাসিন্দারা, করোনায় মৃতদেহ সৎকার করল বিজ্ঞান কর্মী ছাত্ররা

সিউড়ি , ২২ মে (হি. স.) : ছেলে ভিন জেলায় কর্মরত। বৃদ্ধ বাবা করোনা আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে মারা গেলেন। করোনায় মৃত্যু বলে, গ্রামে কেউ দেহ সৎকার করতে না যাওয়ায় এগিয়ে এলেন বিজ্ঞান মঞ্চের তিন জন ছাত্র। সঙ্গে পেলেন দুই শিক্ষককেও। হাসপাতালে এসে দেহ নিয়ে সৎকারের ব্যবস্থা করলেন তারা। ঘটনাটি বীরভূম সিউড়ি - ২নং ব্লকের প্রত্যন্ত গ্রাম ইকরায়।

ওই গ্রামের বৃদ্ধা প্রভাত কুমার রায় করোনা আক্রান্ত হয়ে বৃহস্পতিবার সিউড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি হন ।ছেলে রেল পুলিশে ডানকুনিতে কর্মরত। বাড়িতে তখন বৃা মা সবিতা দেবী।ও বৌমা।শুক্রবার প্রভাত বাবু মারা যাবার পর হাসপাতাল থেকে বাড়িতে ফোন যায়। ফোন ধরে স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে অচৈতন্য হয়ে পরেন বৃদ্ধা। পুত্রবধূ কি করবেন খুঁজে পাচ্ছেন না। গ্রামের একে ওকে ডাকলেও করোনায় মৃত্যু সংবাদ শুনে সকলেই আঁতকে ওঠেন। দেহ সৎকারে কেউ যেতে চায়নি। খবর পেয়ে এগিয়ে আসেন ওই গ্রামের পড়ুয়া সৌভিক রায়। সে বিজ্ঞানের ছাত্র। মাঝি গ্রাম স্কুলে পড়ার সময় পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মী হিসেবে কাজ শুরু করেন। মৃতদেহ সৎকারে জন্য সৌভিক তার মাস্টার মশাই, জেলা বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মকর্তা শিক্ষক শুভাশীষ গড়াইকেও খবর দেয়। তিনি প্রথম সাহস দেন। তখন ওই গ্রামের আর ও দুই বিজ্ঞান কর্মী ছাত্র অভিষেক চৌধুরী ও মৃনাল রায়কে ডাকে নেয়। কিন্তু তাদের পরিবারের লোকজন বেঁকে বসে। তবুও তারা পিছু হটেনি। ইঞ্জিনিয়ারিং এর ছাত্র মৃনাল বলেন, 'করোনায় মৃত্যু শুনে মা আসতে দিচ্ছিল না। যখন শুভাশীষ স্যার পাশে আছে শুনে রাজি হয়।'ছাত্রদের ডাকেই সাড়া দেয় অপর এক শিক্ষক উত্তম দাস। দেহ সৎকারের জন্য তিন ছাত্র মিলে সিউড়ি উদ্দেশ্যে রওনা দেয়।

হাসপাতালে পৌঁছে জানতে পারেন কোভিড পজেটিভ দেহ পাওয়ার পদ্ধতি ।ছাত্র সৌভিকের কথায়,' হাসপাতালে ওয়ার্ড মাস্টারের অফিসে গিয়ে জানতে পারলাম ডোম আর গাড়ির ব্যবস্থা করে আনতে হবে। তবেই বডি তুলে দেওয়া হবে ডোমের হাতে।' তিন ছাত্র ও শিক্ষক মিলে সিউড়ি পৌরসভায় আবেদন করে। ডোমকে সঙ্গে নিয়ে হাসপাতাল থেকে বডি নিয়ে সিউড়ি সতীঘাটা শ্মশান ঘাটে পৌঁছায় তারা। মৃত বাবাকে দেখতে তখন শ্মশানে হাজির হয় ছেলে শ্রীকান্ত রায়। শ্রীকান্ত রায় বলেন, 'বিজ্ঞান মঞ্চের কর্মীরা ছিল বলে বাবার দেহ সৎকার হল। কিভাবে এদের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করব বুঝতে পারছি না।' তবে বিজ্ঞান মঞ্চের পক্ষ থেকে শিক্ষক শুভাশীষ গড়াই এর আবেদন, 'যে সব যুবকরা কোভিড যোদ্ধা হিসেবে কাজ করছে তাদের অগ্রাধিকার দিয়ে ভ্যাকসিন দেবার উদ্যোগ নিক সরকার। ' হিন্দুস্থান সমাচার / হেমাভ

ঠিকমতো চিকিৎসার জন্য বৈশাখী চান শোভনকে বাড়ি নিয়ে যেতে, দেওয়া হল ৫টি চিঠি

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : ব্যক্তিগত 'রিস্ক বন্ড' দিয়ে বাড়ি ফেরার আবেদন জানালেন শোভন চট্টোপাধ্যায়। নিজের আইনজীবীর মারফত শনিবার হাসপাতাল এবং জেল কর্তৃপক্ষের কাছে মোট পাঁচটি চিঠি পাঠিয়েছেন তিনি ।তাঁর বিশেষ কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না এসএসকেএম হাসপাতালে। তাই শনিবার সকাল প্রায় সাড়ে ১১টা থেকে ৫ ঘন্টায় হাসপাতাল এবং জেল কর্তৃপক্ষকে মোট পাঁচটি চিঠি পাঠানো হয়েছে বলে জানান শোভনবাবুর আইনজীবী প্রতিমপ্রিয় দাশগুপ্ত। এর মধ্যে তিনটি চিঠি দেওয়া হয়েছে এসএসকেএম হাসপাতালের সুপারকে। বাকি দু'টি প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষকে। শোভন-বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, হাসপাতালে কিছু ওষুধ দেওয়া ছাড়া বিশেষ কোনও চিকিৎসা হচ্ছে না প্রাক্তন মন্ত্রীর। এর থেকে বাড়িতে তাঁর ভাল চিকিৎসা হবে বলে জানান বৈশাখী। বেশিদিন হাসপাতালে থাকলে করোনা সংক্রমণেরও ভয় আছে বলে মনে করছেন শোভনবাবু। জেল কর্তৃপক্ষকে পাঠানো চিঠিতে শোভন হাসপাতালের বদলে 'গৃহবন্দি' হয়ে থাকার আবেদন জানিয়েছেন। শনিবার বিকেলে এসএসকেএমের উডবার্ন ওয়ার্ডে যান শোভন-বান্ধবী বৈশাখী। এর আগে বৃহস্পতিবার শোভনের বমি হয়েছিল। তা-ই তাঁর যকৃতের ডাক্তারি পরীক্ষা করা হয়। বৈশাখী অবশ্য জানিয়েছেন, শোভনবাবুর যকৃতে পুরনো সমস্যা রয়েছে। ফলে চিকিৎসকেরা লিভার সিরোসিসের আশঙ্কাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না। রক্তে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর ওষুধও বদল করা হয়েছে। এসএসকেএম হাসপাতালের উডবার্ন ওয়ার্ডে ভর্তি শোভন চট্টোপাধ্যায়ের যকৃতের সমস্যা বেড়েছিল। সমস্যা দেখা দিয়েছে চোখে। তাই প্রতিনিয়ত পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে। শোভনবাবুর সিওপিডি রয়েছে। সমস্যা কমাতে তাঁকে দেওয়া হচ্ছে নেবুলাইজার। রুটিন রক্তপরীক্ষা এবং এক্স রে-র পাশাপাশি তাঁর ইকো কার্ডিওগ্রাম এবং ইসিজি করা হয়েছে। তাঁদের চিকিৎসায় গঠিত মেডিক্যাল বোর্ড সব পরীক্ষার রিপোর্ট দেখে তা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানিয়ে দিয়েছে। রক্তে শর্করার পরিমাণ বেশি থাকাই শোভনবাবুর চোখের সমস্যা দেখা দিয়েছে বলে জানান বান্ধবী বৈশাখী বন্দ্যোপাধ্যায়। শনিবার উডবার্ন ওয়ার্ড থেকে হাসপাতাল সুপারের কাছে গিয়ে বৈশাখী শোভনবাবুকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়ার আবেদন জানান। তিনি বলেন, "শোভনের ডায়াবিটিস রয়েছে। তিনি অস্থির হয়ে পড়ছেন। করোনার ভয়ও রয়েছে। আমাদের মনে হয়, উনি বাড়িতেই ভাল থাকবেন। আমরা চাই, উনি গৃহবন্দি থাকুন ।হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

করোনায় ৯ দিনের মধ্যে একই পরিবারের তিনজন মৃত

সিউড়ি , ২২ মে (হি. স.) : ৯ দিনের নমধ্যেই একই পরিবারের তিন জনের প্রাণ কেড়ে নিল করোনা। সুখের সংসার তাসের ঘরের মতো ভেঙে গেল করোনার এক ঝড়ে। মর্মান্তিক এই ঘটনাটি ঘটেছে বীরভূমের সিউড়ির সমন্বয় পল্লী সিংহ পরিবারে। যে পরিবারের চার সদস্যের মধ্যে বর্তমানে জীবিত রয়েছেন কেবলমাত্র মেয়ে। বাকি বাবা-মা ও ছেলে করোনায় প্রাণ হারিয়েছেন। সিউড়ির সমন্বয় পল্লির বাসিন্দা সিংহ পরিবারের মোট চার জন সদস্য-সদস্যা ছিলেন। মেয়ে ঈশানী , মা দীপ্তি সিং , বাবা রামদাস সিং ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ব্যাংক কর্মী। ছেলে রাজদীপ সিংহ যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যা নিয়ে গবেষণারত ছিলেন। কোভিডে আক্রান্ত হয়েছিলেন সকলেই। পরিবারের জীবিত একমাত্র সদস্য সিউড়ি বিদ্যাসাগর কলেজের আংশিক সময়ের অধ্যাপিকা ঈশানী সিংহ। জানা গিয়েছে, দু'সপ্তাহ আগে প্রথম মা দীপ্তি সিং করোনা আক্রান্ত হন। তাকে সিউড়ি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ক্রমাগত তার শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজের কোভিড কেয়ার ইউনিটে পাঠানো হয় এবং সেখানে আইসিইউতে রাখা হয় ।মা দীপ্তি সিংহ কে দেখভাল করতে, বাকি পরিবারের সদস্যরাও রামপুরহাট চলে যান। আর সেখানে বাকি পরিবারের তিন জন করোনায় আক্রান্ত হয়ে পড়েন। তাঁদের প্রত্যেকের চিকিৎসা চলতে থাকে রামপুরহাট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে। কিন্তু মাত্র ৯ দিনের ব্যবধানে করোনা আক্রান্ত হয়ে একই পরিবারের মৃত্যু হল। গত ১৩ মে প্রথম প্রাণ হারান দীপ্তি দেবী। চলতি সপ্তাহের বৃহস্পতিবার প্রাণ হারান রামদাস বাবু এবং শুক্রবার প্রাণ হারান ছেলে রাজদীপ। মৃত তিনজনেরই ফুসফুসে সংক্রমণের পরিমাণ বহুলাংশে বেড়ে যাওয়ায় অক্সিজেনের মাত্রা ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে। যদিও হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে বর্তমানে সিং পরিবারের একমাত্র সদস্য ঈশানী সিং অনেকটাই সুস্থ আছেন। তবে পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের মৃত্যুর খবর তার কাছে ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছে এবং তিনি বর্তমানে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন।

২৯-হাজারের উর্ধে সংক্রমণ, আমেরিকায় কোভিডে মৃত্যু ৬৫৭ জনের

ওয়াশিংটন, ২২ মে (হি.স.): আমেরিকায় আরও ৬৫৭ জনের প্রাণ কেড়ে নিল মারণ করোনাভাইরাস। একইসঙ্গে মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় ২৯ হাজার ১৪ জন কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। ফলে আমেরিকায় ৩৩,৮৬২,৩৯৮-এ পৌঁছে গিয়েছে করোনাভাইরাসের মোট সংক্রমণ। পাশাপাশি বিগত ২৪ ঘন্টায় ৬৫৭ জনের প্রাণহানির পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ০৩ হাজার ৪০৮ জনের।

মার্কিন মুলুকে বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ২৯ হাজার ১৪ জন। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৩,৮৬২,৩৯৮-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে এখনও পর্যন্ত করোনা-মুক্ত হয়েছেন ২৭,৩৯৯,৪২৯ জন। আমেরিকায় এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫৮ লক্ষ ৫৯ হাজার ৫৬১ জন।

ফের ২-হাজারের বেশি মৃত্যু, ব্রাজিলে কোভিডে সংক্রমিত ৭৭,৫৯৮

রিও ডি জেনেইরো, ২২ মে (হি.স.): আগের দিনের তুলনায় কম হলেও, ব্রাজিলে ফের বাড়ল দৈনিক করোনা-সংক্রমণ। একইসঙ্গে বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে মৃত্যু হয়েছে কোভিড-১৯ সংক্রমিত ২,১৩৬ জন রোগীর। সংক্রমণ ও মৃত্যুর মধ্যেও সুস্থতার হার স্বস্তি দিচ্ছে ব্রাজিলে, এযাবৎ ব্রাজিলে করোনার থেকে সুস্থ হয়ে উঠেছেন ১৪,৪২২,২০৯ জন। ব্রাজিলের স্বাস্থ্যমন্ত্রক জানিয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় (শুক্রবার) ২,১৩৬ জনের মৃত্যুর পর ব্রাজিলে মোট মৃত্যু হয়েছে ৪ লক্ষ ৪৬ হাজার ৫২৭ জনের। ব্রাজিলে নতুন করে ৭৭,৫৯৮ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন, সবমিলিয়ে এযাবৎ ব্রাজিলে ১৫,৯৭৬,১৫৬ জন করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন। তাঁদের মধ্যে সুস্থ হয়েছেন ১৪,৪২২,২০৯ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ১,১০৭,৪২০ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

হারাঙ্গাজাও পাবলিক হাইস্কুলকে ৩০ শয্যাবিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার করবে ডিমা হাসাও প্রশাসন

হাফলং (অসম), ২২ মে (হি.স.) : ডিমা হাসাও জেলায় কোভিড পরিস্থিতি ভয়ানক রূপ ধারণ করায় এবার নড়েচড়ে বসেছে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ এবং জেলা প্রশাসন। পাহাড়ি এই জেলায় উন্নত স্বাস্থ্য ব্যবস্থা না থাকার দরুন সাধারণ মানুষের মধ্যে উদ্বেগ দেখা দিয়েছে। বলতে গেলে ডিমা হাসাও জেলা সদর হাফলঙেই রয়েছে সবচেয়ে বড় সরকারি হাসপাতাল। কিন্তু এই সরকারি হাসপাতালে নেই কোভিড রোগীদের জন্য পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধা। হাফলং সরকারি হাসপাতালে রয়েছে মাত্র ৬৮ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড ওয়ার্ড। নেই আইসিইউ বা ভেন্টিলেশনের ব্যবস্থা। যদিও হাফলং সরকারি ১০ শয্যা বিশিষ্ট আইসিইউ নির্মাণের কাজ চলছে। তবে যেভাবে পাহাড়ে কোভিড আক্রান্তের সংখ্যা বাড়ছে তাই এবার হারাঙ্গাজাও পাবলিক হাইস্কুলকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হবে। ইতিমধ্যে এ সংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেছেন জেলাশাসক পল বরুয়া। তাছাড়া লাংটিঙে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার তৈরি করার পাশাপাশি উমরাংসো নিপকো ডিসপেনসারিকে ৩০ শয্যা বিশিষ্ট কোভিড কেয়ার সেন্টার হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে।

জেলায় কোভিড পরিস্থিতি ভয়ঙ্কর রূপ নেওয়ায় এবার কোভিড রোগীদের জন্য হাফলং সরকারি হাসপাতালে একটি হেল্পডেস্ক খোলা হয়েছে। হেল্পলাইন নম্বরগুলি হচ্ছে ৭০০২০৩৬৮৫ এবং ৭৬৩৬৮৪৪০০১। এদিকে হাফলঙের পার্শবর্তী মলহয় গ্রামে কোভিড রোগীর সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়ায় গ্রামের মানুষ নিজেরাই সমস্ত গ্রামে লকডাউন ঘোষণা করেছেন। এখন কেউ এই গ্রামে প্রবেশ করতে ও বাইরে বেরোতে পারবেন না। গ্রামের সব দোকানপাট বন্ধ থাকবে। এমন-কি গ্রামের কোনও মানুষ ঘর থেকেও বের হতে পারবেন না। সমস্ত লকডাউনর বিষয়টি দেখভালের দায়িত্বে থাকবে গ্রাম রক্ষী বাহিনী (ভিডিপি)।

দুর্নীতির আশঙ্কায় কিষাণ নিধির টাকা বন্ধ রাখার আর্জি রাজ্য বিজেপি-র, প্রতিবাদ কংগ্রেসের

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী কিষান সম্মান নিধি প্রকল্পের আওতায় কৃষকদের আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে রাজ্যে দুর্নীতি হতে পারে বলে আশঙ্কা করছে রাজ্য বিজেপি। সেই কারণ দেখিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর কাছে বাংলার কৃষকদের আপাতত পরবর্তী কিস্তির টাকা দেওয়া বন্ধ করার আর্জি জানিয়েছেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষ। উপভোক্তাদের সঠিক তালিকা তৈরির জন্য রাজ্যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীদের একটি দল পাঠানোর দাবিও জানিয়েছেন দিলীপবাবু। কংগ্রেসের তরফে অবশ্য এই ভাবনার কড়া প্রতিবাদ করা হয়েছে। সম্প্রতি মোদীকে পাঠানো চিঠিতে দিলীপবাবু কী কী ধরনের দুর্নীতি হতে পারে তার ৪টি আশঙ্কা জানিয়েছেন। এর পাশাপাশি মোদীকে ৬টি পরামর্শও দিয়েছেন দিলীপবাবু। সেই পরামর্শেই বলা হয়েছে, রাজ্যের পাঠানো কৃষকদের তালিকা যেন ভাল করে পরীক্ষা করা হয় কেন্দ্রের তরফে। আর সেটা না হওয়া পর্যন্ত বাংলায় পরের দফার টাকা পাঠানো বন্ধ থাকুক। বিধানসভা নির্বাচনের প্রচার পর্বে বিভিন্ন কেন্দ্রীয় প্রকল্প কার্যকরের ক্ষেত্রে রাজ্যে নানা দুর্নীতি হয় বলে অভিযোগ তুলেছিল। একই সঙ্গে বিজেপি-র ঘোষণা ছিল ক্ষমতায় এলে কিসান সম্মান প্রকল্প চালু করা হবে। তবে নির্বাচনের আগেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই উদ্যোগ নেওয়ায় চলতি মাস থেকেই রাজ্যে এই প্রকল্প চালু হয়েছে। প্রথম দফার টাকা পেয়েছেন প্রথম দফায় নথিভূক্ত বাংলার কৃষকরা। মোদীকে পাঠানো চিঠিতে দিলীপবাবু দাবি করেছেন, রাজ্যে এই প্রকল্পের সুবিধা পেতে ২৩ লাখ কৃষক নির্দিষ্ট পোর্টালে আবেদন করলেও প্রথম দফার টাকা পেয়েছেন ৭ লাখ চাষি। বাকি কৃষকদের ক্ষেত্রে রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেয়নি বলে দাবি তাঁর। এ ছাড়াও নিজের চিঠিতে 'সিন্ডিকেট রাজ', 'কাটমানি' প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন দিলীপ।

কংগ্রেস সাংসদ প্রদীপ ভট্টাচার্য রাজ্য বিজেপি সভাপতির এই চিঠির প্রতিবাদ করেছেন। 'হিন্দুস্থান সমাচার'-কে তিনি শনিবার দুপুরে বলেন, "চাষিদের এই সহায়তা বন্ধ করার কোনও যুক্তি নেই। এই টাকা বিলি দেশের অন্য রাজ্যে যেভাবে হচ্ছে, এ রাজ্যেও নিশ্চয়ই তা অনুসরণ করা হচ্ছে। এখানে অনিয়ম হচ্ছে কি না, সেদিকে বাড়তি নজর রাখার আবেদন করতে পারেন দিলীপবাবু। কিন্তু টাকা বন্ধ করা অযৌক্তিক।" রাজ্যের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা আব্দুল মান্নানও এই প্রতিবেদককে বলেন, "দুর্নীতি হতে পারে ভেবে চাষিদের টাকা বন্ধ করে দেওয়ার দাবি ভিত্তিহীন। দুর্নীতি সন্দেহ করলে তার নিদর্শন দাখিল করে বিজেপি তদন্তের দাবি করুক!" "হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

লাদাখ ফের কাঁপল ভূমিকম্পে, এবার তীব্রতা ৩.৬

লাদাখ, ২২ মে (হি.স.): ফের ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল লাদাখ। শনিবার সকালে মৃদু তীব্রতার ভূমিকম্প অনুভূত হয় লাদাখে। কার্গিল থেকে মাত্র ৪৬ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৩.৬। এদিনে ভূমিকম্পে ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি। এর আগে শুক্রবার (২১ মে) বেলা ১১.০২ মিনিট নাগাদ ৪.২ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয়েছিল লাদাখে।

ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলোজি জানিয়েছে, শনিবার সকাল ৮.৩৭ মিনিট নাগাদ ৩.৬ তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হয় লাদাখেউ ভূমিকম্পের উতসস্থল ছিল ভূপৃষ্ঠের ৪০ কিলোমিটার গভীরে, কার্গিল থেকে ৪৬ কিলোমিটার পূর্বে ছিল ভূমিকম্পের উৎসস্থল। ৩৪.৫৭ অক্ষাংশ এবং ৭৬.৬৪ দ্রাঘিমাংশ। মাঝেমধ্যেই মৃদু থেকে হালকা তীব্রতার ভূকম্পন অনুভূত হচ্ছে লাদাখে। তবে, ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা একবারও ঘটেনি।

রাজধানী আগরতলায় কর্ণেল চৌমুহনীতে মাস্ক ও সেনিটাইজার বিতরণ করা হয়। ছবি নিজস্ব।

যশ-এর দাপটে সংযোগ ছিন্ন হলে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' হবে কী করে চিন্তা ঘরে ঘরে

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : সার্ভে পার্কের প্রিয়দর্শী। একটি নামী তথ্য প্রযুক্তি সংস্থার নবীন কর্মী। তাঁর চিন্তা 'যশ-এর দাপটে সংযোগ ছিন্ন হলে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' হবে কী করে? একই চিন্তা তাঁর দিদি সঙ্ঘমিত্রার।

প্রিয়দর্শী আর সঙ্ঘমিত্রা নিছক উদাহরণমাত্র। ঘরে ঘরে দেখা দিয়েছে এই চিন্তা। অতিমারির এই সময়কালে অধিকাংশ সংস্থাই কর্মীদের নির্দেশ দিয়েছে বাড়ি থেকে কাজ করার। কিন্তু গত বছরের আমপানের দুঃস্বপ্ন এখনও প্রায় সবাইকে তাড়া করে বেড়াচ্ছে। তাই যশ-এর আশঙ্কার সঙ্গে ফিরছে গতবারের আমফানের স্মৃতি। ভিড় করে আসছে এক ঝাঁক দুশ্চিন্তা। কেউ ভাবছেন বাড়ি থেকে চলা অফিসের কাজ নিয়ে, কারও আবার উদ্বেগের কারণ বাড়িতে থাকা রোগী। নিত্য ব্যবহারের এবং পানীয় জল টেনে আনাও বহু মানুষের মাথাব্যথা। অনলাইন ক্লাস নিয়ে চিন্তিত বেসরকারি স্কুলগুলি। সব মিলিয়ে উৎকণ্ঠায় দিন কাটছে সবার।

আমফানের সময় দীর্ঘদিন বিদ্যুৎ সংযোগ ছিল না অনেকের বাড়িতে। তখন কষ্ট হলেও কোনওরকমে দিন কাটিয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু যারা তার পর তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থায় চাকরি পেয়েছেন, করোনার দৌরাত্মে বাড়িতে থেকেই কাজ চলছে। কর্পোরেট পরিভাষায় যাকে বলে 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম'। এবারে টানা এক সপ্তাহ বিদ্যুৎ সংযোগ না থাকলে কী হবে, ভেবেই চোখে অন্ধকার দেখছেন তাঁরা।

মানিকতলার রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রিটের বাসিন্দা সুব্রত সরকার বেঙ্গালুরুর একটি সফটওয়্যার সংস্থায় কাজ করেন। 'ওয়ার্ক ফ্রম হোম' চলায় বিগত কয়েক মাস হল বাড়িতেই ফিরে এসেছেন তিনি। এখানে ঘূর্ণিঝড়ের কারণে ইন্টারনেট এবং বিদ্যুৎ পরিষেবা ব্যাহত হলে ওই ক'দিন ছুটি চাওয়া ছাড়া কোনও উপায় থাকবে না বলেই আশঙ্কায় তিনি।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (পি বি এক্স), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

নদিয়া জেলায় এবার ভ্যাকসিন পাবেন বৃহন্নলা ও যৌনকর্মীরা

নদিয়া, ২২ মে (হি. স.) : জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে এবার থেকে বৃহন্নলা ও যৌনকর্মীদের ভ্যাকসিন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য সরকার। পাশাপাশি ভ্যাকসিনেশনের কাজের গতি আনতে ভ্যাকসিন প্রদানের প্রক্রিয়াকেও দুটি ভাগে ভাগ করা হচ্ছে। শুক্রবার এব্যাপারে রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফে একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছে। ইতিমধ্যেই ওই নির্দেশিকা রাজ্যের সমস্ত জেলার জেলাশাসক ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের কাছে পাঠানো হয়েছে। তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিকদের তত্ত্বাবধানে যে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চলছে, সেখানে সাধারণ মানুষ ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। এছাড়াও বিশেষ দশটি শ্রেণীর মানুষের জন্য প্রতিটি জেলার জেলাশাসদের তত্ত্বাবধানে পৃথক ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়া চালু করতে হবে। নদিয়া জেলা প্রশাসন ওই নির্দেশিকা দ্রুত কার্যকারী করতে উদ্যোগ নিয়েছে।

নদিয়া জেলা প্রশাসনের এক কর্তা বলেন, ওই নির্দেশিকা দ্রুত কার্যকারী করতে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে স্বাস্থ্যদফতরের পাশাপাশি প্রশাসন নতুন করে ভ্যাকসিনেশন প্রক্রিয়ার তত্ত্বাবধান করলেও, তা স্বাস্থ্যদপ্তরের নজরদারিতেই করা হবে। প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, নির্দেশিকায় তৃতীয় লিঙ্গ, যৌনকর্মী, কোভিড স্বেচ্ছাসেবক, হকার্স, সাংবাদিক, সংবাদপত্র বিক্রেতা, অটো ও টোটো চালক, রিক্সা চালক, অত্যাবশ্যকীয় পণ্যবাহী পরিবহনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তি, গ্যাস সিলিন্ডার সরবরাহকারী কর্মী, পেট্রলপাম্প কর্মী, বাজারে থাকা সব্জি, মাছ-মাংস ও মুদিখানা সামগ্রী বিক্রেতা সহ অন্যান্য বিক্রেতারও এবার থেকে প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে ভ্যাকসিনেশন সেন্টার থেকে ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। এছাড়াও যে সকল সরকারি ও বেসরকারি কর্মীরা এখনও ভ্যাকসিন নেননি, তাঁরাও প্রশাসন আয়োজিত ভ্যাকসিনেশন সেন্টার থেকে ভ্যাকসিন নিতে পারবেন। রাজ্য সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি জেলার সিংহভাগ মানুষ।

শনিবার জেলা নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোটার তালিকা অনুযায়ী বর্তমানের জেলার ১৭টি বিধানসভায় মোট ৮৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার রয়েছেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই বলছেন, আমরা এতদিন ভ্যাকসিনের জন্য মাথা ঘামাইনি। কিন্তু রাজ্য সরকার আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়ার কথা ভেবেছে, এ জন্য কৃতজ্ঞ। অন্যদিকে সরকারের এই সিদ্ধান্তে খুশি শান্তিপুরের যৌনকর্মীরা। তাঁরা বলছেন, পেশাগত কারণে সমাজে আমাদের বেশিরভাগ মানুষই নিচু চোখে দেখে। অথচ আমরাও মানুষ। তাই ভ্যাকসিনেশনের ক্ষেত্রে সরকারের এই সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানাই। রানাঘাটের এসডিও রানা কর্মকার বলেন, ইতিমধ্যেই মহাকুমার অধীনস্থ সাংবাদিক কর্মবন্ধু, অ্যাম্বুলেন্স চালক, শববাহী গাড়ি চালক, ডোম ও পুরসভার কর্মীদের ভ্যাকসিনেশনের কাজ প্রায় শেষের পথে। এছাড়াও আগামী দু- একদিনের মধ্যে যৌনকর্মী ও তৃতীয় লিঙ্গের মানুষদের ভ্যাকসিন দেওয়া হবে। এছাড়া জেলাজুড়ে মোট পাঁচলক্ষ ৬৭ হাজার ৩২১ জন ভ্যাকসিন নিয়েছেন। তারমধ্যে দ্বিতীয় ডোজ ভ্যাকসিন নিয়েছেন এক লক্ষ ৫৮ হাজার ৮৫০ জন।

'ইয়াস' নিয়ে সতর্ক রেল কর্তৃপক্ষ, নির্দেশিকা বিভিন্ন বিভাগে

কলকাতা, ২২ মে (হি. স.) : আসছে ঘূর্ণিঝড় 'ইয়াস'। শনিবার রেলের বিভিন্ন বিভাগে এই কারণে প্রস্তুতি নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে। রেল হাসপাতালগুলিকে ঝড়ের তাণ্ডব থেকে সুরক্ষিত রাখতে নানা আপৎকালীন ব্যবস্থা তৈরি রাখার কথা বলা হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনা হলে ত্রাণের ট্রেন রাখতে ও কর্মীদের তৈরি থাকতে বলা হয়েছে। জলের পাম্প থেকে বিকল্প বিদ্যুৎ ব্যবস্থা, ওষুধের জোগান রাখতে বলা হয়েছে। জল জমে প্রয়োজনীয় সামগ্রী যাতে নষ্ট না হয় সেজন্য তা সরিয়ে ফেলার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ, এই মুহূর্তে প্রতিটি রেল হাসপাতালে আক্রান্ত রোগীতে ভরতি। যাদের মধ্যে অনেকেই সঙ্কটজনক অবস্থায়। ফলে চিকিৎসা বিভ্রাট যাতে না ঘটে সেজন্য কর্মীদের সজাগ থাকতে বলা হয়েছে।

ঠিক হয়েছে, কারশেড বা বড় স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকা ট্রেন বাঁধা থাকবে চেন দিয়ে। বগিগুলি যাতে গড়িয়ে বিপত্তি না ঘটায় সেজন্য লাইনের সঙ্গে বগিগুলিকে বেঁধে রাখা হবে চেন দিয়ে। সাধারণ যাত্রীবাহী ট্রেন বন্ধ। তবে দূরপাল্লার ট্রেন চালু রয়েছে। ফলে ঝড় নিয়ে ভাবতেই হচ্ছে রেলকে। শুক্রবারই পূর্ব রেলের জিএম মনোজ যোশী বিভাগীয় কর্তা ও ডিআরএমদের সঙ্গে এনিয়ে জরুরি বৈঠক করে এ বিষয়ে একাধিক নির্দেশ দেন।

আগামী ২৫ মে থেকে ২৬ মে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার সমুদ্র উপকূলে ঝড় আছড়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। ওই দিনগুলিতে শিয়ালদহ ও হাওড়া ডিভিশনকে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন জিএম। দুই ডিভিশনের ইঞ্জিনিয়ারিং, অপারেশন, সিগন্যালিং বিভাগগুলিকে ঝড়ের সঙ্গে মোকাবিলা করার সব রকমের প্রস্তুতি রাখতে নির্দেশ দিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

হাওড়ার ডিআরএম সুমিত নারুলা বলেন, হাওড়া কারশেড এলাকা জলে প্লাবিত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে সেই এলাকা থেকে সমস্ত ট্রেন সরিয়ে অন্যত্র রাখার পাশাপাশি নিকাশি ব্যবস্থা উপযুক্ত রাখা হবে। জল তুলে ফেলার জন্য পাম্পগুলিকে সক্রিয় রাখা হবে। এছাড়া ওভারেহেডের তার ছিঁড়ে বিপত্তি হওয়ার আশঙ্কায় টাওয়ার ভ্যান প্রস্তুত রাখার সঙ্গে ইলেকট্রিক বিভাগের কর্মীদের চব্বিশ ঘণ্টা কাজের জন্য হাজির থাকতে হবে। একই রকমভাবে ওভারহেডের তার ও রেলের অন্য জায়গায় গাছের ডাল পড়ার পরিস্থিতি মোকাবিলায় কর্মীদের মোতায়েন রাখা হবে।

করোনা-যুদ্ধে সামিল পর্বতারোহীরা সর্বতোভাবে সাহায্য করছেন রোগীদের

সোনারপুর, ২২ মে (হি.স.): পাহাড়ে চড়া যাঁদের নেশা, তাঁরাও এবার নেমে পড়লেন করোনা মহামারীর মোকাবিলায়। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সোনারপুর, নরেন্দ্রপুর, গড়িয়া এলাকায় কোভিড-যুদ্ধে সামিল হলেন পর্বতারোহীরা। সোনারপুর আরোহীর উদ্যোগে ক্লাব ঘরেই খোলা হয়েছে কন্টোল রুম। পালা করে সেখানে তিনটি শিফটে থাকছেন পর্বতারোহীরা। সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ফোন নম্বর। কোভিড আক্রান্তকে হাসপাতাল বা সেফ হোমে পৌঁছনো বা বাড়িতে অক্সিজেন পৌঁছে দেওয়া তো আছেই, একইসঙ্গে কোভিড আক্রান্ত রোগীর বাড়িতে ওষুধ থেকে শুধু করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রও পৌঁছে দিচ্ছেন তাঁরা।

দিন তিনেক আগেই ক্লাবের সদস্যরা ঠিক করেন করোনা মহামারীর কারণে এবার অভিযান বন্ধ রাখা হবে। আর সেই অভিযানের জন্য জমানো টাকা দিয়েই প্রাথমিকভাবে শুরু হবে করোনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ! পাশাপাশি ক্লাবের সদস্যরা নিজেরা চাঁদা দিয়ে এই করোনাকে মোকাবিলা করতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়াবেন। এলাকার বহু মানুষ করোনা-আক্রান্ত হয়েছেন। বাড়িতে দ্বিতীয় কোনও ব্যক্তি নেই যিনি হাট বাজার করতে পারবেন। সেই সমস্ত পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তাঁদের ওষুধ, প্রয়োজনীয় সামগ্রী পৌঁছে দিচ্ছেন এই পর্বত আরোহীরা। পাশাপাশি এলাকায় করোনা আক্রান্ত মানুষকে অক্সিজেন পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া থেকে শুরু করে রোগীদের প্রয়োজনে হাসপাতাল বা সেফ হোমে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থাও করছেন সোনারপুর আরোহীর সদস্যরা। ক্লাবের সম্পাদক তথা এভারেস্ট ও কাঞ্চনজঙ্ঘায় সফল আরোহনকারী রুদ্রপ্রসাদ হালদার বলেন, মানুষের পাশে থাকতেই আমাদের এই উদ্যোগ। চিকিৎসকদের পরামর্শ নিয়ে তাঁরাও এই লড়াইয়ে সামিল হয়েছেন।

রাজারবাগে জমি বিকিকিনি নিয়ে একটি পোস্টার ঘিরে আলোড়ন

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মে।। গত কয়েক দিন আগে উদয়পুর পুরপরিষদের অন্তর্গত রাজারবাগ এলাকায় অবস্থিত কোরাস ক্লাব অন্তর্গত এলাকায় বড় বড় সাইন বোর্ড লাগিয়ে ক্লাবের রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ও কোরাস ক্লাবের সম্পাদক ও অন্যান্য সদস্যদের ফোন নাম্বার দিয়ে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়েছে- কোরাস ক্লাব এলাকায় কোন বাড়ি বা জমি ক্রয় বা বিক্রয় করতে হলে অবশ্যই সাইনবোর্ড উল্লিখিত কোরাস ক্লাব সম্পাদক রাজীব ঘোষ , সদস্যদ্বয় যথাক্রমে তিপান্তর দাস ও প্রসেনজিৎ গোপের সাথে যোগাযোগ করতে হবে। এই ধরনের বিজ্ঞাপন সাধারণের চোখে পড়ার পর এলাকায় ছি: ছি: রব উঠে। বর্তমান স্যোসাল মিডিয়ার যোগে অনেকে এই বিজ্ঞাপন নিজস্ব ফেস বুক, ট্যুইটার ও হোয়াটসআপে ভাইরাল করে ঘটনার প্রতিবাদ করেন এবং আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়েছেন। স্যোসাল মিডিয়ায় ভাইরালের পাশাপাশি ত্রিপুরার প্রভাতী কয়েকটি সংবাদ পত্রে সাইনবোর্ড সহ সংবাদ পরিবেশনের পর ক্লাব কর্তৃপক্ষ বুধবার করোনা বিধি মেনে এই ঘটনার তীব্র ভাষায় প্রতিবাদ জানায় এবং আর কে পুর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলে এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকা সবার নাম প্রকাশ্যে চলে আসবে বলে গতকাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা ঘোষণা করেন কোরাস ক্লাবের সভাপতি প্রদীপ সাহা, সম্পাদক রাজীব ঘোষ, কোষাধ্যক্ষ অসীম বর্ধন ও সদস্য হারাধন আচার্যী। পুলিশ এসে সাইন বোর্ড গুলি নিয়ে গেলেও এই ঘটনার সাথে জড়িত এখনো পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি। এলাকাবাসীর অভিযোগ প্রশাসন ও ক্লাব কর্তৃপক্ষ সক্রিয় ভূমিকা পালন করলে এলাকাবাসী একটু নিস্তার পেতো বলে বুদ্ধিজীবী মহল মত পোষণ করেন।

ডিস্ট্রিক্ট করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজম্যান্ট গ্রুপ এর সভা অনুষ্ঠিত উদয়পুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২২ মে।। আজ সকাল এগারোটায় উদয়পুর গোমতি জেলা শাসকের কনফারেন্স হলে গোমতি জেলা 'ডিস্ট্রিক্ট করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ'-এর প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায়-এর পৌরহিত্য করেন' ডিস্ট্রিক্ট করোনা ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট গ্রুপ' এর চেয়ারম্যান তথা ত্রিপুরার কৃষক ও কৃষক কল্যাণ দপ্তর, পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রী মাননীয় প্রনজিৎ সিংহ। অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন গোমতি জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্বপন অধিকারী, গোমতি জেলা শাসক দেবপ্রিয় বর্ধন, গোমতি জেলার তিন বিধায়ক তথা কাকড়াবন-শালগড়া বিধানসভার বিধায়ক রতন কুমার ভৌমিক, মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ , বিধায়ক সিন্ধু কুমার জমাতিয়া, গোমতি জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক নিরুমোহন জমাতিয়া, গোমতি জেলা শিক্ষা আধিকারিক শুভ রনন দাস, জেলা তথ্য সংস্কৃতি কার্যালয়ের আধিকারিক সহ অন্যান্য সংশ্লিষ্ট দপ্তরের আধিকারিকরা। সভায় পরিবহণ মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় জেলার কোভিড সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য তুলে ধরার পাশাপাশি জেলা, কোন রোগী করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেলে এতোদিন আগরতলায় সৎকার করা হলেও বর্তমানে রাজ্য সরকারও কেন্দ্রীয় সরকারের গাইড লাইন মেনে নিজ নিজ জেলায় নূন্যতম একটি করে কোভিড মহাশশ্মান তৈরির উপর জোর দিয়েছিলেন, সেই অনুসারে গোমতি জেলায়ও করোনা আক্রান্ত হয়ে কারো মৃত্যু হলে নিজ জেলায় সৎকারের ব্যবস্থা করার জন্য উদয়পুর পেরাতিয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন কালীবাড়ি এলাকায় এই করোনা মহাশ্মশানের গড়ে ওঠার কথা বলেন। সভা শেষে মাতাবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ, উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায় সহ অন্যান্য সদস্যরা পেরাতিয়া ফরেস্ট অফিস সংলগ্ন কালীবাড়ি এলাকা পরিদর্শন করে বিধায়ক বিপ্লব কুমার ঘোষ সাংবাদিকদের এই তথ্য প্রেরণ করেন। জেলার করোনা মৃত্যু সৎকার করতে এই করোনা মহাশ্মশান গড়ে উঠলে মৃত দেহ সৎকার নিয়ে করোনা আক্রান্ত মৃতদেহের পরিবারের সদস্যদের ভোগান্তি কিছুটা হলেও হ্রাস পাবে বলে সংশ্লিষ্ট মহল মনে করেন।

তেলিয়ামুড়ায় যুব মোর্চার উদ্যোগে সেনিটাইজেশন কর্মসূচি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২২ মে।। করুণা মহামারীর কারণে যে জায়গাতে তেলিয়ামুড়া মহাকুমার পাশে রয়েছে।সেই জায়গাতে বর্তমানে গোটা ভারতবর্ষ সহ ত্রিপুরা রাজ্যে করুনার প্রকোপে দিশেহারা মানুষজন। প্রায় প্রত্যেকদিন লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে করুণা আক্রান্তের সংখ্যা। ত্রিপুরা রাজ্যে প্রত্যেকদিন শতশত লোক করুণায় আক্রান্ত হচ্ছে। রাজ্য সরকার থেকে বিভিন্ন নীতি নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে করোনা প্রতিরোধ করতে। এই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে ২৮ তেলিয়ামুড়া বিজেপি যুব মোর্চার উদ্যোগে শনিবার তেলিয়ামুড়া মারুতি সেন্টিকেটের সামনে তেলিয়ামুড়া শহরের যতগুলো ই-রিক্সা রয়েছে সে গুলোকে স্যানিটাইজ করানো হয়। বর্তমান করুনার পরিস্থিতি প্রকোপ থেকে রক্ষা পেতে যুব মোর্চার তরফ থেকে এই উদ্যোগ।

পাঠাচ্ছে কেন্দ্র

● প্রথম পাতার পর

পাঁচ হাজার ৮০০ ভায়াল ওষুধ। বাংলায় এখনও পর্যন্ত যেহেতু এক জন আক্রান্ত হওয়ার খবর মিলেছে তাই এই রাজ্যের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার ৫০ ভায়াল অ্যামফোটেরিসিন-বি পাঠানো হয়েছে।

কোভিড সেরে ওঠা রোগীদের মধ্যেই ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের সংক্রমণ বেশি করে দেখা যাচ্ছে। কারও শ্বাসকষ্ট বা কারও ত্বকে চাকা চাকা দাগ উপসর্গ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। এক্ষেত্রে অনেক চিকিতসক স্টেরয়েড ব্যবহার করার ফলে এই রোগ আরও জটিল আকার নিচ্ছে বলে মত অনেক বিশেষজ্ঞের। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক ব্ল্যাক চিকিতসার গাইডলাইন জারি করেছে।

অপহরণ

● প্রথম পাতার পর

তাকে সেখান থেকে তুলে নিয়ে যায়। শ্বশুরবাড়ি থেকে প্রায় দেড় কিলোমিটার দূরে তার মামার বাড়ির পাশে হাত পা বেঁধে ফেলে দিয়ে যায়। হাত-পা বাঁধা অবস্থায় গৃহবধূ সেখানে পড়ে থাকে।

এদিকে গৃহবধূর শশুর ভোররাতে গৃহবধূর মামার বাড়িতে ফোন করে জানতে চান তার পুত্রবধু তাদের বাড়িতে এসেছে কিনা। রাতে ঘুম থেকে উঠে দরজা খুলে লক্ষ করেন তার ভাগ্নি বাড়ির সীমানার পাশেই হাত-পা বাঁধা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে গৃহবধূর শশুরকে তার তার মামা ফোন করে জানান হাত-পা বাঁধা অবস্থায় তার ভাগ্নি বাড়ির পাশে পড়ে রয়েছে। এই ঘটনার সঙ্গে ভাগ্নির শ্বশুরবাড়ির লোকজনরা জড়িত বলে সন্দেহ প্রকাশ করেন তিনি।গৃহবধূর স্বামীর নাম প্রনব দেবনাথ।তার স্বামী মূক বধির। কেন গৃহবধূর সঙ্গে এ ধরনের ঘটনা ঘটলো তা নিয়ে জনমণে কৌতূহলের সৃষ্টি হয়েছে।

শতাংশ

● প্রথম পাতার পর

টেস্টের সংখ্যা ৩২,৬৪,৮৪,১৫৫-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২০, ৬৬,২৮৫ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ২ লক্ষ ৫৭ হাজার ২৯৯ জন।

ভারতে লাগাতার কমছে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা, বিগত ২৪ ঘন্টায় কমেছে ১,০৪,৫২৫। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩,৫৭,৬৩০ জন। শনিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে করোনা-আক্রান্ত ২,৯৫,৫২৫ জনের মৃত্যু হয়েছে (১.১২ শতাংশ)। বিগত ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু হয়েছে ৪,১৯৪ জনের। ভারতে সুস্থতার সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ২,৩০,৭০,৩৬৫ জন (৮৭.৭৬ শতাংশ)। এই মুহূর্তে ভারতে মোট ২৯,২৩,৪০০ জন করোনা-রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন (১১.১২ শতাংশ)।

নির্যাতন

● প্রথম পাতার পর

নির্যাতন শুরু করেছে। স্বামী আকণ্ঠ মদ্যপান করে বাড়িতে ফিরে গৃহবধূর ওপর শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালায়। শশুর শাশুড়িও গৃহবধূর ওপর নির্যাতন চালায় বলে অভিযোগ।

পরে দেয় নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে গৃহবধূ পশ্চিম মহিলা থানায় মামলা দায়ের করেছে। মহিলা থানার পুলিশ মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। গৃহবধূ নির্যাতনের ঘটনায় মামলার তদন্ত শুরু হলেও এখনো পর্যন্ত অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের সংবাদ নেই। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

সোনিয়ার

● প্রথম পাতার পর

কাছে আমার অনুরোধ দ্রুত এ ব্যাপারে পদক্ষেপ করুন।"

ঘটনাচক্রে দিন দুই আগেই এরাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধের সংকট নিয়ে সরব হয়েছিলেন। তাঁকে বলতে শোনা যায়, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস হলে যে ওষুধ দেওয়া হবে তা পাওয়া যাচ্ছে না। এগুলি কেন্দ্রের ভান্ডারে থাকে। অথচ, কেন্দ্র তা আটকে রেখেছে। কেন্দ্রের এই ভূমিকা কোভিড পরিস্থিতিতে আরও সংকট তৈরি করছে। কার্যত মমতার সেই সুরই প্রতিধ্বনিত হল সোনিয়ার গলায়।

অভিযান

● প্রথম পাতার পর

কম্পিউটার এবং তার ব্যক্তিগত মোবাইল গুলি নিয়ে যায় এবং জানিয়ে যায় যেকোনো মুহূর্তে ফোন করলে দেখা করার জন্য। এখন দেখার বিষয় ল্যাপটপ এবং কম্পিউটার ভিতরে কি তথ্য গোপনে রয়েছে তা বের করতে পারে কিনা পুলিশ। তানিয়ে ফুলতলী এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

ফের স্বস্তিতে লালু প্রসাদ, ডিএলএফ আর্থিক কেলেঙ্কারিতে পেলেন ক্লিনচিট, তদন্ত বন্ধ করল সিবিআই

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : দীর্ঘ টানাপোড়েনের পর অবশেষে রাষ্ট্রীয় জনতা দলের নেতা লালু প্রসাদ যাদবকে দুর্নীতির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে প্রাথমিক তদন্ত বন্ধ করল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। সূত্রের খবর, লালু প্রসাদ যাদবের বিরুদ্ধে উপযুক্ত প্রমাণের অভাবের কারণে তদন্ত বন্ধ করে দিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছিল রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার ডিএলএফ গ্রুপ লালু যাদবকে রেলওয়ে সম্পর্কিত প্রকল্পগুলি পাওয়ানোর জন্য ঘুষ দিয়েছিল।

সিবিআইয়ের আর্থিক অপরাধ শাখা ২০১৮-তে এই বিষয়ে তদন্ত শুরু করে। ২০১১ সালে লালু পুত্র তেজস্বী এবং কন্যা রাগিণী মাত্র ৪ লক্ষ টাকায় শেয়ার ট্রান্সফার করে এ বি এক্সপোর্ট কিনেছিলেন এবং দিল্লিতে এই সংস্থাটির মালিকানা পেয়েছিলেন। আরও অভিযোগ ছিল, ডিএলএফ গ্রুপ মুম্বইয়ের নয়াদিল্লি রেলওয়ে স্টেশন এবং বান্দ্রা স্টেশনে কিছু প্রকল্প পেতে চাওয়ার কারণে ঘুষ দেয়। আয়কর বিভাগও এই মামলায় পৃথক তদন্ত শুরু করেছিল। তবে দু"বছরের তদন্তের পরেও অভিযুক্তের থেকে কোনও মামলা করা হয়নি বলে প্রাথমিক তদন্ত বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। প্রাক্তন রেলমন্ত্রী লালু প্রসাদ যাদবের ওপর পশুখাদ্য কেলেঙ্কারি-সহ একাধিক অভিযোগ রয়েছে। দুমকা ট্রেজারি মামলায় ৩ বছর জেল খেটেছেন তিনি। এরপর এপ্রিলের জামিনে ছাড়া পান। এরপর থেকে দিল্লিতে তাঁর বাসভবনেই রয়েছেন তিনি।

দিল্লিতে ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ বন্ধ, মোদীকে চিঠি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): ভ্যাকসিনের অভাবে রাজধানী দিল্লিতে বন্ধ হয়ে গেল ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ। এমতাবস্থায় ভ্যাকসিন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভ্যাকসিন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১৮ উর্ধদের জন্য টিকা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই শনিবার থেকে টিকাকরণ কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হল আমাদের। প্রতি মাসে ৮০ লক্ষ টিকা প্রয়োজন দিল্লিতে, তবেই ৩ মাসের মধ্যে দিল্লির সকলকে টিকা দেওয়া সম্ভব।' প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'মে মাসে মাত্র ১৬ লক্ষ ভ্যাকসিন পেয়েছে দিল্লি, আমাদের বলা হয়েছে জুন মাসে ৮ লক্ষ ভ্যাকসিন পাবো আমরা, এমন গতিতে চললে সকলকে টিকা দিতে দিতে ৩০ মাস লেগে যাবে।' এদিন সাংবাদিক সম্মেলনে কেজরিওয়াল বলেছিলেন,০ 'করোনার বিরুদ্ধে টিকাই সবথেকে বড় হাতিয়ার, তাই দিল্লিতে ভ্যাকসিন উপলব্ধ করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।' কেজরিওয়াল জানান, 'দিল্লিতে শনিবার ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ বন্ধ হয়ে গিয়েছে।

ক্রীড়াঙ্গন

অলিম্পিক্সগামী ভারতীয় অ্যাথলিটদের পাশে প্রধানমন্ত্রী মোদী, টুইট ক্রীড়ামন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : করোনা আবহে অলিম্পিক্সগামী ভারতীয় অ্যাথলিটদের পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ভাইরাসের ব্যাপক প্রভাবের জেরে টোকিওতে এবারও অলিম্পিক্স আয়োজন নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। নাগরিকদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও গেমস নির্ধারিত সূচি মেনে আয়োজনে মরিয়া জাপান সরকার ও ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটি। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে অবশ্য বিচলিত হচ্ছেন না ভারতীয় অ্যাথলিটরা। বরং এবারের গেমসে ভাল কিছু করার ইচ্ছায় অতিমারী পরিস্থিতির মধ্যে নিজের সেরাটা দেওয়ার জন্য তাঁরা কঠোর পরিশ্রম করেছেন।

শনিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করেছেন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু। যেখানে পিভি সিন্ধু, বজরং পুনিয়াদের নিজের উদ্দেশ্যের কথা জানিয়েছেন। আগামী টোকিও অলিম্পিক্সে পদক জিততে যে তাঁরা কতটা মরিয়া, ওই ভিডিওতে সেই বার্তাই দিয়েছেন অ্যাথলিটরা। ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছে। ক্রীড়ামন্ত্রী কিরেণ রিজিজু জানিয়েছেন যে অতিমারী পরিস্থিতিতে অলিম্পিক্সমুখী অ্যাথলিটদের সবরকম সাহায্যের জন্য প্রস্তুত সরকার। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নিজে দেশের অ্যাথলিটদের পাশে দাঁড়ানোর আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানিয়েছেন রিজিজু। জুলাই মাসের টোকিও অলিম্পিক্স ও প্যারালিম্পিক্সের কথা মাথায় রেখে ভারতীয় অ্যাথলিটদের কোভিড ১৯-এর টিকাকরণ শুরু হয়েছে বেশ কিছুদিন আগেই। এখনও পর্যন্ত দেশের ১৩১ জন অ্যাথলিট ও ১৩ জন প্যারা-অ্যাথলিট টিকার প্রথম ডোজ নিয়েছেন। ১৭ জন অ্যাথলিট ও ২ জন প্যারা-অ্যাথলিট কোভিড ১৯ টিকার দুটি ডোজ নিয়েছেন বলে ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের তরফে জানানো হয়েছে। ভারতীয় অ্যাথলিটদের ২৩ জন কোচিং স্টাফ টিকার দুটি ডোজ নিয়েছেন। ৮৭ জন একটি করে ডোজ নিয়েছেন বলে ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনের খবর। আগামী ২৩ জুলাই থেকে ইভেন্ট শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু অতিমারী যেভাবে প্রভাব বিস্তার করছে, তাতে ভারত, পাকিস্তান এবং নেপালের মতো দেশগুলিকে ইভেন্টে অংশগ্রহণ করতে দেওয়া হবে কিনা, তা নিয়ে প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়েছে। যদিও এই ইস্যুতে তাঁদের কাছে কোনও তথ্য পৌঁছায়নি বলে জানিয়েছে ভারতীয় অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন।

দু'বছর অন্তরই বসবে বিশ্বকাপের আসর! চিন্তাভাবনা শুরু করল ফিফা

নয়াদিল্লী, ২২মে।।ফুটবল বিশ্বকাপের মহারণ দেখতে পাক্কা চারটে বছর অপেক্ষায় থাকতে হয় ফুটবলপ্রেমীদের। কিন্তু ভাবুন তো যদি আরও কম ব্যবধানে বিশ্বকাপ দেখা সুযোগ মিলত, তবে কেমন হত? এবার সে কল্পনা বাস্তবায়িত হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। কারণ চার বছর থেকে কমিয়ে দু'বছর অন্তরই বিশ্বকাপ আয়োজনের কথা ভাবছে ফিফা। শুক্রবার বার্ষিক সভায় তেমন ইঙ্গিতই পাওয়া গেল।প্রতি চার বছর অন্তর আয়োজিত হয় মহিলা ও পুরুষ বিশ্বকাপ। কোনও একটি দেশ এই বিরাট আয়োজনের দায়িত্ব পেয়ে থাকে। তবে এবার দুই বিশ্বকাপের মধ্যে ব্যবধান কমানোর চিন্তাভাবনা শুরু করে দিল বিশ্ব ফুটবলের সর্বোচ্চ নিয়ামক সংস্থা। সৌদি আরব ফুটবল ফেডারেশনের তরফে একটি প্রস্তাব আসার পরই বিষয়টি নিয়ে বিবেচনা করে দেখতে আগ্রহী ফিফা বলেই খবর। ছুচ্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াসের আল-মিশেহাল বলেন, "ফুটবলের ভবিষ্যৎ অত্যন্ত চাপে। অতিমারী পরিস্থিতির জন্য আরও সমস্যার সম্মুখীন হতে পারে ফুটবল বিশ্ব। তাই এখন থেকেই ভাবতে হবে, ফুটবলের জন্য কোনটা সঠিক সিদ্ধান্ত হবে। প্রতিযোগিতা এবং আয়ের দিক থেকে চার বছর অন্তর বিশ্বকাপের আয়োজন করাই কি বুদ্ধিমানের কাজ হবে? নাকি এবার পরিকাঠামো বদলে আরও গতি বাড়ানো উচিত। এবার তা ভাবার সময় এসেছে।শোনা যাচ্ছে, এই প্রস্তাবই নাকি মনে ধরেছে ফিফা প্রেসিডেন্ট জিয়ানি ইনফান্তিনোর। এই প্রস্তাবকে ইতিমধ্যেই সমর্থন জানিয়েছে ১৬৬টি ন্যাশনাল ফেডারেশন। যদিও এর বিরুদ্ধে ভোট পড়েছে ২২টি। তবে এই ভাবনা কার্যকরী করতে গেলে আন্তর্জাতিক ফুটবল ক্যালেন্ডারই বদলে ফেলতে হবে। অন্যান্য টুর্নামেন্টগুলির আয়োজন এক্ষেত্রে কীভাবে হবে, তা-ও বড় প্রশ্ন। তাছাড়া এমনটা হলে বিশ্বকাপ কোয়ালাফায়িং রাউন্ডের জন্যও সময় অনেকটাই কমে যাবে। জিয়ানির দাবি, তিনি কি ভাবছেন, তাতে কিছু এসে যায় না।

করোনা মুক্ত হয়ে ভারতীয় দলে যোগ দিচ্ছেন প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা

মুম্বই, ২২ মে (হি.স.) : অবশেষে সুস্থ হয়ে রবিবারই বেঙ্গালুরু থেকে মুম্বই উড়ে ভারতীয় দলে যোগ দিচ্ছেন কলকাতা নাইট রাইডার্সের পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। ওই দিনই তিনি ভারতীয় দলের বায়ো-বাবলে ঢুকে পড়বেন। লন্ডন উড়ে যাওয়ার আগে মুম্বইয়ে টিম হোটেলে কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে ভারতীয় ক্রিকেটাররা। দু' সপ্তাহে কঠোর কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর ২ জুন ইংল্যান্ড উড়ে যাবে কোহলি অ্যান্ড কোং।

আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল এবং ইংল্যান্ড সফরের জন্য ২০ সদস্যের দল ঘোষণা করেছে বিসিসিআই । এছাড়াও তিন ক্রিকেটারকে স্ট্যান্ড-বাই হিসেবে রেখেছেন নির্বাচকরা। এঁদের মধ্যে একজন হলেন কেকেআর পেসার প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা। আইপিএল চলাকালীনই করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন কৃষ্ণা। নাইটদের এই ফাস্ট বোলার ছাড়াও কেকেআর-এর আরও তিন ক্রিকেটার করোনা আক্রান্ত হয়েছিলেন। এঁরা হলেন বরুণ চক্রবর্তী, সন্দীপ ওয়ারিয়র এবং টিম সেফার্ট।

মুম্বইয়ে দু' সপ্তাহ কোয়ারেন্টাইনে থাকার পর ইংল্যান্ড উড়ে যাবে ভারতীয় দল। ইংল্যান্ডে ঐতিহাসিক টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার পর ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ টেস্টের সিরিজ খেলবে ভারত। সম্ভবত ২ জুন মুম্বই থেকে চার্টার্ড বিমানে লন্ডন উড়ে যাবেন ভারতীয় ক্রিকেটাররা।

সেখান থেকে সাউদাম্পটনে পৌঁছে ১০ দিনের কোয়ারেন্টাইনে থাকবে কোহলিদের। তার পর ১৮ জুন টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলতে নামবে ভারতীয় দল।

এখনও ঋষভ, পূজারাদের দুঃস্বপ্নে দেখছে স্মিথ, ওয়ার্নারের অস্ট্রেলিয়া

নয়াদিল্লী, ২২মে।।গাব্বায় ৩২ বছর পর টেস্ট ম্যাচ হেরেছিল অস্ট্রেলিয়া। ভারতের বিরুদ্ধে সেই ম্যাচে হেরে সিরিজও হাতছাড়া হয়ে গিয়েছিল। এখনও যেন অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের দুঃস্বপ্নে দেখা দিচ্ছেন চেতেশ্বর পূজারা, শুভমন গিল, ঋষভ পন্থরা। অজি ওপেনার মার্কাস হ্যারিস মনে করছেন সেই ম্যাচে অস্ট্রেলীয় ক্রিকেটারদের মতো ব্যাট করেছেন পূজারা।গাব্বায় যখন দুই দল আসে, সিরিজ তখন ১-১। এই মাঠে অস্ট্রেলিয়াকে হারানো যে বেশ কঠিন তা জানতেন অজিঙ্ক রহাণেরা। একাধিক সিনিয়র ক্রিকেটারের অবর্তমানে তরুণ দল নিয়ে নামতে হয়েছিল ভারতকে। ৫ দিনের শেষে তাঁরাই হয়ে উঠেছিলেন যুদ্ধ জয়ের নায়ক। আর পথ দেখিয়েছিলেন অভিজ্ঞ পূজারা। হ্যারিস বলেন, "দারুণ ছিল শেষ দিন। সর্বক্ষণ ভাবছিলাম ওরা রানের পিছনে দৌড়বে নাকি দৌড়বে না। আমার মনে হয় ঋষভ সব থেকে ভাল খেলেছিল সেই দিন। তবে পূজারা সবার ওপর থেকে চাপটা সরিয়ে দিয়েছিল। একজন অস্ট্রেলীয়র মতো ব্যাট করেছিল ও।

বেনজেমার জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তনে আনন্দিত জিদান

মাদ্রিদ, ২২ মে (হি.স.) : ছ'বছর পর জাতীয় দলে করিম বেনজেমা প্রত্যাবর্তনে উচ্ছ্বসিত জিনেদিন জিদান। শনিবার লিগের নির্ণায়ক ম্যাচ খেলতে নামবে রিয়াল মাদ্রিদ। তার আগে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রিয় ছাত্রের জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন নিয়ে অনেক শব্দ খরচ করলেন তিনি। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোহীন রিয়াল মাদ্রিদ কোচ জিদানের দ্বিতীয় ইনিংসের প্রধান সারথী ছিলেন তিনি। দিদিয়ের দেশ প্রশিক্ষণাধীন ফ্রান্সের জাতীয় দলে প্রিয় ছাত্রকে না থাকতে দেখে বারবার অভিযোগ করেছেন জিদান।

রোনাল্ডো পরবর্তী সময়ে রিয়ালের জার্সি গায়ে টানা তিন মরশুমে লিগে ২০টিরও বেশি গোল করেছেন বেনজেমা। বিদায়ী মরশুমে লিগের শেষ ম্যাচ অবধি দলের খেতাব ধরে রাখার যে আশা জিইয়ে রয়েছে, তা অনেকাংশে আবর্তিত হয়েছে বেনজেমার জন্য। এহেন ফরাসি স্ট্রাইকার ইউরো কাপের জন্য ফ্রান্সের জাতীয় দলে কামব্যাক করায় জিদান বলছেন, 'আমি রোমাঞ্চিত এটা ভেবে যে করিম জাতীয় দলে ফিরেছে। ওঁর এটা বহুদিনের প্রত্যাশা। আমি রোমাঞ্চিত কারণ আমিও দীর্ঘদিন ধরে এটাই চেয়ে এসেছি।'

এদিকে লিগের নির্ণায়ক ম্যাচের আছে অধিনায়ক সার্জিও রামোস হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট সারিয়ে ফিরেছেন। তবে খারাপ খবর ফিটনেস ইস্যুতে এডেন হ্যাজার্ড ম্যাচের আগেরদিনের প্রস্তুতি মিস করেছেন। প্রসঙ্গত, দিয়েগো সিমোনে প্রশিক্ষণাধীন আটলেটিকো শনিবার একই সময়ে মুখোমুখি হবে ভায়াদোলিদের। ওই ম্যাচে জিতলেই চ্যাম্পিয়ন সুয়ারেজরা।

লা লিগার খেতাব জয়ের দৌড়ে এগিয়ে অ্যাটলেটিকো তৃতীয়বার খেতাব জয়ের সুযোগ রিয়ালের

মাদ্রিদ, ২২ মে (হি.স.) : শনিবার লা লিগার চূড়ান্ত ক্লাইম্যাক্সের যবনিকা পড়তে চলেছে। খেতাবের দৌড়ে মাদ্রিদের দুই পড়শি ক্লাব অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ এবং রিয়াল মাদ্রিদ। সাত বছর পর ফের খেতাব জয়ের সুযোগ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের সামনে। অন্যদিকে খেতাব ধরে রাখার হাতছানি রিয়ালের সামনেও। লস ব্ল্যাঙ্কোসদের কোচ হিসেবে জিনেদিন জিদানের সামনে তৃতীয়বার লা লিগা খেতাব জয়ের সুযোগ।

নির্ণায়ক ম্যাচে মাঠে নামার আগে অবশ্যই অ্যাডভান্টেজ শীর্ষে থাকা অ্যাটলেটিকো। ৩৭ ম্যাচে ৮৩ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে লুইস সুয়ারেজ, জোয়াও ফেলিক্সরা। অন্যদিকে দু'পয়েন্ট পিছনে থেকেও শেষ রাতে বাজিমাতের চেষ্টায় বেনজেমার রিয়াল মাদ্রিদ। গত ম্যাচে ওসাসুনার বিরুদ্ধে ৮০ মিনিট অবধি পিছিয়ে থেকেও শেষ দশ মিনিটে গোল করে অ্যাটলেটিকোকে জয় এনে দিয়েছিলেন রেনান লোদি এবং লুইস সুয়ারেজ। যা অবনমনের আওতায় থাকা ভায়াদোলিদের বিরুদ্ধে নির্ণায়ক ম্যাচের আগে আরও আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে সিমোনের ছেলেদের।

অ্যাওয়ে ম্যাচে ভায়াদোলিদের বিরুদ্ধে কেবল জয় চাই সুয়ারেজদের। তাহলেই সাত বছর পর খেতাব ঢুকবে অ্যাটলেটিকোর ঘরে। রিয়ালের ম্যাচের ফলাফল সেক্ষেত্রে বিবেচ্য হবে না অ্যাটিলেটিকোর জন্য। কিন্তু পা হড়কালেই বিপদ। অ্যাটলেটিকো যদি ড্র করে কিংবা হারে তাহলে রিয়ালকেও পয়েন্ট খোয়াতে হবে শেষ ম্যাচে। অন্যথা খেতাব উঠবে বেনজেমাদের হাতেই। কারণ মুখোমুখি পরিসখ্যানে অ্যাটলেটিকোর থেকে এগিয়ে বেনজেমারা। আর রিয়ালকে শেষ ম্যাচে ঘরের মাঠে শুধু জিতলেই হবে না, অ্যাটলেটিকোকেও পাশাপাশি পয়েন্ট খোয়াতে হবে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো অ্যাটলেটিকো যদি ড্র করে এবং রিয়াল জয় পায় তবে দু'দলের পয়েন্টসংখ্যা সমান হবে। কিন্তু মুখোমুখি পরিসংখ্যানে এগিয়ে থাকার সুবাদে খেতাব জিতে যাবে রিয়াল। উল্লেখ্য, ২০২০-২১ লা লিগায় মাদ্রিদ ডার্বির প্রথম লেগে অ্যাটলেটিকোকে ২-০ হারিয়েছিল রিয়াল। ফিরতি লেগ ড্র হয়।

চোটের কারণে ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করলেন প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন হালেপ

বুখারেস্ট, ২২ মে (হি.স.) : ফরাসি ওপেনের মহিলা সিঙ্গলস থেকে ছিটকে গেলেন সিমোনা হালেপ। ২০১৮ চ্যাম্পিয়ন হালেপ চোটের কারণে নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। কাফ মাসলে চোটের কারণে ক্লে-কোর্টের এই গ্র্যান্ড স্ল্যাম থেকে নিজেকে সরিয়ে নিলেন রোমানিয়ার এই টেনিস তারকা। ফরাসি ওপেনের প্রস্তুতি টুর্নামেন্ট ইতালিয়ান ওপেনে খেলতে গিয়ে চোটের কবলে পড়েন জোড়া গ্র্যান্ড স্ল্যাম জয়ী হালেপ। গত ১২মে দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচে কাফ মাসলে চোট পেয়েছিলেন হালেপ। তাঁর বাঁ-পায়ের পেশি ছিঁড়েছে বলে জানা গিয়েছে। এদিন জোড়া টুইটে আসন্ন ফরাসি ওপেন থেকে নাম প্রত্যাহার করে নেওয়ার কথা জানান উইম্বলডনের ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন। প্রসঙ্গত, ২০১৮ প্যারিসে লাল সুড়কির কোর্টেই কেরিয়ারে প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম জিতেছিলেন হালেপ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্লোয়ানে স্টিফেন্সকে হারিয়ে প্রথম মেজরের স্বাদ পেয়েছিলেন রোমানিয়ান। পরের বছর উইম্বলডনে হালেপ জিতেছিলেন কেরিয়ারের দ্বিতীয় গ্র্যান্ড স্ল্যাম। কিন্তু ওই বছরে ফরাসি ওপেনে খেতাব ধরে রাখতে ব্যর্থ হয়েছিলেন হালেপ। শেষ আট থেকেই বিদায় নিয়েছিলেন।

খেতাব জয়ের জার্সি নিলামে তুললেন উবেইদ

কেরল, ২২ মে (হি.স.) : করোনা মোকাবিলায় এবার সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন উবেইদ সিকে। গোকুলাম কেরালা এফসির গোলকিপার গত মরসুমে আই লিগ জিতেছেন। গোকুলামের আই লিগ জয়ের সেই জার্সি এ বার নিলামে তুললেন উবেইদ। নিলাম থেকে প্রাপ্ত অর্থ দান করবেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রীর তহবিলে।

আই লিগ জয়ের সেই জার্সির নিলামে দাম রাখা হয়েছে ৩৩ হাজার টাকার কিছু বেশি। উবেইদ বলেন, 'এই আই লিগ জয় আমাদের রাজ্য কেরলকে গর্বিত করেছে। এই খেতাব জয়ের জন্য আমি সর্বদা স্বপ্ন দেখতাম। গোকুলাম আমাদের রাজ্যকে প্রতিনিধিত্ব করে। তার হয়ে আই লিগ জয় আমার কাছে অনেক সম্মানের। এই জার্সি আমার কাছে খুবই স্পেশাল, ঠিক যেন আমার হৃদয়ের একটা টুকরো।' তিনি আরও বলেন, 'আমি ভেবেছিলাম এই জার্সিটাকে আমি আমার ঘরে রেখে দেব আজীবন। কিন্তু তার পরই আমার বন্ধুরা আমাকে কিছু পরামর্শ দিল। তাই আমি ভাবলাম, এর চেয়ে ভালো আর কিছু হতে পারে না। জার্সিটাকে তাই নিলামে তুললাম।' এই বিপদের সময় অনেকেই তাদের সাধ্য মতো অনুদান করছে। কঠিন সময়ে সবাই সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিচ্ছেন। অতিমারিতে সবাইকে এগিয়ে আসার অনুরোধও জানান এই কেরালাইট গোলকিপার। ইতিমধ্যেই কেরলে সবার জন্য বিনামূল্যে করোনা প্রতিষেধক দেওয়ার ঘোষণা করেছে কেরল সরকার।

Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd.
Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura
e-mail : tripuramilkunion@yahoo.com

GMU/PUR/DOI CUP/2020-2021/1/1373 Dated 21.05.2021

SHORT QUOTATION NOTICE

Short Quotation is invited from bonafide Indian suppliers/reputed Indian Manufacturer for supply of 3ply Carton box with separator for packaging Gomati Misti Doi Cup for Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd. Agartala Dairy; P.O. Indranagar; Agartala 799006, Tripura West. Interested Indian Suppliers/reputed Indian Manufacturer are requested to submit their rate inclusive all taxes within 11.06.2021 till 2.00 p.m by courier/ by mail/ speed post in superscribing **"QUOTATION FOR 3PLY CARTON BOX WITH SEPARATOR"** addressing Chief Managing Director with above address. This offer will be opened on **11.06.2021 at 03.00 p.m, or next working day.** For details kindly visit notice board of Gomati Cooperative Milk Producers' Union Ltd and also visit e-procurement portal (**httos://eprocurczovin/epublish).**

ICA-C-714/2021-22 **Chief Managing Director**

PNIe-T No: - 30/EE/DWS/DIVN/U013/2021-22, Date:19-05-2021
e-Tender in single bid system are invited for the following work:-

Sl. No.	DNIé-T No.	Name of the work	Estimated cost	Earnest money	Time for Completion	Deadline for online bidding	Website for online biding	Time &date of opening of online bids	Tender Fee
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	56/CE/PWD(DWS)/2021-22	Water Supply Scheme at Jamjuri under Kakraban R. D. Block of Gomati District, Tripura / Design, supply and construction of 1.20 MGD (sixteen hours pumping) capacity water treatmem plant including Civil, Mechanical, Electrical works supply of all necessary equipments, testing and successful commissioning of the plant etc. complete in all respect at Jamjuri under **Jal Jeevan Mission (JJM).**	**₹8,14,38,366.00**	**₹8.14,384.00**	**18(Eighteen) Months**	Upto 3.00 P.M on **14-06-2021**	**https://tripuratenders.gov.in**	At 3.30 P.M on **14-06-2021**	**₹5000.00**

All details can be seen in the office of the undersigned. NB: The detailed press notice & bid documents for the work can be seen on website www.tripuratenders.gov.inat free of cost. The bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned doculnents as specified in this tender document on the e-Procurement website **www.tripuratenders.gov.in**
For details please visit www.tripuratenders.gov.in and for any query please contact:-9774452561
For and on behalf of Governor of Tripura
(Er. Dibyendu Chakma)
Executive Engineer
DWS Division, Udaipur,
Gomati District, Tripura

ICA-C-697/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: 06 / EE-BSLD / PWD / 2021-22, Dated, 11th May'2021
The **Executive Engineer, Bishalgarh Division, PWD(R&B), Bishalgarh, Sepahijala District, Tripura** invites on behalf of the 'Governor of Tripura' sealed percentage rate tender(s) from the Central & State public sector undertaking / enterprise and eligible Contractors /Firms/Agencies of appropriate class registered with PWD/TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Other State PWD **up to 3.00 P.M. on 31-05-2021** for the followingworks:-

Sl No.	Name of work/DNIeT No	Estimated Cost	Earnest money	Time for Completion
1.	DNIet No. 21/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.17,01,411.00	Rs.17,014.00	3(Three)Months
2.	DNIet No. 22/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.15,31,592.00	Rs.15,316.00	6(Six)Months
3.	DNIet No. 23/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.10,44,942.00	Rs.10,449.00	3(Three)Months
4.	DNIet No. 24/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.23,42,998.00	Rs.23,430.00	6(Six)Months
5.	DNIet No. 25/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.20,56,272.00	Rs.20,563.00	6(Six)Months
6.	DNIet No. 26/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.20,44,676.00	Rs.20,447.00	6(Six)Months
7.	DNIet No. 27/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.23,69,557.00	Rs.23,696.00	4(Four)Months
8.	DNIet No. 28/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.23,21,729.00	Rs.23,217.00	4(Four)Months
9.	DNIet No. 29/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.14,93,629.00	Rs.14,936.00	8 (Eight) Months
10.	DNIet No. 30/R/DNIe-T /EE-BSLD / PWD / 2021-22	Rs.21,43,975.00	Rs.21,440.00	3(Three)Months

Last date and Time for document downloaditig and bidding up to 3.00 P.M.on 31-05-2021 And Time and date of opening of Bid at 12.00 Hrs.on 01-06-2021 if possible. Notes:-For more details kindly visit: hittps://tripuratenders.gov.in.
For and on behalf of tie 'Governor of Tripura'

[Er. S.Sarkar],
Executive Engineer,
Bishalgarh Division, PWD (R&B),
Gakulnagar, Bishalgarh, Sepahijala, Tripura.

ICA-C-701/2021-22

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO: e-PT-12/EE/RD/TLM-DIV/2021-22 dt-19/05/2021.
The Executive Engineer, R.D. Teliamura Division, Khowai Tripura invites e-tender from eligible bidders up to **5.00 P.M on 01/06/2021 for 01(One) No.** Work. For details visit website-https://tripuratenders.gov.in and contact **03825-262095/8731074766/9862139398.** Any subsequent corrigendum will be available in the website only.

Sd/Illegible
Executive Engineer
R.D. Teliamura Division
Teliamura, Khowai Tripura

ICA-C-704/2021-22

PRESS NIeT. NO. 28/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 **Dated, 17/05/2021**
The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway I P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 138/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
2	DNIeT. No. 139/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
3	DNIeT. No. 140/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 6,59,884.10	₹ 6,599.00
4	DNIeT. No. 141/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 21,01,464.80	₹ 21,015.00
5	DNIeT. No. 142/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 7,08,356.53	₹ 7,084.00
6	DNIeT. No. 143/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 1,38,919.45	₹ 1,389.00
-7	DNIeT. No. 144/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
8	DNIeT. No. 145/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 4,82,566.30	₹ 4,826.00
9	DNIeT. No. 146/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on **07-06-2021**
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on **07-06-2021** if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS SW-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/KillalRig/Amarpur/ Karbook/ Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-695/2021-22

PRESS NIeT. NO. 29/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22 **Dated, 17/05/2021**
The Executive Engineer, DWS Division Udaipur, Gomati District, Tripura invites on behalf of the Governor of Tripura, single bid percentage rate e-tender from the approved and eligible Contractors / Firms / Agencies of appropriate class registered with PWD / TTAADC / MES / CPWD / Railway I P&T / Other State PWD / Central & State Sector undertaking and also having experience certificate (Not below the rank of Executive Engineer) to completed such type of works successfully with good credential certificates (along with work order copy)(for Sl.No. 9) for the following works :-.

Sl. No.	Name of Work	Estimated Cost	Earnest Money
1	DNIeT. No. 147/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 35,72,870.30	₹ 35,729.00
2	DNIeT. No. 148/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 7,04,552.55	₹ 7,046.00
3	DNIeT. No. 149/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
4	DNIeT. No. 150/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 32,92,533.80	₹ 32,925.00
5	DNIeT. No. 151/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22	₹ 12,57,845.10	₹ 12,578.00
6	DNIeT. No. 152/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
7	DNIeT. No. 153/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 8,01,358.00	₹ 8,014.00
8	DNIeT. No. 154/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 57,43,874.00	₹ 57,439.00
9	DNIeT. No. 155/EE/DWS/DIVN/UDP/2021-22.	₹ 73,19,072.00	₹ 73,191.00

Last date and time for document downloading and bidding : Up to 15.00 Hrs on 07-06-2021
Place, Time and date of opening of online bid : 0/o the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur at 15:30 P.M. on 07-06-2021 if possible
Details tender notice may be seen in the office of the Executive Engineer, DWS Division, Udaipur and office of the Assistant Engineer, DWS SW-Division No- I/II, Udaipur/Kakraban/KillalRig/Amarpur/ Karbook/ Ompi and the website **https://www.tripuratenders.gov.in**

(ER. D. CHAKMA)
Executive Engineer
DWS Division Udaipur
Gomati District, Tripura

ICA-C-696/2021-22

■ Phone : 0381- 2384984, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ভিডিও কনফারেন্সে সাব্রুম মহকুমা বিচার বিভাগীয় আদালত এবং সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধন করেন ভার্চুয়েলি।

কেন্দ্র ভ্যাকসিন দিয়েছে, ভবিষ্যতেও দেবে, কেজরিকে আক্রমণ জাভড়েকরের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : করোনা ভ্যাকসিন বন্টনকে কেন্দ্র করে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালের অভিযোগকে খন্ডন করে আক্রমণ করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা প্রকাশ জাভড়েকর। তিনি বলেন, মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির পরিস্থিতি নিয়ে প্রতিদিন রাজনীতি করছেন।

প্রসঙ্গত, ভ্যাকসিনের অভাবে রাজধানী দিল্লিতে বন্ধ হল ১৮ উর্ধদের টিকাকরণ। এমতাবস্থায় ভ্যাকসিন চেয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে চিঠি লিখেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল। ভ্যাকসিন পরিস্থিতি নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কেজরিওয়াল জানিয়েছেন, '১৮ উর্ধদের জন্য টিকা শেষ হয়ে গিয়েছে, তাই শনিবার থেকে টিকাকরণ কেন্দ্র বন্ধ রাখতে হল আমাদের। প্রতি মাসে ৮০ লক্ষ টিকা প্রয়োজন দিল্লিতে, তবেই ৩ মাসের মধ্যে দিল্লির সকলকে টিকা দেওয়া সম্ভব।' প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে কেজরিওয়াল আরও জানিয়েছেন, 'মে মাসে মাত্র ১৬ লক্ষ ভ্যাকসিন পেয়েছে দিল্লি, আমাদের বলা হয়েছে জুন মাসে ৮ লক্ষ ভ্যাকসিন পাবো আমরা, এমন গতিতে চললে সকলকে টিকা দিতে দিতে ৩০ মাস লেগে যাবে।'

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেন, আগে দিল্লিতে ৫০ লক্ষ ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। এই ভ্যাকসিন গুলো দিল্লিকে কারা দিল বলে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হর্ষবর্ধন একটি ব্লু ফিল্ম তৈরি করে দিয়েছেন, ১৮ উর্ধদের থেকে টিকাকরণ এবছর ডিসেম্বরের মধ্যে শেষ হবে। তিনি অভিযোগ করে বলেন, কেজরিওয়াল প্রথমে অক্সিজেন না থাকার জন্য আবেদন জানিয়েছিলেন। সেই মতন দিল্লিতে অক্সিজেন সরবরাহ করা হয়েছিল। এখন ভ্যাকসিন প্রয়োজন মতন সরবরাহ করা হচ্ছে।

অরুণাচলে আসাম রাইফেলস-এনএসসিএনের গোলাগুলি, হত একজঙ্গি, আহত দুইজওয়ান

ইটানগর, ২২ মে (হি.স.) : অরুণাচল প্রদেশের চাংলাং জেলার জয়রামপুর অঞ্চলে আসাম রাইফেলস এবং ন্যাশনাল সোশালিস্ট কাউন্সিল অব নাগাল্যান্ড (খাপলাং গোষ্ঠী)-এর সশস্ত্র ক্যাডরদের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষে এক জঙ্গি সদস্য নিহত হয়েছে। এছাড়া গোলাগুলির দরুন আসাম রাইফেলসের দুই জওয়ান আহত হয়েছেন বলে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ। নিহত জঙ্গিকে অবতার চাকমা বলে শনাক্ত করা হয়েছে। তবে কোনও কোনও মহলের দাবি এই সংঘর্ষে জঙ্গি নয়, মৃত্যু হয়েছে এক জওয়ানের।

বিলম্বে প্রাপ্ত খবরে প্রকাশ, ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী জয়রামপুরের জঙ্গলাকীর্ণ লংরি গ্রামে এনএসসিএন-এর সশস্ত্র একদল ক্যাডার ঘাঁটি গেড়েছে বলে গোপন সূত্রে আধাসেনা আসাম রাইফেলসের গোয়েন্দারা খবর পান। সে অনুযায়ী আজ সকালে ১৯ ব্যাটালিয়নের আসাম রাইফেলসের জওয়ানরা লংরি গ্রামে হানা দিয়ে গোটা অঞ্চল ঘিরে ধরেন। ইত্যবসরে সকাল প্রায় সাড়ে আটটা নাগাদ জঙ্গিরা আসাম রাইফেলসের জওয়ানদের লক্ষ্য করে গুলিবর্ষণ করতে থাকে।

বাম যুবকর্মীকে মারধর, অভিযুক্তরা গ্রেপ্তার হয়নি, উদ্বেগ প্রকাশ সিপিএমের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ঊনকোটি জেলার ফুলতলী গ্রামে বাম যুবকর্মী প্রসন্ন দাস এর উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে সিপিআইএম। এক প্রতিনিধি দল শনিবার আক্রান্তের বাড়িতে গিয়ে পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে কথা বলে ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন।গত কুড়ি মে বৃহস্পতিবার কৈলাসহরের ফুলতলী গ্রামে ডিওয়াইএফআই কর্মী প্রসন্ন দাসকে গ্রামের উপ প্রধান মৃদুল সিনহার নেতৃত্বে বিজেপি দলের কর্মীরা বেধড়ক মারধোর করায় গুরতর জখম হয়ে বর্তমানে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ডাক্তার বাবুরা আজও জানান যে, প্রসন্ন দাসের অবস্থা এখনও সংকট জনক। অপরদিকে, এই ঘটনার সাথে জড়িতদের কৈলাসহর থানার পুলিশ আজ অব্দি গ্রেফতার করে নি। এমতাবস্থায় সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী এবং কৈলাসহর মহকুমা কমিটির সম্পাদক বিশ্বরূপ গোস্বামীর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ফুলতলী গ্রামে ডিওয়াইএফআই কর্মী প্রসন্ন দাসের বাড়িতে গিয়ে খোঁজ খবর নেন। প্রসন্ন দাসের উপর এই আক্রমনের ঘটনায় প্রসন্ন দাসের কাকা বিজেপি দলের সক্রিয় সদস্য হলেও এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানান। তিনি তার ক্ষোভের কথা সিপিআইএম প্রতিনিধি দলের কাছে এবং মিডিয়ার প্রতিনিধিদের কাছে তুলে ধরেছেন।

ফুলতলী গ্রামে প্রসন্ন দাসের বাড়িতে সিপিআইএম দলের প্রতিনিধি দল যাবার পরও উনাদের সামনে গ্রামের উপ প্রধান মৃদুল সিনহা প্রকাশ্যেই ঘুরাফেরা করছে। প্রকাশ্যে হুমকি দিচ্ছে বলে সিপিআইএম ঊনকোটি জেলা কমিটির সম্পাদক কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী অভিযোগ করেন।

অবিলম্বে ঘটনায় জড়িতদের গ্রেফতার এবং কঠোর শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সিপিআইএমের পক্ষ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা না হলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে সামিল হবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

তুলসীবতী স্কুল সংলগ্ন কর্মচারী ফেডারেশনের অফিসে চুরি। শনিবার পুলিশ যায় তদন্ত করতে। ছবি নিজস্ব।

রাজ্যে আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। ত্রিপুরায় আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। খুব শীঘ্রই আইন বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তোলার কাজ সরকার শুরু করবে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব আজ ভিডিও কনফারেন্সে সাব্রুম মহকুমা বিচার বিভাগীয় আদালত এবং সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধন করে একথা বলেন। সচিবালয়ে ভিডিও কনফারেন্স হলে শিক্ষামন্ত্রী রতনলাল নাথ, বিধায়ক শংকর রায়, আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত সহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীদেব বোতাম টিপে নতুন এই ভবনটির উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব নারী নির্যাতন এবং ড্রাগস ব্যবসায় জড়িতদের উপযুক্ত শাস্তি প্রদানের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি বলেন, এই ক্ষেত্রে সাজার হার বাড়াতে হবে যাতে প্রকৃত দোষীরা উপযুক্ত সাজা পায়। একই সঙ্গে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন এই নেশার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত না হয় সেই দিকেও লক্ষ্য রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কোভিডের প্রথম ঢেউ থেকে দ্বিতীয় ঢেউ-এর সময়ে রাজ্যের চিকিৎসা পরিকাঠামো অনেকটাই উন্নত হয়েছে। পাশাপাশি রাজ্যের প্রত্যেকটা জেলাতেই কোভিড রোগীদের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে ভেন্টিলেটর, অক্সিজেন সিলিন্ডার, অক্সিমিটার সহ অক্সিজেন কনসেন্টেটরের সংস্থান রয়েছে। তিনি বলেন, কোভিড মোকাবেলায় সম্প্রতি রাজ্য সরকার করোনা কার্ফু, করোনা নাইট কার্ফু ও কন্টেইনমেন্ট জোন যখনই ঘোষণা করেছে রাজ্যের জনগণ তা সঠিকভাবে পালন করছেন। এরজন্য তিনি রাজ্যবাসীকে ধন্যবাদ জানান।

এদিনের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী সাব্রুমে গড়ে উঠা বাণিজ্যিক পরিকাঠামোর উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে বলেন, এই পরিকাঠামোগুলি এক নতুন দিশা দেখাবে রাজ্যবাসীকে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ব্ল্যাক ফাঙ্গাস বা করোনা অতিমারি রাজ্যের স্বাস্থ্য দপ্তর জনসাধারণের সহযোগিতায় মোকাবিলা করতে সক্ষম হবে। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী জনসাধারণকে কোভিড স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলার পাশাপাশি সরকারের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলি কার্যকর করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

এই উপলক্ষে ত্রিপুরা হাইকোর্ট থেকে ভার্চুয়াল মাধ্যমে সাব্রুম মহকুমা বিচার বিভাগীয় আদালত এবং সিভিল জজ (জুনিয়র ডিভিশন) আদালতের নতুন ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশ নিয়ে ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অখিল কুরেশী নতুন সুদৃশ্য এই ভবন নির্মাণকারী এবং ডিজাইনারের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, শুধুমাত্র সত্য মিথ্যা বিচার করাই বিচার ব্যবস্থার কাজ নয়, জনসাধারণের সকল প্রকার সমস্যা এবং জিজ্ঞাস্য আইনের গন্ডির মধ্যে থেকে সমাধান করা বিচার ব্যবস্থায় যুক্তদের অন্যতম দায়িত্ব এবং কর্তব্য। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন দক্ষিণ ত্রিপুরার জেলা ও দায়রা জজ এ পান্ডে। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন আইন সচিব বিশ্বজিৎ পালিত। তাছাড়াও এই ভার্চুয়াল অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতিগণ, রাজ্যের এডভোকেট জেনারেল, হাইকোর্টের রেজিস্ট্রার জেনারেল প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

দিল্লিতেই ১০০ দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু ৪২০ জন চিকিৎসকের

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): গত ২০ মে দেশে করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে মৃত্যু হওয়া চিকিৎসকের সংখ্যা ছিল ৩২৯। দু''দিন আগে, ১৮ মে সেই সংখ্যা ছিল ২৭০। ২২ মে (শনিবার) সেই সংখ্যা ৪২০-তে পৌঁছেছে। করোনার দ্বিতীয় ঢেউয়ে শনিবার পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪২০ জন চিকিৎসকের। শুধুমাত্র দিল্লিতেই মৃত্যু হয়েছে ১০ জন চিকিৎসকের। শনিবার ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন (আইএমএ) জানিয়েছে, করোনা মহামারীর দ্বিতীয় ঢেউয়ে এখনও পর্যন্ত দেশে মৃত্যু হয়েছে ৪২০ জন চিকিৎসকের। এই ৪২০ জনের মধ্যে সর্বাধিক মৃত্যু হয়েছে দিল্লিতে, দিল্লিতে মোট ১০০ জন চিকিৎসকের মৃত্যু হয়েছে। আইএমএ জানিয়েছে, বিহারে মৃত্যু হয়েছে ৯৬ জন চিকিৎসকের, উত্তর প্রদেশে ৪১ জন, তেলেঙ্গানায় ২০ জন, মহারাষ্ট্রে ১৫ জন, পশ্চিমবঙ্গে ১৬ জন, ওড়িশাতে ১৬ জন, গুজরাটে ৩১ জন।

কমলাসাগর একনিষ্ঠ বাম নেতার মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২২ মে।। একনিষ্ঠ বাম নেতার মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করলেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। কমলাসাগর বিধানসভা মিয়াপাড়া এলাকার শাহ আলম মিয়া। বয়স ৮৫ মরণব্যাধি ক্যান্সার জনিত রোগে আক্রান্ত হয়ে শনিবার সকাল বেলা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন তিনি শাহ আলম মিয়া কমলাসাগর মিয়াপাড়া এলাকায় এমনকি গোটা মহকুমার মধ্যে শাহ আলম সর্দার হিসেবে পরিচিত ছিল।

তিনি ১৯৮৯ সাল থেকে সিপিএমের একনিষ্ঠ কর্মী কিংবা নেতা হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার পাশাপাশি কৃষক সভার বিশালগড় বিভাগীয় কমিটির অন্যতম সদস্য ছিলেন। তিনি কমলাসাগর পঞ্চায়েতের প্রধানের দায়িত্ব পালন করেছিলেন একনিষ্ঠ নেতা হিসেবে। শুক্রবার আচমকা তার শরীরের অবস্থার অবনতি হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় হাপানিয়া মেডিকেল হাসপাতালে। কিন্তু তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় ডাক্তারবাবুরা সাফ জানিয়ে দিয়েছে তাকে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়।

পরবর্তী সময়ে তার পরিবারের লোকজন তাকে মিয়াপাড়ার নিজ বাড়িতে নিয়ে আসে শনিবার সকালবেলা। তার কিছুক্ষণ পরই তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন।আর সে খবর পাওয়া মাত্রই তার বাড়িতে ছুটে আসেন সিপিআইএমের তাবড় তাবড় নেতৃত্বরা।

ছুটে আসেন কমলাসাগর বিধানসভার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী বলেন, তার মৃত্যুতে দলের প্রচন্ড ক্ষতি হয়েছো। ঐদিন বিধায়ক তার মৃতদেহের উপর দলীয় পতাকা দিয়ে শেষ শ্রদ্ধা জানানেল। মৃত্যুকালে তার স্ত্রী, ছয়জন কন্যা সন্তান এবং তিনজন পুত্র রেখে গেছেন। তার মৃত্যুতে গোটা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে।

অবশেষে গ্রেফতার হলেন কুস্তিগীর সাগর রানা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত সুশীল কুমার

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.) : অবশেষে গ্রেফতার হলেন তরুণ কুস্তিগীর সাগর রানা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত সুশীল কুমার। দীর্ঘ টালবাহানার পর দু'বারের অলিম্পিক পদকজয়ীকে শনিবার পঞ্জাব থেকে গ্রেফতার করেছে দিল্লি পুলিশ। সূত্রের খবর, পলাতক সুশীলের সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে সঙ্গী অজয় কুমারকেও। দু'জনকেই দিল্লিতে নিয়ে আসা হচ্ছে খুনের ঘটনার তদন্তে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

ছত্রসাল স্টেডিয়ামে গত ৪ মে তরুণ কুস্তিগির সাগর রানা হত্যাকান্ডে অভিযুক্ত অলিম্পিক পদকজয়ী কুস্তিগীর এতদিন যাবৎ পলাতক ছিলেন। দিল্লি পুলিশ সুশীলের সন্ধানে আর্থিক পুরস্কারের কথা ঘোষণার পর দিনদু'য়েক আগে মেরঠের একটি টোলপ্লাজায় সুশীলকে দেখা গিয়েছিল। শনিবার সকালে জানা যায়, দিল্লি পুলিশ পঞ্জাবের ভাটিন্ডায় সুশীলের সর্বশেষ অবস্থান ট্র্যাক করতে সক্ষম হয়েছে।

লুকআউট নোটিশ, জামিন অযোগ্য ধারায় ওয়ারেন্টের পর গত সোমবার পলাতক সুশীল কুমারকে খুঁজে দিলে বিনিময়ে পুরস্কারমূল্য ঘোষণা করে দিল্লি পুলিশ। অলিম্পিকে দু'বারের পদকজয়ী কুস্তিগীরকে খুঁজে দিলে এক লক্ষ টাকা পুরস্কার দেওয়ার কথা জানিয়েছিল দিল্লি পুলিশ।

উল্লেখ্য, ৪মে রাতে সুশীল, অজয়, প্রিন্স, সনু, সাগর, অমিত এবং আরও কয়েকজন কুস্তিগীরের মধ্যে দিল্লির ছত্রাসাল স্টেডিয়ামের পার্কিং এরিয়ায় ঝগড়া ও হাতাহাতি হয়। সেখান থেকেই ঘটনার সূত্রপাত। হাতাহাতিতে শেষ পর্যন্ত মৃত্যু হয় এক তরুণ কুস্তিগীর সাগর রানার। ঘটনার পর দিল্লি পুলিশ সুশীলের বিরুদ্ধে খুন, অপহরণ-সহ একাধিক ধারায় এফআইআর করে।

কারফিউ ঃ কর্মহীন রাজ্যের বহু শ্রমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২২ মে।। কারফিউ চলাকালেও দু''মুঠো অন্ন জোগাড় করতে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কাজের সন্ধানে এসে কাজ না পেয়ে বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে দিনমজুর শ্রমিকরা।করোণা ভাইরাস সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতিতে সবচেয়ে বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন দিনমজুররা। কাজের সন্ধানে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তারা। কিন্তু কাজ খুঁজে পাচ্ছেন না। স্বাভাবিক কারণেই তাদের উনুনে হাড়ি চাপানো কষ্টকর হয়ে উঠেছে।

করোণা ভাইরাসের সংক্রমণ জনিত পরিস্থিতি দিনের পর দিন জটিল আকার ধারণ করতে থাকায় রাজ্য সরকার বাধ্য হয়ে আগরতলা পুর নিগম এলাকায় গত সতের মে থেকে আগামী ছাব্বিশ মে ভোর পাঁচটা টা পর্যন্ত লাগাতার কারফিউ ঘোষণা করেছে। শহর এলাকার বেশ কিছু স্থানে কনটেইনমেন্ট জোন ঘোষণা করা হয়েছে। সরকারি এই সিদ্ধান্তে সবচেয়ে সমস্যায় পড়েছে দিনমজুর খেটে খাওয়া অংশের মানুষের মানুষজন। রাজধানী আগরতলা শহর ও শহরতলি এলাকায় বহু পরিবার রয়েছে যারা দিনমজুরি করে জীবন যাপন করে। লকডাউন ঘোষণার ফলে তাদের কাজের কোন সংস্থান নেই। রাজধানী আগরতলা শহরের বড়তলা শিব মন্দির, দূর্গা চৌমুহনী, লেইক চৌমুহনী, মঠ চৌমুহনী, চন্দ্রপুর সহ কয়েকটি স্থানে শ্রমিকরা এ কাজের জন্য সমবেত হয়। নির্ধারিত ওইসব স্থান থেকেই শ্রমিকদের কাজের জন্য নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন স্থানে। গত কয়েকদিন ধরে লকডাউন চলাকালে শ্রমিকরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ওইসব এলাকায় এসে জড়ো হলেও তাদেরকে কেউ কাজে নিতে আসেন না। তাতে মারাত্মক সমস্যায় পড়েছে শ্রমিক পরিবারগুলি। কাজের সন্ধানে এসে তারা বিমুখ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। অসহায় শ্রমিকরা জানায় কাজ না পাওয়ায় তাদের উনুনে হাড়ি চাপানো অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তাদের পরিবারে অনাহার-অর্ধাহার নিত্যদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে সরকারের তরফ থেকে ওইসব শ্রমিক পরিবারগুলোর জন্য আর্থিক সাহায্যের কোনো ব্যবস্থা করা হয়নি। অসহায় শ্রমিক পরিবারগুলি সরকারের কাছে লকডাউন পরিস্থিতিতে আর্থিক সাহায্য করার দাবি জানিয়েছে। পুরুষ শ্রমিকের পাশাপাশি বহু সংখ্যক মহিলা শ্রমিক ও কাজের সন্ধানে এসে বিমুখ হয়ে বাড়ি ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। সরকার অবিলম্বে এসব শ্রমিক পরিবারের জন্য আর্থিক সাহায্য ঘোষণা করলে তাদের পরিবারে অনাহার বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে।

শুধুমাত্র টিকা নয়, দেশে ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধেরও সঙ্কট রয়েছে ঃ রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ২২ মে (হি.স.): করোনা-আক্রান্ত রোগীদের ব্ল্যাক ফাঙ্গাসে আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা দেশ জুড়ে বেড়েই চলেছে। ব্ল্যাক ফাঙ্গাসকে ইতিমধ্যেই মহামারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। এবার কোভিড টিকার ঘাটতি ও ব্ল্যাক ফাঙ্গাসের ওষুধের সঙ্কট নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ করলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী। শনিবার রাহুল গান্ধী টুইট করে জানিয়েছেন, 'মোদী সিস্টেমের অপশাসনের জন্য শুধুমাত্র ভারতেই করোনার সঙ্গে-সঙ্গে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মহামারী দেখা দিয়েছে।'

শনিবার সকালে টুইট করে রাহুল গান্ধী লিখেছেন, 'মোদী সিস্টেমের অপশাসনের জন্য শুধুমাত্র ভারতেই করোনার সঙ্গে-সঙ্গে ব্ল্যাক ফাঙ্গাস মহামারী দেখা দিয়েছে। শুধুমাত্র ভ্যাকসিনের ঘাটতিই নয়, এই নতুন মহামারীর জন্যও ওষুধের বিপুল সঙ্কট রয়েছে।' একইসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীকেও খোঁচা দিয়েছেন রাহুল গান্ধী।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।